বসন্তক।

উপস্থত ৩.২৪-১০-২০
সং২৮৬.
ব, সা, প, গ্র,

২

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফনি-বন্ধং মুক্তবেশং শিরেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় খণ্ড প্রথম সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

পাঠকগণ! গত সংখ্যায় "প্লাঞ্চটীর" "প"মাত্র ফেঁদে রেখেছিলেম, এবার তৎসম্বন্ধে বিশেষ বায়নাক্কা সব খুলে দিচ্ছি সকলে মনোযোগ দে শুনুন; প্রথম থেকে প্রশ্নোত্তর যা হয়েছিল, নিম্নে দিতেছি।

আমি—কস্ত্বং?

প্পি—অহং বাল্মীকিঃ।

আমি—অপরিজ্ঞাতং ভবিতব্যং রামচরিতং কথং লিখিতবান্?

প্পি—তপশ্চরণকালবিহিতস্য গঞ্জিকাধূমপরিপানস্য প্রসাদাৎ।

আমি—ধন্যোসি, অপরিকল্পিত বাঙ্নিঃসারিন্ ভবন্! তথাপি ভবাদৃশমহাজনস্য ধূমপরিপানস্পৃহা কথং সঞ্জাতা কতমেন শাস্ত্রবিধানেন অনুমোদিতা বা?

প্পি—সুরাসুরনরমৌলিমার্জ্জিতপদস্য দেবাদিদেবমহাদেবস্য সাহচর্য্যাৎ মহাজনমর্দ্দিতপথানুসরণশাসনাচ্চ।

আমি—আখ্যাতং আদিকবিনাভবতা। ইদানীং অপরমেকমাত্মানমানয়িতুং যদি শক্নোতি তৎ প্রেষয়।

প্পি—তথা করোমি।

এর পরেতেই "প্লাঞ্চটি" থাম্‌লো আমি অবাক্ হলেম, অবিলম্বে উহা ঘর্ঘরিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো; আর সকলে "আবার এসেছে আবার এসেছে" ব'লে উঠ্‌লেন আমিও প্রশ্নারম্ভ করিলাম।

আমি—কুত আয়াতস্ত্বং কো বা?

প্পি—সুরলোকাদাগতোঽহং ব্যাসঃ।

আমি-ধর্ম্মাশ্রয়ং কবিকুলার্থিত কাব্যকোষম্

পাষণ্ডজালবহুমানিতপাপপালম্ !
বেল্লীকতন্ত্রবিতলার্ণবপারপোতম্
"বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবৃন্দম্ ॥

ষ্পি—নন্দয়ামি রসাধারং পার্শ্বধারিহসন্তং।
সভ্যসর্ব্বম নো হরং নৃত্যকারিবসন্তং ॥

আমি—সম্প্রতি কথয়, অস্মদ্দেশপ্রচলিত অষ্টাদশমহাপুরাণং সমগ্রং কিং ভবতা বিরচিতং ?

ষ্পি—ন কিমপি।

আমি—তৎ কথং ভবদ্বিরচিতমিতি সর্ব্বৈরেব কথিতং ?

ষ্পি—ভ্রান্তিবশাৎ।

আমি—কস্মাৎ তৎ ভবতো নাম্না প্রচারিতং কেনাপি বা ?

ষ্পি—পাষণ্ডকুলপরীপ্সিতমতপ্রচলনকামনয়া নানাকালোদ্ভূতবেল্লীকদলঃ মন্নামায়সীং পরিধায় যথাভিরুচিক্রমেণ এতদষ্টাদশমহাপুরাণানি লিলেখ।

আমি—এবম্বিধা অসজ্জনপরিপালনীয়প্রবৃত্তিঃ পাষণ্ডানাং চেতসি কস্মাজ্জাতা ?

ষ্পি—"আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি।"

আমি—তৎ কথং ?

ষ্পি—বেদবিভাগবিধৌ ময়ৈব এতাদৃক্ প্রকারেণ বহুবেল্লীকাচারঃ মূলমধ্যে সন্নিবেশিতঃ।

আমি—ভবান্ কথং এতাদৃক্ কৃতবান্ ?

ষ্পি—অবিরতকেতকীমধুপানপ্রোদ্দাপ্তবেল্লীকতন্ত্রপ্রচারতৎপরমনোবৃত্তিবশাৎ।

আমি—ন নিন্দার্হো ভ্রাতঃ যস্মাৎ ত্বং শাস্ত্রপ্রচারপরিকামনয়া প্রণোদিতঃ। অক্ষিন্নো ভূত্বা স্বলোকং গচ্ছ কস্যান্যস্যাপি আত্মানং কৃপয়া অস্মৎসকাশং প্রেষয়।

ষ্পি—সুখীভব। তথা করোমি।

এই লিখিয়া পুরোণো ইয়ার ব্যাসমুনি ঠাকুর প্রস্থান কল্লেন এবং কিঞ্চিৎ পরে অপর এক আত্মা উপস্থিত হ'য়ে "প্লাঞ্চেট" চাল্‌তে লাগ্‌লো দেখে আমিও প্রশ্ন সুরু কল্লেম

আমি—কস্যাপি মহাজনস্য আত্মা ভবান্ ?

ষ্পি—ললিতলবঙ্গলতাপরিমলান্মধুরতরমুরারিবিলাসবর্ণনকারী জয়দেবোঽহং।

আমি—ভবৎসকাশাৎ মে কিঞ্চিৎ জ্ঞাতব্যমস্তি।

ষ্পি—তৎ কথয়।

আমি—অসঙ্কুচিতচিত্তঃ সন্ কথয় কলগাথকবরগীতগোবিন্দস্য বিরচণকালে অস্মাকং বহুমানিতস্য বেল্লীকতন্ত্রস্য কতমমধ্যায়পর্য্যন্তং ত্বং অধীতবান্ ?

ষ্পি—সর্ব্বমপি শেষাদৃতে।

আমি—ভবিতব্যস্য ইংরাজাধিপত্যস্য যৎ কিঞ্চিৎ বার্ত্তামপি ন বিজ্ঞাতোঽসি।

ষ্পি—তেন কিং প্রয়োজনং ?

আমি—আর্য্যবিদ্যাবিশারদত্বাভিমানিপণ্ডিতানাং শ্বেতপুরুষাণাং তদ্গ্রন্থানাদরশঙ্কা ন জাতা।

ষ্পি—ন কাচিদপি ; যজ্জানামি শ্বেতপুরুষাণাং আর্য্যবিদ্যাধিকারাভিমানমস্তি কিন্তু ব্যুৎপত্তিলেশমাত্রমপি নাস্তি, যতঃ তৈরেব শৃঙ্গারতিলকরতিমঞ্জরীপ্রভৃতিগ্রন্থানি কাব্যরূপেণ পরিগৃহিতানি।

আমি—ভোঃ ! কোকিলকূজনানুরূপবাদিন্ ! ইদানীমপি গীয়তাং কিঞ্চিৎ তৎ শ্রবণার্থং চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে মে।

ষ্পি—ইংরাজগ্রন্থপাঠপরিবর্ত্তিতচেতসাং শ্রোতৃবর্গাণাং তদিদানীম্ সুপ্রীতিকরো ন ভবিষ্যতি বিরমানুরোধেন গোপাঙ্গনাকোমলকর্ণকুহরতোষণগীতি শ্রবণাৎ, গচ্ছামি তাবৎ।

আমি—আত্মান্তরমেব ভবতানুগ্রহেণ প্রেরিতব্যং।

ষ্পি—তথা করিষ্যামি।

এই ব'লে জয়দেব প্রস্থান করিলে পর "প্লাঞ্চেট" কিছুক্ষণের জন্য থেমে ফের চ'ল্‌তে লাগ্‌লো অমনি প্রশ্ন সুরু ক'রলেম।

আমি—তুমি কে হে ?

ষ্পি—আমরা দুজোন।

আমি—কে কে হে?

ষ্পি—কীর্ত্তিবাস, আর কাশিদাস।

আমি—বল দেখি তোমরা বাঙ্গলার যদি আদি কবি ছিলে, তবে তোমাদের গ্রন্থে এত গলৎ কেন ?

ষ্পি—আমাদের সকল দোষ নহে যা দেখ তাহা আমাদের হাত পা ভাঙ্গা কবন্ধাকারমাত্র, কতকগুলো উপাধিধারী প্রকাশকেই আমাদের এদশা ক'রেছে—যদিও কপিগুলার আক্রমণে হাড়গোড় রক্ষা পেয়েছিল, বটতলার কুষ্মাণ্ডগুলো তাও শেষ ক'রেছে !

আমি—তবে তোমরা যাও, তোমাদের জন্য দুঃখিত হইলাম, আর কাহাকে পাঠাইয়া দেহ।

এই ব'ল্‌তেই পূর্ব্বমত কিঞ্চিৎ থেমে ফের প্লাঞ্চেট চল্‌লো আমিও প্রশ্ন ধ'র্‌লেম।

আমি—এবার কে এলেহে ?

ষ্পি—আমি ভারতচন্দ্র।

আমি—আরে এস এস গুণাকর যে ! তুমি সেকেলে রসিক লোক, তোমার সঙ্গে দুই একটা আলাপ ক'র্ত্তে হবে, এখন বল দেখি এত চতুর লোক হ'য়েও তুমি কি জান্‌তে পারনি যে পরে অশ্লীলতানিবারিণী সভা হ'লে তোমার সাধের বিদ্যাসুন্দরের গোর দেবে ?

ষ্পি—যে সকল বিষয় অভাবনীয় ও অ-

চিন্তনীয়, তাহাতে কোন জ্ঞানিব্যক্তির দৃষ্টি পড়ে? আমার অপরাধ কি, আমিতো জানিনা যে বঙ্গদেশে কতকগুলো এরূপ অকালকুষ্মাণ্ড জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে যে পরের তোষামোদ ক'র্ত্তে গে আপনার মাতৃভাষাকে ছুপা দে ঘেঁতলাবে ?

আমি—এটা কি ভাল হয়নি ?

স্পি—চাষারা ক্ষেতথেকে ধানএনে বিচ'ন দে বড় বড় বলদ দিয়ে মাড়ায় ও সেই মাড়ানিতে শস্যগুলি খ'সে প'ড়্‌লে ধানগুলি তুলে লয় ও খড়গুলি ফেলে রাখে, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা সংশোধনার্থ অর্থাৎ দোষগুলি ফেলে সারভাগ লওনার্থ যে সকল বন্দোবস্ত করা হচ্ছে তাহা ভাগ্যক্রমে বিপরীত হচ্চে, পরিষ্কারার্থ নিযুক্ত বলদগুলো বেতর হওয়াতে মাড়ানির চোটে শস্যগুলি চুর হয়ে যাচ্ছে, আর লালমুখো, নারীকেলের ছোব্‌ড়া খেকো, কর্ত্তারা খড় নিয়ে তুলে রাখ্‌ছেন, আর রাখ্‌বেন নাই কেন ? তাঁরা ভাঙ্গেন না মচ্‌কান, যা যাবার তা বেচারা বাঙ্গালীদেরই যাচ্ছে—

আমি—হাঁ হাঁ পুরোণ কুরুচ নইলে কি রগড় উঠে—যাহোক ভারত! আমি "উপমাকালিদাসস্য" মানিনা, তোমার সঙ্গে ভেড়ালে কি হয় বলা যায় না, যাহক গুণাকর ঠাকুর, এতদিনে যে সব উল্‌টে গেল হিন্দু হ'য়ে গোরে চল্লে ?

স্পি—আমার গোরের দেরি আছে, আমার গোরের আগে আমার গোরদাতাগণের কতবার গোর হবে।

আমি—ভাল গুণাকর! বঙ্গদর্শনে তোমাকে যে খেমটাওয়ালা বলা হ'য়েছে তার কি ক'ল্লে ?

স্পি—অঙ্গদ যখন লেজের কুণ্ডলীর উপর ব'সে রাবণকে যা ইচ্ছা তাই বলেছিল, তখন কি রাবণের রাবণত্ব গেল ব'লে কেউ ভয় পেয়েছিল ? তা তোমার ভয় কি আমি যা তাই তো আছি যে যত বলুক না।

আমি—কিন্তু গুণাকর তুমি যদি একটু আবরু রেখে লিখ্‌তে তা হলে আর কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌তো না।

স্পি—বলা থামায় কে ? যদি বিচারের বলা হতো তবে কথা ছিল, কিন্তু দেখছো না ভাই এবলা কেবল লালমুখ তুষ্ট করার—আমার চেয়েও উলঙ্গ লোক বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর আমাকে বেআব্‌রু ব'লে টানাটানি কেন ? ইংরাজদের মহাকবি সক্ষপিরের গ্রন্থ সকল চিত্রের উপর চিত্র ও টীকার উপর টীকা দে প্রকাশ করা হচ্ছে, আর আমার বেলাই কি "চাল্‌তা খেলে বাকড়

ক।

করি সেই বখোক্‌তো তা হ'লে কত লো-
াবনা কি যেখানে যাফলা হতো, কত
আমি জামাই আদরে খেতে পাঁ... রেসি-
বলেন "কেমন হে একবারে কতগ... কি
মণ্ডা খেতে পার ?" কেউ বলেন "আজ... বা,
ফলারটা এখানে কি হবে ?"—তা আ-
মার জন্যেই কি টাকা টাকা ক'রে ম...
তোমার গহনা আর বস্ত্রের জন্যই আ-
মার টাকার গরজ।

বাস। আমার এরূপ অলঙ্কারে কি হবে, আমি তা চাইনা, যে মলহাররাওর দুরবস্থায় ভারতের সমস্ত লোক মনঃক্ষুণ্ণ হইতেছেন এবং ভারতমাতার দেহে য... দুইচারখান অলঙ্কার ছিল, তাহাও নষ্ট হইবার দশায় পড়িয়াছে সেই মলহাররাওর ধন লতেও ইচ্ছা হয় ?

বস। তোমার কি তুমিতো হর'বর' সর' ক'রে কতকগুলো ব'লে ফেললে, কিন্তু আমার তা যোয়ায় কৈ ? আমার যেমন দেহ তেমনি বুদ্ধি আমিতো বুঝ্‌তে পারিনে, যে রাজার অত্যাচারে প্রজাগণ পীড়িত হইয়া ইংরাজ গভর্ণেটের নিকট আবেদন করে, যে রাজা আপনার রাজ্য শাসন ক'র্ত্তে অক্ষম, সে আবার ভারতের অলঙ্কার হবে তা কি ক'রে বুঝ্‌বো—এ কোন্‌দেশী অলঙ্কার

...বাল সাহেবের
...াপ দেখেছ ? স...

...য উঠ্‌লো ; তাতে আর মধু
...ার এখন আবার নূতন সৌ-
...তাইতে আবার গরবও বা-
...সকল মধুবিহীন ব'লে
...খন তারা পুনর্ব্বার কেঁচে
...ঋতুরাজ আপনার দল
...দেখ্‌তে চল্লেন আ-
...থিয়েটার-রুমে পর-
...নিয়ে বসা হ'ল,
...; ক্রমে অ্যাক্টর
...পাঠকগণ ! এই
...যে লোকে বলে যে,
...যেমন, তার পাত্র মহাশয়
...আমাদের বসন্ত ...

#5 to 32. FOLIOS ARE TOO MUCH BRITTLE, FILMING IS NOT POSSIBLE.

মাধবমোহিনী।

শ্রীগজপতি রায় দ্বারা সঙ্কলিত।

উক্ত গ্রন্থের সমালোচনের মর্ম্মার্থ।

এই ঐতিহাসিক নবন্যাস খানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা পাঠ করিয়া সকলেই সন্তোষ লাভ করিবেন কোন সন্দেহ নাই।

মধ্যস্থ।

এই নবন্যাস পাঠে আমরা অত্যন্ত প্রীতি পাইয়াছি।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

তজ্জন্য এই নবন্যাস খানিকে গণনীয় নবন্যাস মধ্যে গণনা করিতে সঙ্কুচিত হই না।

অমৃতবাজার পত্রিকা।

ইহা আমাদিগকে বিশেষ আনন্দিত করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি পাঠকালে ভারতীয় ভাব ভিন্ন বিজাতীয় ভাব পাঠকের মনে উদয় হয় না।

রহস্য সন্দর্ভ।

চন্দ্ররোহিণী।

শ্রীগজপতি রায় দ্বারা সঙ্কলিত।

এই নবন্যাসের কিয়দংশ " রহস্য-সন্দর্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল, উক্ত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ রহিত হওয়াতেও অনেক পাঠকের অভিপ্রায় বশতঃ সমস্তাংশ একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম, পূর্ব্বাংশ পাঠে পাঠকবর্গ যে প্রকার সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, উত্তরাংশ পাঠে বোধ করি সেই প্রকার হইবার সম্ভব।

প্রতি পুস্তকের মূল্য (১) একটাকা। ডাক মাস্থুল ৵০ আনা।

উক্ত পুস্তকদ্বয় সুচারু যন্ত্রে প্রাপ্য।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য়, পর্ব্ব। তৃতীয় সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।।০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

সভ্যগণ নিত্য নূতন খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আমাদের ব্যস্ত হ'তে হ'য়েছে; ক্রমে আর নূতন পাওয়া ভার হ'য়ে উঠ্‌ছে। তবে মনে ভরসা আছে যে কলিকাতায় ইংরাজী চালের প্রাদুর্ভাবে পুরাণো চাল সব উঠেগেছে, আর যা দুই চারটি প্রচলিত আছে তাহাও সচরাচর দেখা যায় না, কালে ভদ্রে কদাচ কখন, গলি, ঘুঁজিতে দেখা যায়, সুতরাং সাধারণে সর্ব্ব লোকে তাহা জান্‌তে পারেন না, বারুণী স্নানযাত্রা, বাসন্তীপূজা, নন্দোৎসব প্রভৃতির খবর রাখবার চেয়ে অনেকে যেরূপ গুডফেরাইডে, কুইন্সবার্থ ডে, ছোট কিচমিচ, বড় কিচমিচের খবরটিতে মন রাখেন সেইরূপ পুরাণ পাঠ, ধর্ম্মসভা, ঢপের গান, কীর্ত্তন, পাঁচালি প্রভৃতির অপেক্ষা কলবের লেক্‌চর, স্নান জার সারমন, অপেরা, থিয়েটর, হোটেল লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এইরূপ হ'য়েছে ব'লেই আমাদের বাঁচওয়া। পুরাণ চাল চুল কথা বার্ত্তা গুলোকেও সাহেবি মেজাজের জাহাজি গোরাব্‌ বাড়া বাবুদের কাছে ব্যাখ্যা ক'রে নূতন কথা কওয়ার ফল পাচ্ছি। আজ সেই সাহসেই সভ্যগণের মনোরঞ্জনার্থ একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্‌ছি এবং বোধ করি পূর্ব্বে আদিকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ড কিচ্‌কিন্ধাকাণ্ড প্রভৃতির গান শুনে শ্রোতাগণ যে প্রকার আনন্দানুভব ক'র্ত্তেন আমাদের বরদাকাণ্ডও সভ্য শ্রোতাগণের চিত্তে সেই প্রকার আনন্দোদ্দীপন করিতে পারে।

বরদাকাণ্ড।

হাতে লও পান গুয়া সভ্য শ্রোতাগণ।
অপূর্ব্ব বরদাকাণ্ড করিব বর্ণন ॥
রত্নাকর নামে পূর্ব্বে গেঁজেল প্রধান।
ত্রেতাযুগে ছিল এক দস্যু বলবান ॥
মালচেলা পরি এক যষ্টি হাতে ধরি।
কাটাত জীবন লোক মুণ্ডপাত করি ॥
এক দিন চতুর্ম্মুখ পড়ি তার স্থান!
মুণ্ড ভয়ে কম্পবান চতুর্দ্দিকে চান ॥
এক মুণ্ড তরে নরে কিবা করে আন।
চারি মুণ্ড তরে ব্রহ্মা দিল বরদান ॥
"বনে বসি গাঁজা খাও বম্ বম্ বল।
হইবা বাল্মীকি নামে মুনি মহাবল ॥"
বরে তুষ্ট রত্নাকর ছাড়ি পঞ্চমুখে।
পঞ্চবটী তপোবনে মুনি হল সুখে ॥
স্বভাবের দোষ কভু নাহি হয় আন।
মুনি হয়ে রত্নাকর তবু গাঁজা খান ॥
তুরিতানন্দের গুণ যাই বলিহারি।
কত শত তোলে ভাব কহিতে না পারি॥
এক দিন গুরুতর ধূম পান করি।
গালগল্প রচে মুনি নিজ মন ভরি ॥
রাম নাই রামায়ণ গাঁথিতে লাগিল।
হনুমান্ জাম্বুবান্ অনেক গড়িল ॥
ধূমবলে দশমুণ্ড রাবণ বানায়।
সূর্পণখা রাক্ষসীরে মদনে মাতায় ॥
আর আর যত কথা কে করে ঠিকানা।
ধূমপানে মত্ত মন কেবা করে মানা ॥
ঝুড়িকত রগড়ের ভাব মিলাইয়া।
প্রচারিল মুনি নাম রামায়ণ দিয়া ॥
পরে ধর্ম্মপরায়ণ দশরথ ঘরে।
ধর্ম্ম অবতার রাম জন্মগ্রহ করে ॥
সত্য হিন্দু ছিলা রাম কমললোচন।
ব্রহ্মার বচন তিনি করিলা পালন ॥
পাছে রত্নাকর কথা সত্য নাহি হয়।
রামায়ণ মতে কার্য্য কৈলা সমুদয় ॥
হিন্দুচূড়া ছিলা রাম ধর্ম্ম অবতার।
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু চেষ্টা ছিল তাঁর ॥
সেই হেতু দস্যুবর বাল্মীক রচনা।
সত্য করিবারে যত্ন করিলেন নানা ॥
কিন্তু এবে কলিকাল ফষ্টি নষ্টি নাই।
হিন্দুধর্ম্মে ভক্তিমান্ লোক কোথা পাই॥
রাম অগ্রে রামায়ণ গাইতে চাহিলে।
ওষ্ঠাগত হবে প্রাণ ঘুসো আর কিলে ॥
এই হেতু কলিকালে নব্য দল ডরে।
রামের আগেতে নাহি রামায়ণ করে ॥
যথার্থ ঘটনা যত দেখিয়া শুনিয়া।
প্রকাশে লোকের কাছে যতন করিয়া ॥
আমরাও সেই প্রথা মাথায় ধরিয়া।
গাইব বরদাকাণ্ড বেহালা বান্ধিয়া ॥
বসন্তক সহ মিলি বাসন্তিকা গান!
শুনিবে ভারতে যত আছে পুণ্যবান ॥
বরদাকাণ্ডের কথা অমৃত লহরী।
হরি হরি বল সবে কথারম্ভ করি ॥

কথারম্ভ।

সায়জী নামেতে গৈকবাদ বরদায়।
আছিল প্রবল রাজা ইতিহাসে কয় ॥

তিন পুত্র ছিল তাঁর জানে সর্ব্বজনে।
পরম প্রফুল্ল রাজা পুত্র দরশনে ॥
গণপত রাও আর খণ্ডিরাও বীর।
কনিষ্ঠ মল্লর রাও বুদ্ধে চক্ষু স্থির ॥
আঠারশো সাচ্চল্লিশ খৃষ্টসম্বৎসরে।
সায়জি চলিয়া যান শমননগরে ॥
পিতার মরণে শূন্য হ'লে সিংহাসন।
গণপত রাও তাহে করে আরোহণ ॥
খণ্ডিরাও মল্লরাও ছোট দুই ভাই।
হাঁডুডুডু খেলি ফেরে অন্য কার্য্য নাই ॥
আঠারশো ষট্‌পঞ্চাশত খ্রীষ্ট সনে।
গণপত রাও গেলা শমন ভবনে ॥
ভ্রাতৃত্যক্ত সিংহাসনে খণ্ডিরাও বসে।
ভারতেতে টিটি রব হল তার যশে ॥
শিকায় তুলিয়া রাখি রাজকার্য্য যত।
ব্যায়ামে মাতিলা রাজা মত্তহস্তি মত ॥
ধন্য হাঁডুডুডু তোরে বলিহারি যাই।
মজাতে লোকের মন তোর তুল্য নাই ॥
রাজার ছায়াল রাজভাব গেল দূর।
মল্লদল মাঝে নাম হইল প্রচুর ॥
যুটিল শিক্ষক ভাগ্যগুণে মনোমত।
উড়্‌রাম নামে কর্‌লেন বীরব্রত ॥
শিখাইলা খণ্ডিরায়ে কতমত খেলা।
লাগিল বরদা রাজ্যে কুস্তিগীর মেলা ॥
সাহেবে সাহেবে হয় ধূলা পরিমাণ।
কত শত বিবি তার কে করে ঠিকান ॥
গণ্ডা গণ্ডা বসে গুণ্ডা দেউড়ি সাজায়ে।
কুস্তিগীর মহাবীর মাটিমাখা গায়ে ॥
রজা মহা বলধর যোঝে সাধ্য কার।
উচ্চ অংশ গজস্কন্ধ আকারে গাণ্ডার ॥
মারে তাল ডরে মাল শব্দে ভয়ঙ্কর।
ম্যাড়াগণে জয় করে ঢুঁতে নরবর ॥
মেষের সহিত তাল মাথা মারে যার।
বুদ্ধির বাখান আমি কি করিব তার ॥
নিত্য নিত্য খানা হয় কে করে গণন।
ভাল পাত পান ম্লেচ্ছ সম্পাদকগণ ॥
কর্‌ণেল, জাঁদ্‌রেল সেপ্টনেণ্ট শত।
আসে যায় ইংরাজ কে কহিবে কত ॥
নাচ গান বাদ্য মল্ল যুদ্ধ আদি খানা।
অবিরত রাজঘরে নাহি মাত্র মানা ॥
রঙ্গে ভঙ্গ ক্ষণমাত্র না হয় রাজার।
বিবি সাহেবের দলে আনন্দ অপার ॥
কেহ কন খণ্ডিরাও বড় যোগ্য জন।
কেহ বলে গৈকবাদ রাজ্যের ভূষণ ॥
সংবাদ কাগজ যত ইংরাজী ভাষার।
খণ্ডিরাও যশে পূর্ণ দেহ থাকে তার ॥
নাচখানা খেয়ে মত্ত রেসিডেণ্টবর।
খোস্‌নামির পত্র দেন উপর উপর ॥
চক্ষু অন্ধ গভর্ণমেণ্ট রেসিডেণ্টে নড়ি।
প্রশংসা ডেস্পাচ পত্র দেন তাড়াতাড়ি॥
আর কেটা রাখে খাণ্ডিরাজে ছাপাইয়া।
টীটীকার যশোধ্বনি জগত যুড়িয়া ॥
বুদ্ধিতে রাজার তুল্য দেবগুরু নন।
জ্ঞানে নূন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ॥
প্রজার শাসনে রাম কোথা তার লাগে।
বলে বৃকোদর নহে খণ্ডিরাও আগে ॥
এইরূপ দেশে দেশে সুযশঃ প্রচার।
প্রশংসা ইংরাজ মুখে ধরেনাক আর ॥

এইরূপে সর্ব্বসুখে সুখী গৈকবাদ।
ঘটিল বিধির বলে হরিষে বিষাদ ॥
অতুল বিভব আর ঐশ্বর্য্য প্রচুর।
পুত্র বিনা অন্ধকার ছিল রাজপুর ॥
যজ্ঞ হয় পূজা হয় দৈব তুষ্টি কর।
যোগী ঋষি দৈববাদী আসে বহুতর ॥
কিছুতেই রাজগৃহে পুত্র নাহি হয়।
নিঃসন্তান গৈকমার সর্ব্বলোকে কয় ॥
ডাকতার আসি পরে বলিল রাজায়।
বহুবল হেতু তাঁর পুত্র হওয়া দায় ॥
অসারেতে জল সার ভাবি রাজা মনে।
আনিলেন বহু যত্নে গণকারগণে।
চণ্ড নামাইয়া গণে যত গণকার।
ভাই রাজ্য পাবে পুত্র না হবে রাজার ॥
এত শুনি খাণ্ডিরাও মহা কোপভরে।
ভাই মল্লরায়ে বন্ধ করে কারাগারে ॥
ইংরাজের বন্দুকের গুতো না থাকিলে।
করিত কিচক বধ লাথি আর কিলে ॥
কি করে সাঙ্গিন ভয়ে ক্রোধ সম্বরিয়া।
প্রাণে না মারিয়া তারে রাখিল বান্ধিয়া ॥
মনস্তাপ মহাবিষে খাণ্ডিরায় জলে।
অকালে পড়িলা রাজা কালের কবলে।
মল্লরায় তবে পেয়ে বন্ধন মোচন।
লম্ফ দিয়া অধিকার করে সিংহাসন ॥
লম্ফ দিয়া বীর উঠি রাজত্ব বিমানে।
শত্রুদলে দমে ক্রোধ শিলা বরিষণে ॥
খাণ্ডিরায়ে যারা সবে পরামর্শ দিল।
মল্লরায় রাজ্যে তারা প্রমাদ গণিল ॥
এদিকেতে রঙ্গরসে মাতি মল্লরায়।
সাহেবের খানা নাচ দিতে ভুলে যায় ॥
কলির দেবতা এরা সঙ্গ অঙ্গ সাদা।
সর্ব্ব অগ্রে পূজা লন গণেশের দাদা ॥
অপরাধ ঘোরতর ফল কোথা যায়।
রেসিডেণ্ট মনে হল কোপের উদয় ॥
হেনকালে মল্লরায় শত্রু যত জন।
আশ্রয় চাহিল আসি সাহেবের স্থান ॥
সভয়ে অভয় দাতা সাহেব সুজন।
তাদের লইলা ক্রোড়ে করিয়া যতন ॥
ফেরির সাহায্য শত্রুগণ সবে নিল।
মল্লরায় মনে মহা কোপ উপজিল ॥
মনে মনে অভিমান ফুটিবারে নারে।
গণনা করিলা রাজা আনি গণকারে ॥
গণকে গণিয়া বলে ফেরি তাঁর শনি।
লক্ষ্মী বিনা তাহার সমতা নাহি গণি ॥
শুনি রাজা গ্রহশান্তি করিবার তরে।
লক্ষ্মীরে বিবাহ করি আনিলেন ঘরে ॥
লক্ষ্মী দেখি ফেরি শনি ক্ষুব্ধ অতিশয়।
হেনকালে পুনাকরভাই আসি কয় ॥
ভয় নাই গ্রহেশ্বর শনি আপনার।
গাড়বান লক্ষ্মী ঘরে এসেছে রাজার ॥
কোপে আস্ফালন করি ফেরি সেইক্ষণ।
লাটের নিকটে এক পাঠায় লিখন ॥
শুনি লাট হতজ্ঞান সভাসদ যত।
অবাক হইয়া রহে পুতুলের মত ॥
পরিশেষে লাট বর সন্দেহ মোচনে।
নিযোজেন কমিসন ঘটনা সন্ধানে ॥
খুঁড়িতে যাইয়া কেঁচো বার হলো সাপ।
ফাঁফর হইয়ে ফেরি ভাবে একি পাপ ॥

কেরাণী

ফেরি সাহেব বরদার হাটে স্বয়ং আগমন করিয়া নাগরা দিলেন

“যে রাজার বিপক্ষে থাকিবে
সে আমার আশ্রিত হইবে
তার সাত কে কি বলে,
পিছনে বন্দুকের ছড়াটা
আসিয়া লেখক।”

এই মতে প্রায় ২০ জন সাক্ষ্য একত্র করিয়া প্রথম কমিসনে বাজী ফতে করিয়াছেন।

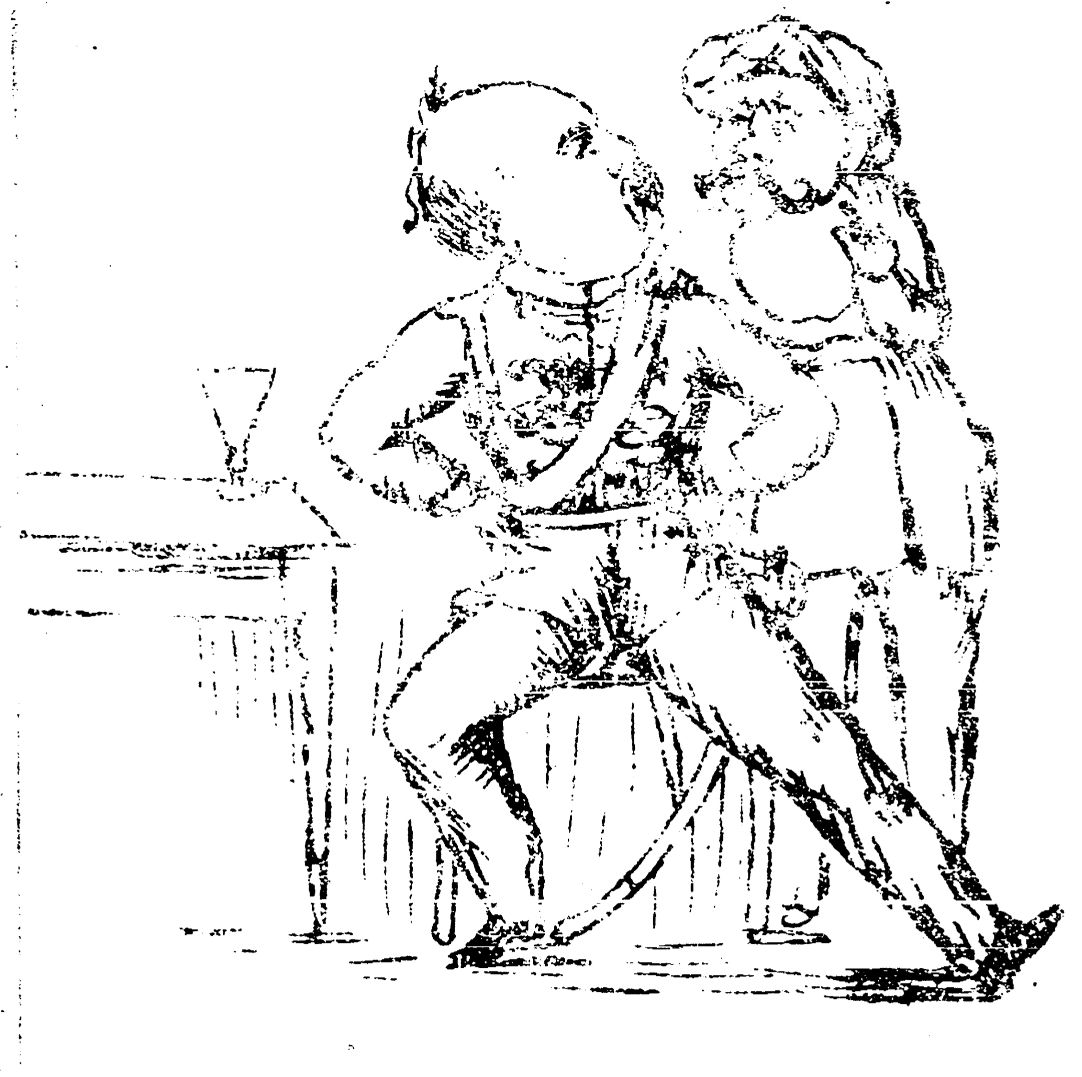

হরিষে বিষাদ! ভাই পুনাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে তাহার বিপক্ষে এক “খরিতা” লাট সাহেবের নিকট পাঠান হইয়াছে।

রাগ

ফেরি সাহেব প্রত্যহ প্রাতে পেনেলারে সর্ব্বৎ খাইতেন (পাকাপেনেলা না পাইলে কিলিয়ে পাকাইতেন) বাবু সেবন করিয়া যে মাত্র গেলাসটাতে হাত দিয়াছেন অমনি যেন ভাই পুনাকর (এ কথা তিনি ঠিক বলিতে পারেন না) কে যেন বলিল —“ওতে কি আছে, হীরার গুঁড়া শেঁখো আর তাঁবা।” আকেল গুড়ুম হইয়া পড়িল।

ভয়

ডাক্তার সাহেব কর্ণেল সাহেবের ছায়া হীরা আর শেঁখো বিষ সংবলিত পত্র পাইয়া দেখিলেন যে—এক “একটো ছিডান্স কুষ্টান” !!! কোন সন্দেহ রহিল না।

সন্দেহ ভঞ্জন

লাট সাহেব রায়জীর কোমর বন্ধ ও পেনেলা সর্ব্বতের গেলাস দেখিয়া অবাক হইয়া পড়িলেন, মনে দ্বিধা রহিল না

[illegible]

দুই চারি রেপ্রিমেণ্ড হবে ছিল মনে।
বুদ্ধি রসাতল গেল দেখি কমিসনে॥
কি করেন চারা নাই সাক্ষ্য দিতে হবে।
সাক্ষ্যের যোগাড় করা আবশ্যক তবে॥
এ দিকেতে মল্লরায় গোল্লায়ের পথে।
চলিলেন চড়ি সুখে আয়েসের রথে॥
অন্তঃপুরে সদা মন আর কাজ নাই।
মেগের কাছেতে মাত্র পেকের বড়াই॥
কুষ্মাণ্ডের দল তাঁর পারিষদগণ।
কি করিবে কোথা যাবে নাহি স্থির মন॥
দুই চারি জন যার কাণ্ডজ্ঞান ছিল।
তারা আসি গৈকবাদে পরামর্শ দিল॥
পরামর্শ পেয়ে রাজা হয় স্থির মন।
পাঠাইল গভর্মেণ্ট কাছেতে লিখন॥
“ব্রিটিশের মিত্ররাজ্য বরদা জানিত।
সদাকাল ইচ্ছা করে ব্রিটিশের হিত॥
যত্নবান গৈকবাদ দোষ সংশোধনে।
নিয়োজিয়া রাজকার্য্যে যোগ্য মন্ত্রিগণে॥
কমিসন বসে যদি বরদা নগরে।
রাজার শাসন কার্য্য বিচার না করে॥
তবে কোন ফলোদয় হইবার নয়।
নিষ্ফল হইবে তাঁর যত্ন সমুদয়॥”
গৈকবাদ কথা সব কেহ না মানিল।
বরদায় কমিসন তথাপি বসিল॥
ভাবিয়ে অস্থির ফেরি কি হবে উপায়।
সাক্ষীতো আমার নাই একি ঘোর দায়॥
ভাগ্য ফলে হেনকালে নিকটে তাঁহার।
আসি উপনীত হন ভাই পুনাকার॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি কোথা লাগে তার ঠাঁই।
কৌশলে কে জিনে তারে বাবার গোঁসাই॥
অবিলম্বে আশ্বাসিল শনিগ্রহবরে।
উটচালকেরে এক আনিল সত্বরে॥
কমিসন কাছে সেই কহিল তখন।
হরিয়াছে গৈকবাদ তার সর্ব্বধন॥
সাত দিন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া।
রেখেছিল তারে বুকে পাথর চাপিয়া॥
কিন্তু এক সাক্ষী মাত্রে কিছু নাহি হয়।
অকুল পাথার ভাবে ফেরি মহাশয়॥
ভাই পুনাকারে বলে আর সাক্ষী দেহ।
তাহার কথায় সাক্ষ্য নাহি আসে কেহ॥
এত ভাবি ফেরি এক ঢাক গলে নিয়ে।
দোহাতি মারিলা কাটি হাটমাঝে গিয়ে॥
বলিলা সকল লোকে ডাকিয়া তথায়।
“কমিসনে সাক্ষ্য যেবা দিবে বরদায়॥
যে পারিবে গৈকবাদ দোষ ধরে দিতে।
তুষিবেন তারে বাহাদুর উপাধিতে॥”
ঘোষণা শুনিয়া সাক্ষ্য জুটিল বিস্তর।
কেহ বলে গৈকবাদ জ্বালায়েছে ঘর॥
কেহ বলে ফাঁসি দিয়ে মারিয়াছে নর।
কেহ বলে মাগ কেড়ে নেছে নরেশ্বর॥
কেহ বলে দেছে তার পাকা ধানে মই।
কেহ বলে দেছে তার পান্তাভাতে দই॥
এইরূপ কত অত্যাচার কেবা গণে।
সাক্ষিগণ নিবেদন করে কমিসনে॥
তের চার্জ সাজাইয়া রেসিডেণ্ট ধীর।
সাক্ষী লয়ে কমিসনে হলেন হাজির॥
কিন্তু যে ধর্ম্মের কল বাতাসেতে বাজে।
সাক্ষিগণ না আসিল তার কোন কাজে॥

সাক্ষীদের এজহার শুনি কমিসন।
অগ্রাহ্য বলিয়া রায় করিল অর্পণ॥
এক মাত্র অপরাধ করিয়া গণন।
শত মুদ্রা নিরূপিলা ক্ষতির পূরণ॥
কহিল সকল লোক সম্বাদ পড়িয়া।
দিয়াছিল চার্জ সব অতি বাড়াইয়া॥
মল্লরায় নিজকৃত অপরাধ নয়।
খণ্ডিরায় সকল গোলের মূল হয়॥
"কুহু কুহু করি গেল কোকিলনন্দন।
বিপাকে পড়িয়া হ'ল পেঁচার বন্ধন॥"
বাল্যকালে শোনাকথা এত দিনে ফলে।
দশাননে ব্রহ্মশাপ যথা কত কালে॥
কমিসন হ'ল সাঙ্গ ফেরি রুষ্ট হন।
মল্লরায় রাজকার্য্যে দিল কিছু মন॥
উপযুক্ত লোক আনি সুশাসন তরে।
প্রতি কার্য্য ভাগে রাজা নিয়োজন করে॥
কিন্তু তাহে কিছু মাত্র ফল না হইল।
সর্ব্বরূপ শুভকর্ম্মে অশুভ ঘটিল॥
সাপে নেউলেতে কোথা ঘটে সম্মিলন।
ঘোর যুদ্ধ হুড়াহুড়ি হয় অনুক্ষণ॥
সেইরূপ গৈকবাদ পড়িল বিপদে।
উন্নতি করেন কিসে শত্রু পদে পদে॥
পরিশেষে হতাশ্বাস হয়ে খণ্ডিরায়।
লাটের নিকটে এক খারিতা পাঠায়॥
খারিতা পাইয়া লাট বিচারিয়া মনে।
রিকল লিখন দেন ফেরির সদনে॥
এ দিকেতে পুনাকার আদি যত জন।
খারিতার মন্দ ফল করিয়া গণন॥
ভয়ঙ্কর দুরদৃষ্ট হইবার ভয়ে।
ফাঁফর হইল ভারী ব্যাকুল হৃদয়ে॥
কি করে উপায় কিছু ভাবিয়া না পায়।
অসারেতে জলসার করিল নিশ্চয়॥
বিধির এ বিড়ম্বনা বুঝে সাধ্য কার।
অমৃতে উঠিল বিষ একি চমৎকার॥
বাধিল বিষম গোল কে করে বর্ণন।
আয়োজনে এক মনে সাজে সর্ব্বজন॥
হুটাহুটি ছুটাছুটি পড়ে গেল তাড়া।
কাঁপিয়া উঠিল পৃথ্বী সুমেরুর গোড়া॥
বম্বে আর কলিকাতা টেলিগ্রাফ ডরে।
আন্দোলিত হয় রাজ্য কাঁপে যত নরে॥
নারদের পিতামহ পুলিস উল্লাসে।
বগল বাজায় নখে নখ ঘষি হাসে॥
কন্দলে পরম খুসি পুলিসের টুপি।
কেটে যোড়ে যুড়ে কাটে কত গুপিচুপি॥
পরেতে উত্তরাকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ডের বাবা।
উপমায় বর্ণন করিবে তার কেবা॥
বিরিঞ্চির বরে যেন শক্তি কিছু পাই।
গাইতে শেষের কাণ্ড এই ভিক্ষা চাই॥
হরি হরি বল সবে কাল ব'য়ে যায়।
করিলাম এই স্থানে আদিকাণ্ড সায়॥
বরদাকাণ্ডের কথা অমৃত সমান।
বসন্তক ভণে রঙ্গে শুনে পুণ্যবান॥

উত্তরাকাণ্ড।

ত্রেতাযুগে মহাবল দশ মুণ্ডধারী।
আছিল প্রবল রাজা লঙ্কা অধিকারী॥
অঞ্জনানন্দন নাম বীর হনুমান।
স্যাগর লঙ্ঘিয়া বীর স্বর্ণপুরে যান॥

যে শিবা
রহিয়াছে !!!

গিয়া তথা উপপ্লব করিল ভীষণ।
লণ্ড ভণ্ড কৈল আসি মধুচুতবন॥
লাঙ্গুলে দেউটি জ্বালি জ্বালাইল ঘর।
পুড়িয়া মরিল তাহে রক্ষঃ বহুতর॥
লেজের অনল কিন্তু নিবান না যায়।
নির্ব্বাণ করিতে মুখ দগ্ধ হয় তায়॥
লঙ্কা হতে ফিরি যবে স্বদলে মিলিল।
তার সম সবাকার বদন পুড়িল॥
সেই রূপ গৈকবাদ রাজা বলবান।
বরদায় কৈল রাজ্য রাবণ সমান॥
সাগর হইয়া পার ফেরি মহাবীর।
আসি বরদায় কৈল রাজারে অস্থির॥
মান যশ ধন বল রূপ মধুবনে।
অত্যাচারে লণ্ড ভণ্ড কৈল অল্পক্ষণে॥
বোম্বের পুলিস রূপ লাঙ্গুল অনলে।
সোনার বরদা দগ্ধ করে কলিকালে॥
নিবাইতে লাঙ্গুলের অনল ভীষণ।
পুড়িল ইংরেজকুল উজ্জ্বল বদন॥
অতএব অবধান কর সভ্যগণ।
বরদায় লঙ্কাকাণ্ড করিব কীর্ত্তন॥
উত্তরাকাণ্ডের কথা অমিয়লহরি।
যেবা শুনে স্বর্গে যায় দিব্য দেহ ধরি॥

বসিল বিচার, অতি চমৎকার,
বর্ণেতে বর্ণিব কত।
তিন হিন্দু রাজা, তিন খ্রীষ্টভজা,
বিচারক ধর্ম্মরত॥
উকিল কৌঁসিল, করে কিল কিল,
পগারে ব্যাঙাচি সম।
বিবি সাহেবেতে, দেখে চৌদিকেতে,
দেশি লোক নহে কম॥
ঘন পাখা চলে, বিচারের স্থলে,
এক মনে শুনে সবে।
লেমনেড কত, সোডা শত শত,
ফোটে দুমদাম রবে॥
রিপোর্টারগণ, লিখেন লিখন,
সংবাদ পত্রের তরে।
একমে হাজার, লিখন সবার,
নিজ নিজভাব ভরে॥
যত হিন্দুগণে, ধ্যানে মগ্নমনে,
শিবদ শঙ্করে স্মরে।
মিছা বর্ণনায়, পুথি বেড়ে যায়,
সার কথা বলি পরে॥

লম্বোদর দাড়িধর ক্রোবোল তখন॥
বিচারক ছয় জনে বলেন বচন॥
দুই অপরাধে শেষে রাজা মল্লরায়।
লোক জনে ঘুস দেওয়া, বিষ দেওয়া তায়॥
প্রথমে আমিনা আয়া সাক্ষ্য দিল আসি।
কথা শুনি সভাস্থলে পড়ে গেল হাসি॥
বলে মাগী গৈকবাদ রাজা ডাকি তারে।
বহু অর্থ দিয়াছিল ঘুসের আকারে॥
গিন্নীরে করিতে বশ দাসী উপাসনা।
করেন সকল দেশে সুবুদ্ধি সুজনা॥
ভালেণ্টিন যবে তারে কৈলো ধরাধরি।
কান্দিয়া কহিল তবে আমিনা সুন্দরী॥
"ব্রিটিশের নুন খাই মিথ্যাতেতে যাই।
পায়ের ব্যথায় মরি মিথ্যা কিছু নাই॥"

শুনি আমিনার সাক্ষ্য কত লোকে কয়।
"ধর্ম্মরতা আয়া কথা সব সত্য হয় ॥'
অন্য লোক বলে "মাগী ঘাগী প্রতারিণী।
মল্ল রায়ে যুক্তি দানে কারে কি মেলেনি॥
কারভাই পুঞ্জভাই সাক্ষী এলো পরে।
কারার দুর্দ্দশা-বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল তারে॥
করযোড়ে পুঞ্জ ভাই কহিল তখন।
"সর্‌কার জানেন সব আমি হীন জন।"
বিবাহ হয়েছে কি না জিজ্ঞাসিলে পরে।
"ভুলে গেছি" বলিল সে সভার গোচরে॥
তার পর আসি সেক করিম কহিল।
আমিনার সঙ্গে রাজগৃহে গিয়েছিল॥
গাড়য়ান সন্দলের সাক্ষ্যে গেল জানা।
তার গাড়ী চড়ে যায় করিম আমিনা॥
অতঃপর ফেরি আসি বিচারের স্থলে।
দিলেন জবানবন্দী বিবিধ কৌশলে॥
হাওয়া খাই বাহ্যে যাই ঘোড়া চড়ি ফিরি।
পেনেলার রসে সরবত পান করি।
কপালের ফোড়া কাটে, নাক ফুলে মূলো।
পেট কামড়ায় লোপ বিদ্যা বুদ্ধি গুলো॥
ভাবিয়া না পাইতাম হল মোর কিসে।
জানিলাম ঘটে সব সর্ব্বতের বিষে॥"
এত শুনি ভালেণ্টিন ক্রশ করে তারে।
"বল দেখি ফেরি আসি সভার ভিতরে॥
বোম্বায়ের গভর্ম্মেণ্ট লিখন লিখিয়া।
অনুযোগ করে কি না তোমা দোষ দিয়া॥
প্রশ্ন শুনি কোপে অভিমানে দগ্ধ ফেরি।
স্বীকার পেলেন বহু করি তেরি মেরি॥"
"গভর্ম্মেণ্টে অনুযোগ মোরে করে সত্য।
পুনাকার দেয় মোরে বিষদান তত্ত্ব॥
নাকে ধরি পুনাকার মোরে না ফিরায়।
বিশ্বাস আছিল মোর তাহার কথায়॥
পুনাকার বড় লোক সর্ব্বতের কাছে।
একবার মাত্র যায় আর সব মিছে॥"
অতঃপর ডাকতার সিবার্ড বলিলা।
অক্সৌহিড্‌রাল কণা সর্ব্বতে পাইলা॥
গ্রের কাছে সিউয়ার্ড এক ঔন্স মান।
সর্ব্বত তলানি লয়ে দেখিতে পাঠান॥
ব্লটিঙ্গেতে মুড়ি উহা গ্রে নাম সুজন।
ভাজি পোড়া চচ্চড়ি ও টিপন টাপন॥
করিলেন নানা মত মুষ্টিযোগ ভাল।
দেন পরে নানা রূপ দ্রোপকেতে জাল॥
পুড়ে ঝুড়ে নালে ঝোলে মামী মার খেলো।
অক্সৌহিডরাল কণা তায় দেখা দিলে॥
সম্বাদে হলেন ভম্বা জয়পুর-পতি।
সাক্ষাতে দেখাতে চান গেরে মহামতি॥
গর্ম্মির না হলে নর্ম্মি রসায় না রস।
স্থগিত রহিল তাই দেখান চাক্কস॥
রাওজী আসিয়া অতঃপর সাক্ষ্য দিল।
বিষদানে পেড্রো তার সহকারী ছিল॥
পেড্রো বলি লোকের এ মিথ্যা প্রতারণা।
রাওজীর সঙ্গে সেই কখন ছিল না॥
নর্ম্ম বলে মল্লরায় আগে গালি দিল॥
পরে কিন্তু তাঁর সঙ্গে ভাব হয়েছিল॥
দামোদর পান্থ সাক্ষ্য দিল সভাস্থলে।
"শুনিলাম জনরব বরদা মণ্ডলে॥
ফেরি উদরের রোগে বড় কষ্ট পান।
আরামের তরে হীরা সেঁকো কৈন্নু দান॥"

প্রথমে একথা পান্থ গোপন করিল।
ইংরেজী গুতোর ভয়ে শেষেতে মানিল॥
হেমচাঁদ জহুরীর সাক্ষ্যে সভাতলে।
রাজার হীরক ক্রয় গেল রসাতলে॥
কহিল জহুরী তার খাতার লিখন।
বল করি পুলিসের কল্পিত বচন॥
এই রূপে সাক্ষী সব এজাহার দিল।
কৌঁসেলে কৌঁসেলে এবে লড়াই বাধিল॥
নেডীর দলের কবি বলিলেও চলে।
দুই দলে বাকযুদ্ধ চলে সভাস্থলে॥
ভালেণ্টিন বলে নাক বার করি আগে।
ডাক ছাড়ি মাথা নাড়ি গলা তাড়ি রাগে॥
গাড়োল গণ্ডার গাধা গণ্ড গুলিখোর।
উল্লুক উচিঙ্গা উট ফেরি উল্কাঘোর॥
বোম্বাই পুলিস বোকা বাঁদর বথার।
অত্যাচারী অসামান্য আপদ অসার॥
শুনি এস্কোবোল ভুঁড়ি নেড়ে দাড়ি ঝেড়ে।
বলিল বজ্জাত বাবু বেয়াদব বেঁড়ে।
চোর চাসা চানাখোর চোট্টা চড়া চুয়া॥
মিথ্যাবাদী মল্লরায় সব কাজ ভুয়া॥
বিষদান পাপ তার কৃত সুনিশ্চয়।
সত্য সত্য সব সত্য অতি সত্য হয়॥
বিচার হইল সাঙ্গ হিন্দুরাজগণ।
কহিলেন মল্লরায় দোষী না কখন॥
ইংরেজ বিচারপতি হয়ে একতান।
খাদিস্বরে দোষী রায় করিলেন দান॥
বাধিল বিষম গোল উপরের দলে।
টেলিগ্রাফে ঘন ঘন মতামত চলে॥
লাট কন দোষী বটে রাজ্যচ্যুত হবে।
সালিশ্বরি কন নিন্দা ঘুষিবেক তবে॥
পরিশেষে লাটের হুকুম হল বড়।
নড়িবে হাকিম তবু হুকুম অনড়॥
মল্লরায়ে রাজ্যচ্যুত করিবার তরে।
অনুমতি হল বঞ্চি তাঁর বংশধরে॥
আঁদাড়ে পাঁদাড়ে যত রাজবংশ ছিল।
গদির লোভেতে সবে হাজির হইল॥
সর্ব্ব ছোটটিকে নিয়ে মিত ও স্থটার।
যমুনা বাইরে দিয়ে দিল রাজ্য ভার॥
বাধিল বিষম গোল বিজাতক বলি।
খুঁজিতে লাগিল সবে পুঁথিপাটাগুলি॥
পরিশেষে পুরুতের করি টিকি ধাঁই।
বাহির করিল লেখা স্থটার গোঁসাই॥
পিলাজীরায়ের বংশ শিবজী সুজাত।
তাঁহারে দিলেক রাজ্য সেনা করি হাত॥
মুখ-পোড়া মল্লরায়ে প্যাকেজ করিয়া।
মস্টে মস্টে মান্দরাজে দিল পাঠাইয়া॥
বরদা উত্তরকাণ্ড এই হল সায়।
হরি হরি বল সবে বসন্তক গায়॥

বসন্তকের পুস্তক রচনা।

বসন্তক—বাসন্তিকা! বাসন্তিকা! শীঘ্র একবার এ দিকে এস।

বাসন্তিকা—(আসিয়া) কি নাথ কি?

বসন্তক—"আজ সকাল সকাল দুটি ভাত রেঁধে দাও, আর আমার রামজামা আর চূড়াটা ঝেড়ে ঝুড়ে দিও দেখি।"

বাসন্তিকা—কেন কি হবে?

বসন্তক—আঃ! সব কথা বুঝি না শুন্‌লেই নয়!

বাসন্তিকা—শুন্‌তে দোষ কি, বল না, আমাকে বল্‌বে তার ভাবনা কি, আমিতো আর ইন্‌ডাইট কর্‌ব না।

বসন্তক—তুমি ইন্‌ডাইটের বাবা কর্‌বে, প্রকাশ কোরে ফেল্‌বে, মেয়ের পেটে কি কখন কথা থাকে ?

বাসন্তিকা—তবে তোমার ভাত তুমিই রাঁধ গে, আর তোমার চূড়াটা তুমিই ঝাড় গে। (রাগভরে গমনোদ্যোগ) আমি চল্‌লাম।

বসন্তক—আর যেতে হবে না, শোন শোন (ধারণ)।

বাসন্তিকা—কি বল !

বসন্তক—সাহেবের সঙ্গে আলাপ কোত্তে যাব গো, সাহেবের সঙ্গে আলাপ কোত্তে যাব।

বাসন্তিকা—সাহেবের সঙ্গে আলাপ কোরে কি হবে ?

বসন্তক—সাহেবের সঙ্গে আলাপ কোরে কি হবে ! খেপীর কথা শুন্‌লে ! সাহেবের সঙ্গে আলাপ কোল্লে সব হবে।

বাসন্তিকা—সবটা কি শুন্তে পাই নে ?

বসন্তক—কেন পাবে না,—হাকিম হতে পার্‌ব।

বাসন্তিকা—বটে ? মেজেষ্টর ?

বসন্তক—মদগর্ব্বে হুঁ।

বাসন্তিকা—অনারেবল ?

বসন্তক—হুঁ।

বাসন্তিকা—বাহাদুর ?

বসন্তক—হুঁ।

বাসন্তিকা—রাজা বাহাদুর ?

বসন্তক—হুঁ।

বাসন্তিকা (হাসিয়া) সত্তি ! তবে আমিও রাণী হব।

বসন্তক—হুঁ !

বাসন্তিকা—তবে তুমি রাজা খেতাপ নিও !

বসন্তক—দূর খেপী, রাজা খেতাবের বড় খরচা।

বাসন্তিকা—খেতাবের খরচা কি, খেতাব তো হাতীর মত খায় না।

✓বসন্তক—সর্ব্বনাশ ! তা বুঝি জান না, আজ কি না, ভূতের মা মোরেছে, ১০০০ টাকা সহী। কাল কি না, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, ২০০০ টাকা সহী। পরশু কি না, ভূতের পিণ্ডি দিতে হবে, ১০,০০০ টাকা সহী। ভূতের খরচা দিতে দিতে ঘরের ঢেঁকী বিকিয়ে যাবে, আবার তাতে কুমার আসছেন। "বাহিরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন" হবে।

বাসন্তিকা—তবে তোমার ইংরেজের সঙ্গে আলাপ কোরে লাভ কি হবে ?

বসন্তক—কেন কি হবে না, যা মনে কর্‌ব তাই হবে।

বাসন্তিকা—তুমি তবে কি মনে কোরেছ, বল দেখিন।

বসন্তক—এই মনে করেছি, আমাদের "বসন্তক" ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক কর্‌ব।

বাসন্তিকা—সর্ব্বনাশ ! (বদনে বসন দিয়া হাস্য)

বসন্তক—এর ভিতর সর্ব্বনাশটাই বা কি, হাসিই বা কি ! ছেলেদের মাথা তো খাবার জন্যেই হোয়েছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের ছেলের মাথা ইংরেজেরা খাচ্চে, নয় আমি খেলুম। যাদের মাথা তাদেরি গেল, আমারতো পেট্টা ভোল্ল। মনে কর "লেথব্রজ সাহেবের" ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত, এক্ষণে ছাত্র মাত্রকেই পড়্‌তে হচ্চে, কিন্তু সে বিষয়ে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রে লেখে যে, তাহা অত্যন্ত নীরস ও তাহার ঘটনাবলিও অনাবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এই পুস্তকের বিক্রয় ও আদরের আর সীমা নাই। কেবল ইংরেজী পাঠার্থী ছাত্রদের মাথা খেয়ে সন্তুষ্ট হন নাই, আবার তার বাঙ্গলা অনুবাদ কোরে বাঙ্গলা পাঠার্থী ছাত্রদের মাথা খাবেন। লেথব্রজ কৃত বাঙ্গলা ইতিহাসের অনুবাদ আমরা দেখেছি, তার বাঙ্গলা প্রকৃত ফিরিঙ্গী বাঙ্গলা হয়ে উঠেছে। আমার পুস্তক তো তার চেয়ে ভাল হবে, এতে নিদেন রসরঙ্গটাও তো থাক্‌বে ? ভাল মন্দ বিবেচনা করে কি পুস্তক ধরাণ হয়? এ কেবল ছোটকর্ত্তা ও বড় বড় সাহেবের অনুগ্রহে হয়।

বাসন্তিকা—সে কি ! বিদ্যাবিভাগে, পুস্তকের ভাল মন্দ বিচারের জন্যে একটি কমিটি অর্থাৎ সভা আছে যে !

বসন্তক—ওগো এ কমিটির মেম্বর তারা আপনারাই ; যারাই রক্ষক তারাই ভক্ষক। একবার ছোট কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ কোত্তে পারিতো, আমিও ঐ কমিটির সভ্য হতে পারি, তা হোলে আর কে রাখে ! লেথব্রজ সাহেবের পুস্তক শুন্‌তে পাই ৩০,০০০ কাপি বিক্রী হয়েছে, আমাদের ১০,০০০ কাপি তো বিক্রী হবে, তা হোলে বাসন্তিকা তোর আমি সোণার মল গড়িয়ে দি।

বাসন্তিকা—তা হোলেত হয়, কিন্তু তোমার তো আর ছোটকর্ত্তার সঙ্গে আলাপ নেই।

বসন্তক—উরিরি চেষ্টায় যাচ্চি।

বাসন্তিকা—তোমার আর কোন ইংরেজের সহিত আলাপ আছে ?

বসন্তক—তাত বড় নেই, তবে দু এক জন উকিল কৌন্‌সুলি, আর দু এক জন পাদরী ভায়ার সঙ্গে আলাপ আছে !

বাসন্তিকা—তাদের সুপারিসে কি হবে !

বসন্তক—তা হবে না বটে, তবে ডভ সাহেব থাক্‌লে কিছু কাজ হোত, তিনি উন্নত ব্রাহ্মদের লরেন্স সাহেবের নিকট বোলে দিয়েছিলেন।

বাসন্তিকা—তবে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন।

বসন্তক—তারা দেবে না, তারা নিজেদের দল ভিন্ন আর কাকেও দেয় না।

বাসন্তিকা— তবে কি কর্‌বে বল দেখিন।

বসন্তক—তবে শোন, আমি রামজামা পোরে প্রত্যহ প্রত্যূষে বিলাতী চক্করে গিয়া দাঁড়াব, সাহেবেরা প্রত্যহ হাওয়া খেতে বেরুবে, আমি সেলাম কোরে সেখানথেকে খিদিরপুরে গিয়ে ছোটকর্ত্তার দ্বারে দাঁড়াব,তিনি বার হোলেই তাঁকে সেলাম কোরে বড় কর্ত্তার দ্বারে দাঁড়াব, তাঁকে সেলাম কোরেই লালদিঘীতে গিয়া তুপট্টি সেলাম কোরে ঘরে আস্‌ব, এক দিন না এক দিন এক জনের নজরে পড়ে যাব, তা হোলে আর পায় কে! কিন্তু আর একটি হলে এত দূর কষ্ট কর্‌তে হয় না।

বাসন্তিকা—কি বল না?

বসন্তক—ইংরেজেরা স্ত্রীলোককে বড় সম্মান করে, তুমি যদি (নয় কিছু টাকা লাগ্‌বে) একটি ভাল পেশোয়াজ পোরে আমার সঙ্গে যাও, তা হোলে এক দিনেই কর্ম্ম নিকেস হয়।

"মরণ আর কি" বলিয়া বাসন্তিকা রাগভরে চলিয়া গেলেন; আমার সাধের "বসন্তক" তবে আর (টেক্‌ষ্টবুক) "পাঠ্যপুস্তক" হোল না।

সংবাদ।

কাশ্মীরের মহারাজ তুই খানি রাজশকট কলিকাতায় নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, বোধ হয় প্রৃন্‌স অফ ওয়েল্‌সের আগমন জন্য হইবেক। কিন্তু "পায়নিয়ার" বলেন যে, মহারাজ গত বারে লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া লাট সাহেবের আতিথ্য সেবায় ও সৌজন্যে এত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর আসিয়া শীতের কিয়দংশ কলিকাতায় কাটাইবেন মনস্থ করিয়াছেন, ঐ শকটারোহণে বায়ুসেবন করিবেন।" কলিকাতার জল বায়ু রাজারাজড়ার পক্ষে অতীব অস্বাস্থ্যকর; লক্ষ্ণৌর নবাবের অদ্যাবধি কলিকাতার জল বায়ু সহে নাই, কলিকাতার বাহিরে থাকিতে হয়। সাবধান, ভোলা কুবুদ্ধি!

রবার্ট নাইট সাহেব বেঙ্গল গভর্মেণ্টের আসিণ্টাণ্ট সেক্রেটেরি পদ "সমানে" ত্যাগ করিয়াছেন। "কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী" এ হেঁয়ালিটি আজ কাল অনেক সম্পাদক ভুলিতেছেন দেখিতে পাই।

কলিকাতা, চিতপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

Registered No 10

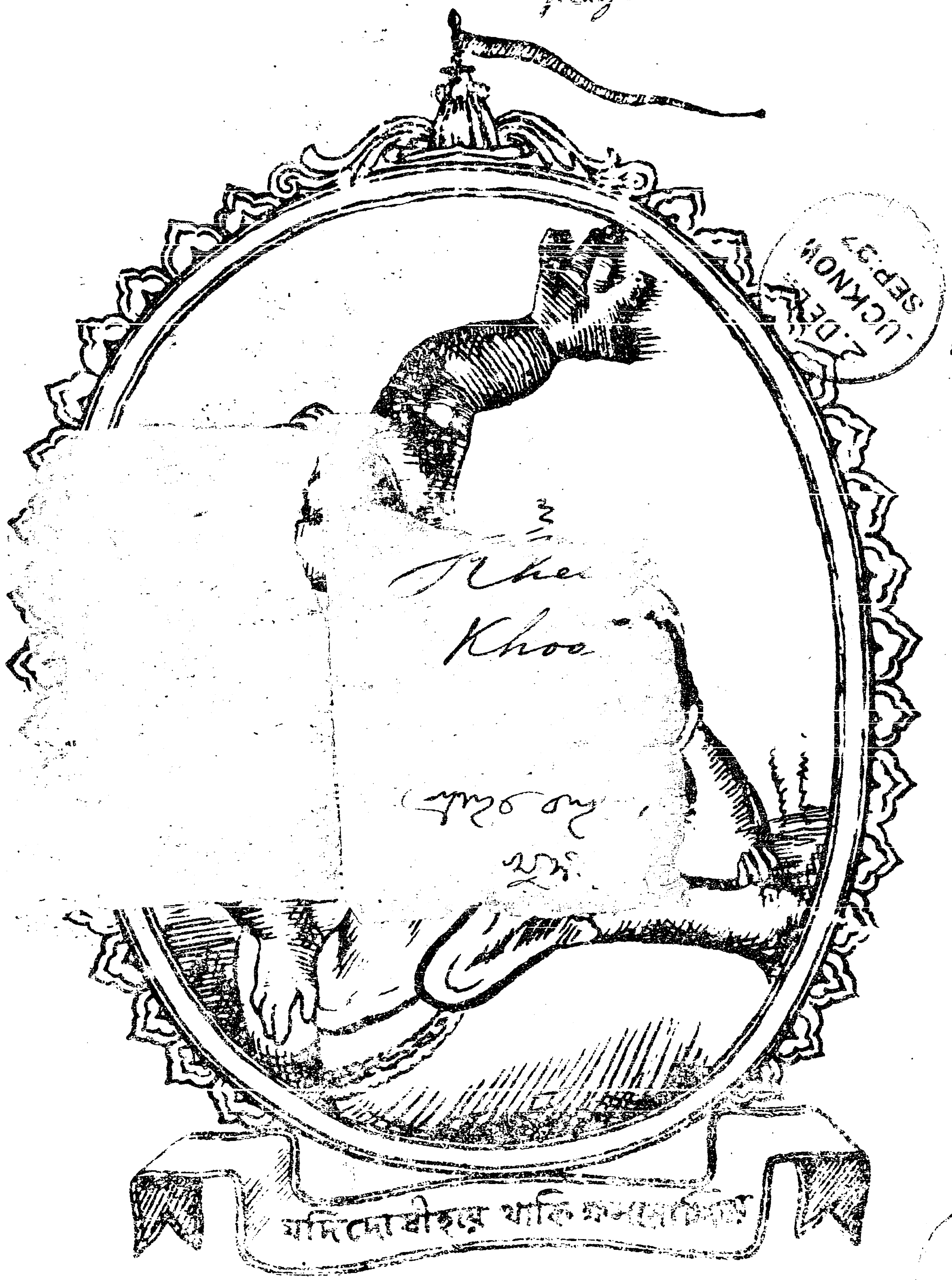

LUCKNOW SEP 37

JORASANKO SEP 23

মাধবমোহিনী

শ্রীগজপতি রায় দ্বারা সঙ্কলিত।

উক্ত গ্রন্থের সমালোচনের মর্ম্মার্থ।

এই ঐতিহাসিক নবন্যাস খানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা পাঠ করিয়া সকলেই সন্তোষ লাভ করিবেন কোন সন্দেহ নাই।

মধ্যস্থ।

এই নবন্যাস পাঠে আমরা অত্যন্ত প্রীতি পাইয়াছি।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

তজ্জন্য এই নবন্যাস খানিকে গণনীয় নবন্যাস মধ্যে গণনা করিতে সঙ্কুচিত হয় না।

অমৃতবাজার পত্রিকা।

ইহা আমাদিগকে বিশেষ আনন্দিত করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি পাঠকালে ভারতীয় ভাব ভিন্ন বিজাতীয় ভাব পাঠকের মনে উদয় হয় না।

রহস্যসন্দর্ভ।

চন্দ্ররোহিনী।

শ্রীগজপতি রায় দ্বারা সঙ্কলিত।

এই নবন্যাসের কিয়দংশ " রহস্য-সন্দর্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল, উক্ত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ রহিত হওয়াতেও অনেক পাঠকের অভিপ্রায় বশতঃ সমস্তাংশ একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম, পূর্ব্বাংশ পাঠে পাঠকবর্গ যে প্রকার সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, উত্তরাংশ পাঠে বোধ করি সেই প্রকার হইবার সম্ভব।

প্রতি পুস্তকের মূল্য (১) একটাকা ডাক মাসুল ৵০ আনা।

উক্ত পুস্তকদ্বয় সুচারু যন্ত্রে প্রাপ্য।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। চতুর্থ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

মীমাংসা তত্ত্ব।

নমঃ বিষ্ণু নমঃ বিষ্ণু ! কি আপদেই পোড়েছি, ব্রাহ্মণী এসে বল্লেন মাছে পোকা পোড়েছে; আর মাছ খাওয়া হবে না। হেঁয়ালীতে বলে যে "জেন্ত মাছে পোকা পড়ায়" একথা কি সত্য হোলো ? আর সত্য হোক বা নাই হোক, মাছ না খেলেতো আর পেটের পীড়ায় বাঁচ্‌ব না, বাঙ্গালী মানুষ শাক মাছ খেয়েই প্রাণধারণ করি, মাছ না খেলে বাঁচবো কেমন কোরে। রেগে বল্‌লাম " যে বলে তার মুখে পোকা পোড়েছে "। বাসন্তিকা কহিলেন " না গো না, মিছে কথা নয়, সত্যি সত্যি, এই আমি দেখে এলাম। "

আমারতো মনে বড় ভয় হোলো, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কি তর দেখ্‌লে।"

বাসন্তিকা কহিলেন "আমি যেই মাত্র মাছের পেটটি কেটেছি, অম্‌নি দেখি না পোকা !

আমি অবাক্ হোয়ে বল্‌লাম " কি পোকা ? কি পোকা ?"

বাসন্তিকা কহিলেন " ঝিঁঝিঁ পোকা। "

আমি বল্‌লাম " কটা। "

বাসন্তিকা দুই হাতের সমস্ত অঙ্গুলি বিস্তার করত দেখাইয়া কহিলেন "দশটা, দশটা। "

আমি তখন হাঁপ ছেড়ে বল্‌লাম " এই-আমি মনে করি আর না কি হবে। এখন আমার যদি কেহ পেট

কেটে দেখেতো কত কলা, মূলা, পেয়ারা, সন্দেশ দেখ্‌তে পায়, তাই বোলে বুঝি আমার পেটে কলা মূলা ফল্‌চে। মাছে পোকা খায় গো পোকা খায়, তা না হোলে বোল্‌তার টীপ দিয়ে, কেঁচো দিয়ে, আর্শুলার টোপ দিয়ে আর মাছ ধরা যেত না। তবে যদি পোকা পোড়েছে অর্থে "পেটে অন্ন পোড়েছে; ছেলের পেটে দুগ্ধ পোড়েছে" অর্থ কর, তা হোলে এক দিন হোতে পারে।

বাসন্তিকা হাসিয়া কহিলেন "ওগো তা নয় গো তা নয়, তা হোলেতো বাঁচতুম, সে দিন "পেট্‌রিয়টের" দিদী মাছ কুট্‌ছিল, সে বোল্লে, যেই মাত্র দুফালা কোরেছি, অমনি শিরদাঁড়াতে দেখি, যে পোকা থুক্‌ থুক্‌ কোচ্চে! যে গোল গোল লেজওয়ালা পোকাগুলা নর্দ্দামায় দেখা যায়, সেই পোকাগুলা, ইংরেজীতে তাকে নাকি ম্যাগট বলে।" আমার শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল, "হরি হরি! থু থু! এ কথাতেই যে বিঘ্ন জন্মে গেল! নিজে খাস বা নেই খাস, পরের বিঘ্নি জন্মাস কেন, বল্‌লাম, "ওগো ও বড় লোকের কথা, তাদেরি মুখে ভাল সাজে, তারা মাছ ছেড়ে মাস খাবে, তাদের কথা ছেড়ে দাও।"

বাসন্তিকা কহিলেন "ওগো তারা শুধু বল্‌লে বাঁচ্‌তাম, আবার 'পত্রিকায়' ঐ কথা বলে।

আমি বল্‌লাম "বটে, তবেতো ঠিক হোয়েছে, বাগবাজার না হোলে আর এমন গাঁজাখুরি গল্প কোথা থেকে বার হয়।"

বাসন্তিকা কহিলেন, ওগো ন্যাশন্যালও "ঐ কথা বলেন।"

আমি বল্‌লাম, "ওগো তারা পাগল গো পাগল, বেড়িকাটা।"

বাসন্তিকা কহিলেন "ওগো মিরারও ঐ কথা বলেন যে।"

আমি রেগে বল্‌লাম "বলুন গে, কার কি বোয়ে গেল, তারা নিজেরা অহিংসা পরমধর্ম্ম বোলে আমিষ ত্যাগ কোরেছে, এই সুত্তুরে আমাদেরও বৈষ্ণব কর্‌তে চায়, তুমি বিট্‌লে পাদ্‌রি গুলাদের কথা শুন না, দুর্ভিক্ষের সময় এক এক মুটা চাল দিয়ে অনেক কন্‌ভার্ট কোরেছে, ওরা হাটের নেড়া, এই রকম হুজুগ চায়।"

বাসন্তিকার অল্প রাগ হইল, রাগ ভরে কহিলেন "দুদিন মাছ না খেলে কি বোয়ে যাবে, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি খাও গে, আমি আর খাব না।"

আমারও রাগ হোলো, রাগই পুরুষের লক্ষণ, কোমর বেঁধে উঠে বল্‌লাম "তুমি খেপেছ, বাজে লোকের কথা শোন কেন; যিনি আমাদের কলিকাতার

স্বাস্থ্যরক্ষক টনিয়র সাহেব, তিনি তত্ত্বাবধারণ কোরে কি মত দিয়েছেন, শুনেছ।"

বাসন্তিকা সাহেবের নাম শুনিয়া অল্প শান্ত হইয়া কহিলেন "কেন, তিনি এ বিষয়ে কোন মত দিয়েছেন নাকি।" আমি বল্‌লাম "দেন নিতো কি, তা না হোলে তাঁকে এত টাকা দিয়ে রাখবার আবশ্যক কি, তিনি কুষ্টে অবধি গিয়ে প্রায় ১০০ ইলিশ মাছের পেট চিরে ডিম খেয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। একটিতেও পোকা ছিল না, কেবল দু একটা মৃগেল মাছের গায়ে পোকা পেয়েছিলেন, কিন্তু মৃগেল মাছের গায়ে যে পোকা হয়, তা আমরা অনেক কাল জানি, তিনি ইংরেজ বোলে জান্‌তেন না। তবে বাসন্তিকে, সব শুন্‌লেত, "গগনে ফাল্‌গুনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।"

বাসন্তিকার ডাক্তার টনিয়ার সাহেবের মতে যত না হোক, আমার সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তিতে অনেকটা ভক্তি জন্মিল। কহিলেন, সত্যি কিন্তু সে দিন শুন্‌লাম, ফিভর হাঁস্‌পাতালে নাকি যে সকল মাছ এনেছিল, সে সমস্তেই পোকা বার হোয়েছে। এটা কি সত্যি?"

আমি বল্‌লাম, যে তর লোক লেগেছে, জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াবে, আশ্চর্য্য কি।"

বাসন্তিকার মনটা দোমনা হোলো, কহিলেন, আচ্ছা, ইংরেজী কাগজ ওয়ালারা কি বলে।

আমি বল্‌লাম "তারা আর কি বল্‌বে, কাজীর কাছে হিঁদুদের তো পরব নাই; ইংরেজেরা বড় তো একটা মাছ খায় না, সুতরাং তাদের এতে মাথা কোটাকুটীর আবশ্যক নাই বলিয়া তামাসা দেখছে, নানান রকমের গল্প বার কোচ্চে।"

বাসন্তিকা কহিলেন, তবে এখন কি করা যায়, বল দেখি। "আমি বল্‌লাম" যখন দুই মত হয়েছে তখন মাঝামাঝি করাই কর্ত্তব্য; যারা মাছ খেতে একেবারে নিষেধ করে, তাদের মত লওয়া হবে না, মাছ খেতে হবে, তবে দেখ, রাঁধবার সময় ভাল কোরে নুন হলুদ মেখে, ভাল কোরে সম্বরিবে. তার পর ভাল কোরে চচ্চড়ি কোর্‌বে, যদি দু একটা পোকা থাকে চচ্চড়ি হোয়ে যাবে। আর বিশেষতঃ, আজ অবধিতো মাছ খেতে কারো কোন পীড়া জন্মেনি, তবে আর ভয় কি, দু চাট্টে পোকা থাকে থাকুক, আমরা পোকাতো খেয়েই থাকি, চীনেরা আর্শুল্লা খায়, ফরাসীরা ব্যাং খায়, মোগোলেরা পঙ্গপাল খায়, আর আমরা কাদাচিংড়ি খাই, থু বল্‌লেই থু, থু না বল্‌লেই না।

দুটা কথা মাত্র।

বাসন্তিকা—বঙ্গমহিলা বোন—তুই বেঁচে থাক, চিরজীবী হ, তোর হাতের নোয়া অক্ষয় হোক, তোর অলঙ্কার-ভূষণ দেখে আমার মনে বড়ই প্রীতি জন্মেছিল, কিন্তু বোন, এ ভূষণ বিদ্যাভূষণ, অলঙ্কার বিদ্যালঙ্কার, এ বিলাতি ও দেশি অলঙ্কারগুলি কি গিল্টি, সাক্ষী গোপাল মাত্র, তোর এত অলঙ্কার থাক্‌তে তুই এ ছেড়া নেকড়া খানা পোরে ৪র্থ সংখ্যায় বার হোলি কি কোরে, বল দেখিন? তোর কি আর কাপড় জুট্‌ল না, তুই কোন্ আমাকে বোলে পাঠালি, আমি নয় এক খানা বিদ্যাসাগর পেড়ে,কি দাঁতেমিসি পেড়ে, নয় মাথায় সিন্দুর পেড়ে পাঠিয়ে দিতুম, পোরে বাহার দিতিস। আমিতো জানি পুরাতন হোলে অশ্রদ্ধা হয়, তোর এই উঠ্‌তি বয়েস, এর মধ্যেই মিন্‌সেদের অশ্রদ্ধা হোয়েছে। তোকে আর দেখ্‌তে পারে না বটে? এখন এই সব স্কুল আউট ছোড়া গুলাকে লেলিয়ে দিয়েছে বটে। তাদের নিয়েও কি কাজ চলে বোন্। তারা রোমের পাত্‌সা কবে কড়াই ভাজা খেয়েছিল, তা পট্ কোরে বোল্‌তে পারে, কিন্তু সকাল বেলায় তার ঠান্‌দিদী কি জল খেয়েছিল, জিজ্ঞাসা কর্‌লেই,তাক্। কোথা,বোন তুই দশ জনের এক জন হোবি, তোর কথা বঙ্গমহিলারা শিরোধার্য্য কর্‌বে, তা না হোয়ে একি! বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কারটি কি সংস্কার! আমরা বুড়ো হাব্‌ড়া লোক, আমরাতো তিন সংস্কার জানি, এ আবার কি সংস্কার, দুটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি।

"সে দেশে পুরুষদিগের অপেক্ষা বামাগণের অবস্থা কোন অংশে উত্তম হইতে পারে না।"

প্র—কোন্ দেশের পুরুষ অপেক্ষা বামাদের অবস্থা উত্তম? (এক কামরূপ কামাখ্যায় যদি হয়তো বলিতে পারি না)

"আমাদিগের দেশে পুরুষেরা স্বাধীন।"

প্র—কবে থেকে?

"শ্রমসাধ্য কোন কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে সহজে স্বীকার করেন না।"

প্র—শাক ভাত খাইলে কি শ্রমসাধ্য কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে ইচ্ছা থাকে, না বল থাকে?

"অন্তঃপুর এতাদৃশ সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে বাস করিয়া যাহাদিগকে চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হয়, স্বাস্থ্যরক্ষা তাহাদিগের পক্ষে তাদৃশ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।"

কোন্ প্রকৃতির নিয়ম মতে? পরীক্ষা করিয়া স্থির হইয়াছে যে, বন্য অবস্থা অপেক্ষা গৃহপালিত জীব মাত্রেই বহুজীবী হয়।

আধুনিক উন্নত ব্রাহ্মদিগের স্বাভাবিক জ্ঞানের (Intuition) ছবি, যাহা "ব্রেবুন, ডত এবং কোম্পানির" সুপ্রবীক্ষণে দেদীপ্যমান হইতেছে।
" অবিকল নকল "

" বায়ুসেবন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি যাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। "

আমাদিগের গৃহে কি অলিন্দ (বারেণ্ডা) ছাদ, প্রাঙ্গণ, গবাক্ষাদি নাই যে, সে স্থলে বায়ু বহে না; বামাগণের নাসিকা নাই?

" অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা।"

ময়দা মাখিতে কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা হয় না? ডালে ফোড়ন দিয়া হাড়ি ধরিয়া বেড়ি নাড়িলে কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা হয় না, এক হাঁড়া ভাতের ফেন গড়াইতে হইলে কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা হয় না? "এক স্থানে শয়ন বা উপবেশন করিয়া যে দারুণ ক্লেশ উৎপন্ন হয়।"

তাহাদের কি পা নাই, খঞ্জ?

" হস্ত পদাদির সম্যক্ সঞ্চালন ক্রিয়া একেবারে রোধ করিতে হয়। "

হাত নেড়ে ঝকড়া করিতে কি হস্ত-পদাদি সঞ্চালন হয় না, ঘর ঝেটানতে কিম্বা আর কিছু ঝেটানতে কি হয় না?

"ধূমময় পাকগৃহে উপবেশন করিয়া প্রতিনিয়ত রন্ধন করিতে হইলে নিরতিশয় ক্লেশানুভব হয়। কোন দেশস্থ মহিলাকে এ কর্ম্মভোগ করিতে হয় না? সুদ্ধ কি অস্মদ্দেশীয়া হইতে তাহা হইল বটে। আর এক্ষণে কোকে রন্ধন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ধূম নির্গত হয় না, এক্ষণে ধূমের শব্দটি কি অলঙ্কার মাত্র, কি আর কিছু?

" পাকগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ইহাদিগকে শয়ন বা উপবেশনে কাল-ক্ষেপ করিতে হয়?"

শয়ন বা উপবেশনে যদি শ্রম নিবারণ না হয়, তবে কিসে হয়? ব্যায়াম প্রভৃতি ক্রিয়ায় হয়?

"বিহার বা বিশুদ্ধ বায়ুসেবন।"

বিহার ও বায়ুসেবন এই দুই কথার অর্থ কি? গাড়ী চোড়ে বিলাতি চক্রে বেড়ান, আর " ইডেন্‌স গার্ডেনে বায়ু-সেবন? ত্রিতলার ছাদে কি বিশুদ্ধ বায়ু বহে না? পুরুষদিগের ব্যায়াম অভাবে যদি শরীরের অস্বাস্থ্য হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগেরও সেই কারণে শরীর নষ্ট হইতে পারে। "

ব্যায়াম শব্দের অর্থ আমরা বুঝিলাম না।

যে রূপ পরিশ্রমে পুরুষদিগের শরীরে বল বৃদ্ধি করে, সেই পরিমাণে স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রম করিলে বিকৃতা হইয়া যায় " ডালহারাণী। "

" আমরা বহুকাল হইতে স্ত্রীলোক-দিগকে অবরোধ মধ্যেই রাখিয়াছি।"

রাখিবার কারণ কি? যে কারণে (পরাধীন) মহিলাচয়কে অবরোধ করা হইয়াছে, এক্ষণে কি তাহার শেষ হইয়াছে। আর মুশলমান স্ত্রী মাত্রই জেনেনা, অস্মদ্দেশস্থ অঙ্গনাচয় অপেক্ষা আবদ্ধ থাকে; তাহারা আমাদিগের

শাক ভাত খেকো অঙ্গনাদের সদৃশ হীনবল? না খৃষ্টিয়ান মহিলাদের অপেক্ষা হীনবল?

আর অধিক বলিতে ইচ্ছা নাই, তবে একটি কথা বলি, অস্মদ্দেশস্থ স্ত্রী ও পুরুষদিগের দুর্ব্বলতা কি ব্যায়াম অভাব জন্য, না, শাক ভাত আহার জন্য? আর যাহাদের পাকস্থলীতে মাংস ও মদ্য অনায়াসে পাক পায়, তাহাদের সহিত যাহাদের পাকস্থলীতে শাক ভাত পাক পায়, তাহাদের তুলনা সম্ভবে? শাক ভাত খেগো, যত ইচ্ছা ব্যায়াম করুক না কেন, মাংসমদ্যভুক লোকের সমান বলিষ্ঠ হইতে কখনই পারিবেক না। আর বিশেষ, এবম্প্রকার প্রস্তাবের অর্থ কি? ইহাতে কেবল অস্মদ্দেশস্থ মহিলাগণের মনে চাঞ্চল্য হয় মাত্র এবং তাহার পরিবর্ত্তে কি অন্য উপদেশ কিছুই নাই? সম্ভাবিত প্রস্তাবই গ্রাহ্য। একেবারে বিবী হওয়া দুঃসাধ্য। রোম রাজ্য এক দিবসে হয় নাই। লোকে বলে "ধাপ পরধাপ" সোপানে উঠিতে হইলে একেবারে পদ বিস্তার করিয়া দ্বিতলায় উঠা অসম্ভব। মেয়েলি হেয়ালীতে বলে।

"ছিল না চূলা হোল চূলি।
ছিল না ডোলা হোল ডুলি।
একেবারে দুপা তুলি।
ভেঙ্গে গেল মাথার খুলি।
ওলো ডুলি ওলো ডুলি॥

বিষম সমস্যা।

আদিশূর সেন স্বদেশস্থ ব্রাহ্মণদের পতিত ও বেদভ্রষ্ট দেখিয়া কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পুনর্ব্বার বেদ উদ্ধার ও পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণেরা সেই প্রকার বেদভ্রষ্ট ও পতিত হইয়াছে, কি উপায়ে বেদ উদ্ধার ও ব্রাহ্মণ পুনঃ স্থাপন হয়? এক্ষণে কান্যকুব্জতো আর নাই, ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে ধর্ম্মরক্ষিণী সভা নিরাশ হইয়াছেন। এক্ষণে শর্ম্মণ্য দেশে বেদের উদ্ধার হইয়াছে, সেই স্থল হইতে ব্রাহ্মণ আনিলেই হইতে পারে।

দেব-নিগ্রহ।

কলিতে সব উল্টা, সে দিবস বাগবাজারের মদনমোহন ঝুলনে ঝুলিতে ঝুলিতে একটি মানুষ খেয়ে বসিলেন; এতৎশ্রবণে বাগবাজারের শ্রীশ্রী৺কালী মাতা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নন জুরিসডিক্সন প্লিড করিলেন, মদনমোহন শুনিলেন না, শ্রীশ্রী৺কালী মাতা লড়ায়ে দেবী, তেরি মেরি কোরে উঠিলেন। কেহ বলে মদনমোহনের হাতে বাঁশী ছিল, তাহারি বাড়ি মারিলেন, কেহ কেহ বলে, যে এক্ষণে মদন-

মোহন বাঁশী বদলে বাঁশ হাতে কোরেছেন, তারি বাড়ি মেরে কালীর হাত ভেঙ্গে দেছেন, আবার কেহ কেহ বলেন যে, হুড়হুড়িতে হাত ধোরে বাহির করিয়া দিতে হাত ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু হাতের গহনা গেল কোথায়! এই কথা শুনে কালীঘাটের কাঁচা খেকো বড় কালী স্বীয় দল বল লইয়া স্বর্ণ জিহ্বা লক লক করিতে করিতে পড়িলেন, কিন্তু বাগবাজারের গাঁজাখোর গুলিখোরদের সর্ব্বদাই খাঁকতির মহল, বড় হাতটান; টেনে সোনার জিব খানি অবধি ছিঁড়ে নিয়েছে, এখন কি প্রকারে বলী খাইবেন বলিতে পারি না। এই মহা সোনা লুটের ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পুলিস অবতারেরা আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, নিমতলা সিদ্ধেশ্বরীর পাণ্ডাদের ধোরে গারদে পূরিলেন। এদিকে শাক্তদের দলে মহা হুলস্থূল পোড়ে গেছে, তাহারা বলিল যে, বৈষ্ণবেরা কখনই শাক্তদের পারে না, আর একি হোলো শুনিতে পাই, অনুসন্ধান করিয়া বার কোরেছে যে, এ সুরাপান-নিবারিণী "সভার সভ্যদের কাজ, তারা শক্তি ভজনা উঠাইয়া দিবার আর কোন উপায় না পাইয়া কৃষ্ণ খৃষ্ট নাম নিয়ে এই কারখানা করিতেছে; সাবধান! সাবধান!"

আমাদিগের ব্রহ্মদেশের বিশেষ সংবাদদাতা হইতে প্রাপ্ত।

মহাশয় মহারাজাধিরাজ প্রবলপ্রতাপ স্বর্ণছত্রেশ্বর ঐরাবতেশ্বর অমরপুরেশ্বর মন্দিলা স্বর্ণপদ ব্রহ্মপুরেশ্বরের নিকট ভারতবর্ষ হইতে অনরেবেল-সার ফরসাইথ সি, বি; কে সি, এসকে দূত রূপে প্রেরণ করা হয়, তাহা আপনি অবগত আছেন; তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রবণে, বোধ হয় সন্তোষ লাভ করিবেন। ফরসাইথ সাহেব আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র এখানে মহা ধূম লাগিল, পুরাতন যত আসবাব ছিল, সমস্ত ঝেড়ে ঝুড়ে বার করা হইল, যে কএক খানি (ষ্টিমার) বাষ্পযান ছিল, সকল গুলিকে নূতন রং দিয়া সাজান হইল, কেবল একটি গোলযোগ লাগিল। ব্রহ্মদেশের লোকেরা "বুদ্ধ" তাহারা জ্যান্ত খায় না, মরা খায়! আপনি বলিতে পারেন যে, অজান্তে দু একটা মসা মাছি আর পিপীলিকা ভিন্ন জ্যান্ত জীবকে কে কোথায় আহার করিতে দেখিয়াছে, মরাই সর্ব্বলোকে আহার করিয়া থাকে। এ সে জ্যান্ত নহে, ইহারা বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, অহিংসা পরম ধর্ম্ম ইহাদের মূল মন্ত্র, অর্থাৎ সজীব জন্তু মারিয়া খায় না, স্বভাবতঃ মরিলে হাতী, ঘোড়া, গণ্ডার

কুম্ভীর প্রভৃতি পার পায় না, তাহাদের দেশে "হেল্‌ত অফিসর" নাই। তেমত ভয়ও নাই; হাইজিন মানে না, শুশ্রূষা মানে না। তাহারা পীড়াযুক্ত হইয়া মরিলেও ছাড়ে না। তাহা বলিয়া যে তাহারা "মড়া" খায় এমত বোধ করিবেন না, তাহারাও উন্নতি সোপানে পদক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সে যাহা হউক, তাঁহারা যথা-ইচ্ছা তথায় পদক্ষেপ করুন না, এখন পর্য্যন্ত স্পষ্ট রূপে, সজীব জন্তু মারিয়া খাইতে সক্ষম হন নাই। তাহা বলিয়া তাহাদের উন্নতিশীলত্বের কোন দোষারোপ করা যায় না, কারণ, আপনার দেশস্থ উন্নতিশীল বিজ্ঞ লোকেরা অদ্যাবধি ঘরেই টেবিলে বোসে কাঁটা চামচা ব্যবহার করিয়া থাকেন, স্পষ্ট রূপে গভর্ন্মেণ্টের "সপরের" নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন না; তাহা বলিয়া কি তাঁহারা খানা খান না; তবে চালটা বজায় রাখিতে চাই, চালটা মানের চিহ্ন।

সে যাহা হউক, আপনকার দেশে যে কেবল সুবুদ্ধি আছে, এমত নহে, শৈশবাবস্থায় হেয়ালীতে শিখিয়াছিলাম,—

—"সুবুদ্ধি তাঁতীর ছেলে কুবুদ্ধি ঘটিল।
সোনাবেঙ্গের ছেনাটীকে ডুমনি ফেলে মেল।
— আর একটী বেং ছিল বুদ্ধির কামনা।
লিখন লিখি পাঠালে সে হুগলির পরগণা॥"

যদি তাঁতীর ছেলে সুবুদ্ধি হয়, আর বেঙ্গে বুদ্ধির "কামনা" হয়, তাহা হইলে কি ব্রহ্মদেশে আর সুবুদ্ধি নাই। পরামর্শ স্থির হইল যে, বিলাতীয় যে সকল বন্ধ করা খাদ্য দ্রব্য আসে, তাহাই ক্রয় করিয়া লওয়া হউক, তাহা হইলে উভয় পক্ষেই সন্তুষ্ট হইবেক। আর বিশেষতঃ ফরসাইত সাহেবকে আর পচা কুক্কুরের মাংস কিম্বা গোসাপ ও সর্পের মাংস কিম্বা কুম্ভীরের মাংস খাইতে হইবে না।

জুন মাসের দশম দিবসে ফরসাইত সাহেবের শুভাগমন হইল। ষোড়শ দিবসে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ স্থির হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। ফরসাইথ সাহেব কহিলেন যে, তিনি বুট পরিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া ইংরেজীমতে গভনর জেনারলকে আবেদন পত্র প্রদান করিবেন।

মন্ত্রী কানুনমেঙ্গি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবাক হইয়া পড়িলেন। তাহার পিতার জন্মেও এমত বাক্য শ্রবণ করেন নাই। যোড় হাতে বলিলেন, সাহেব হোতে পারে না।

ফরসাইথ—কেন হবে না, হোতেই হবে, না হয় আমি ফিরিয়া যাইব।

কানুনমেঙ্গি।— বলেন কি, একথা রাজাকে কে বলিবে, আমার মাথার উপরতো দুটা মাথা নাই যে, আমি

বিলাতী ভেড়ুয়া ও ব্রহ্মদেশ।

বলিব। ইচ্ছা হয়, আপনি আর কাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠান।

ফরসাইথ।—সেকি কথা! তুমি প্রধান মন্ত্রী, তুমি না বলিলে কে বলিবে, আর এই জুতার একটা জুতান্ত না হইলে কিছুই হইবেক না।

কানুনমেঙ্গি। মহাশয় একি আপনকার দেশ পাইয়াছেন যে, প্রজারা সর্ব্বস্ব, রাজা সাক্ষিগোপাল, সহী মোহরের মালিক মাত্র। বলিবা মাত্র আমার মাথা যাবে।

ফরসাইথ। (হাসিয়া) আপনাদের দেশে মন্ত্রীদের মাথাতো হাতে কোরে বেড়াইতে হয়, তাতে এমন হানি কি?

কানুনমেঙ্গি। ঠিক কথা, স্বন্ধ আমার হইলে ভাবনা ছিল না, কিন্তু গাঁই গোষ্ঠী যে যেখানে আছে, তাদের অবধি যাবে।

ফরসাইথ। তাহা আপনার বিবেচ্য, আমার বিবেচনার বিষয় নহে, আমার নিজ দেশের কোন লঘুতা না হয়, এই আমার উদ্দেশ্য।

কানুনমেঙ্গি। এমন কথা বলিবেন না, মনে করুন, যদি আপনি জুতা পরিয়া দাঁড়াইয়া পত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে এ রাজার রাজত্ব কত দিন থাকিবে? আপনি বার হবেন, আর রাজার মাথাটা যাবে। অস্মদ্দেশে রাজাকে কাহার নিকট লঘুতা স্বীকার করিবার যো নাই, তাহা অপেক্ষা যুদ্ধ ভাল।

ফরসাইথ। তবে তোমার অর্থ যে, জুতা না খুলিলে তোমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে।

কানুনমেঙ্গি। এমন কথা ভাবিবেন না, আপনি জুতা না খুলিলে রামে মাল্লে ও রাবণে মাল্লেও মার্ব্বে, জুতা না খুলিলে অদ্যই রাজ্য যাবে, যুদ্ধ করিলে বরং এক বৎসর কালও তো থাকিবে। একথাটা কথার কথা মাত্র, আপনি সুবিজ্ঞ, সমস্তই বুঝিয়াছেন।

ফরসাইথ। তবে আমি টেলিগ্রাফ করি।

টেলিগ্রাম।

জুতা না খুলিলে যুদ্ধ হইবার সম্ভব। টেলিগ্রাম,

সিমলা পাহাড়।

যেমন বুঝ, তেমনি কোরো, জুতার কথা ছেড়ে দাঁড়াইয়া পত্র দেবে স্থির কর। এইমতে জুতার বিষয় চুকিল।

১৪ ই তারিখে ফরসাইথ কানুনমেঙ্গিকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

মান্যবর কানুনমেঙ্গি রাজমন্ত্রি মহাশয় সমীপেষু।

ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনেরলের অনুমত্যনুসারে আপনাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্নোক্ত সংবাদ ব্রহ্মে-

শ্বরকে জ্ঞাত করাইবেন যে, চুনান দেশে যে কর্ণেল ব্রাউনকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়, তাহা তিনি বিশেষ অবগত আছেন এবং লিসিটাহি ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুই জনে মিলিত হইয়া উক্ত কার্য্য নিস্ফল করে ও কর্ণেল ব্রাউনের দলস্থ মারারি সাহেবের প্রাণ নষ্ট করা হয়। সেই লিসিটাহিকে আপনারা সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অর্থ কি?

উত্তর।

আমরা চীন দেশের করপ্রদ রাজা, চীন দেশ হইতে দূত আসিলে আমাদের মাথার উপরে রাখিতে হয়, লিসিটাহি চীনরাজ্যের দূত স্বরূপ আসিয়াছেন।

প্রত্যুত্তর।

লিসিটাহিকে যে আপনারা দূত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অগ্রে অবগত করাণ হয় নাই কেন? সে যাহা হক, এক্ষণে আমরা পুনশ্চ অস্মদ্দেশ দিয়া চীনদেশে দূত প্রেরণ করিতে, আর উক্ত হত্যাকাণ্ডের প্রতিফল দিতে, সৈন্য প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে আপনাদিগের মত কি?

তদুত্তর।

আপনাদিগকে সসৈন্যে অস্মদ্দেশ দিয়া গমন করিবার যে কথা লিখিয়াছেন তাহা কি রূপে সম্ভবে? কারণ, আপনাদিগের লোকেরা অস্মদ্দেশস্থ লোককে অত্যন্ত ঘৃণা করে, এমন কি, মনুষ্য মধ্যে জ্ঞান করে না, সেই প্রকার যদি এদেশস্থ লোকেরাও ব্যবহার করে, তাহা হইলেই একটা ছুতা পাইবেন। আর আপনারা যদি আমাদের হঠাৎ আক্রমণ করেন, আপনাদের ও অভ্যাসটি আছে, তাহা হইলে কি প্রকারে রক্ষা হইবে, আমাদের এত সৈন্যও প্রস্তুত নাই ও এত খরচাও করিতে ইচ্ছা করি না, সুতরাং আমরা এ বিষয়ে অপারগ।

এই অবধি হইয়া আছে। এর পর কি হয়, বলা যায় না।

বলি নাথ! এটা কি হোলো? এই কথা বাসন্তিকা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি প্রত্যূষে সবে বিছানা থেকে উঠে হুকটি হাতে কোরে টীকাটি ধরাচ্চি, (এক্ষণে বিলাতী কয়লা হওয়া অবধি আর তামাক খাবার তত সুখ নাই, টীকা না হোলে চলে না) এমত কথা শুনিবা মাত্র চমকে উঠিলাম, হাত থেকে টীকাটি উনুনে পোড়ে গেল, সকালে এক খানি টীকা মাত্র বরাদ্দ, মনে বড় রাগ হোলো, ব্রাহ্মণীর প্রতি চেয়ে বল্লাম, হবে আবার কি, আগুনে পোড়ে গেল।

বাসন্তিকা হাসিয়া চিমটা দিয়া তুলিয়া আমার কলিকার উপর দিয়া কহিলেন, আমি টীকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না।

তবে কিসের কথা বল্‌ছ, বল দেখিন্ বলিয়া আমি রান্না ঘরের দ্বারে একটি পিঁড়ে পিটে দিয়ে বস্‌লাম হুকার মুখে হাত দিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক কোরে তামাক টান্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম।

এতদ্দর্শনে বাসন্তিকা একটি কলাপাতার নল করিয়া দিয়া কহিলেন, ওগো আমি আমাদের ভাইস চেয়ারম্যানের কথা বল্‌তেছিলাম।

বসন্তক—কেন তুমিত সমস্ত জান, তিনি তাঁর একটি নিজের লোককে মিউনিসিপালিটির সরবরাকার কোরে দিয়েছিলেন, আর তাঁর নিজের একটি জমি পতিত বোলে টেক্স উঠাইয়া দিয়াছিলেন, এই দুইটি বে-আইনি কাজের জন্যে তাঁকে কর্ম্মত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

বাসন্তিকা—এর মধ্যে কোন্‌টি বে-আইনি কার্য্য? আপনার জানিতলোককে সরবরাকার করা, না পতিত জমির খাজনা উঠান। যদি জানিতব্যক্তিকে সরবরাকার করা বে-আইনি বল, তবে আমার বোধ হয়, কি ইংরেজ কি বাঙ্গালী সকল আফিসে সকলেই ঐ মত করে, গভর্মেণ্ট কণ্ট্রাক্ট আলাপ না থাকিলে পাওয়া যায় না, আর ঘুস বিলক্ষণ দিতে হয়; একথা সকলেই জানে। এবিষয়ে তো ঘুস লওয়া হয় নাই, কেবল কএক জনের ঘুস লওয়া বন্ধ করা হয়েছিল।

বসন্তক—ওগো তার জন্য তত নহে, তবে কি না, যে সকল জিনিস দেওয়া হয়েছিল, সে বাজার অপেক্ষা অধিক দরে।

বাসন্তিকা—কৈ তাতো কমিসনে প্রকাশ হয় নাই, কেবল তিনটি দ্রব্যের দর অধিক হয়েছিল। এর বিহিত কি, যদি শতকরা ৫০টি দ্রব্যের দর অধিক হইত, তাহা হইল এক দিন সন্ধ করা যেত। কারণ, অন্য আফিসে ১০০ শত করা ১০০ দ্রব্য দর অধিক হয়, ১০০০ দ্রব্য সরবরাহ করিতে তিনটি দ্রব্যের দর অধিক হইয়াছে বলিয়া যে মন্দ বলা, ইহা অপেক্ষা মিথ্যা অপবাদ আর আমরা শুনি নাই। আমিতো এমন লোক দেখি নাই, যে ১০০০ দ্রব্য কিনিতে তিনটিতে ঠকেন না, উমেশ বাবুর অগ্রের যদি তালিকা লওয়া হয়তো আমরা বুঝি।

বসন্তক—আচ্ছা, তা জেন হোলো, পতিত জমির বিষয়টা কি বল।

বাসন্তিকা—তার আর কি বল্‌ব, পতিত জমির কর নাই, এসকলেই জানে, তিনি আসেসরের স্বাক্ষর না লইয়া অগ্রেই সহী করিয়াছিলেন, কিন্তু আসেসরের স্বাক্ষর লইতে তাঁহার সরকারকে কহিয়াছিলেন। যখন আসেসর আপত্তি করিলেন, তখন সরকার জানায় নাই ও আসেসরও জানান নাই। ভিতরে ভিতরে একেবারে চেয়ারম্যানকে জানান হইল।

উমেশ বাবু জানিলেন, কাহার কোন আপত্তি নাই, চুকে গেছে। অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে সহী করাতে এমত দোষ কি? তাঁহার দোষের মধ্যে এই যে, ইংরেজদের উপরে কতৃত্ব পদ পাইয়া অত্যন্ত সাবধানে কার্য্য করা কর্ত্তব্য ছিল। আমরা এদেশস্থ অনেককে এমত পদ পাইয়া এবম্প্রকার বিপদে পতিত হইতে দেখিয়াছি। এটা ইংরেজী ষড়্‌যন্ত্র মাত্র, তবে দোষের বিষয় এই যে, এদেশের লোক দেখে শেখে না।

বসন্তক—তবে যদি দোষ নাইতো একুৎসা উঠিল কেন, আর কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল কেন? আর বাঙ্গালীরা তাহার বিপক্ষে বলিল কেন?

বাসন্তিকা—তাও কি আর এত দিনে বুঝিতে বাকী আছে? আমরা শুনিয়াছি, যে এইবারে বাটীর টেক্সের এসেস্‌মেণ্টের সময় টেক্স বাড়াইবার আর কোন উপায় না পাইয়া এই স্থির হয়, যে ভাড়াটে বাটী সকলের প্রায় গৃমেণ্ট আছে, কর বাড়াবার জো নাই, যে সকল বসতি বাটী আছে, তাহারতো ভার গৃমেণ্ট নাই—কিছুই নাই, সুতরাং যত ইচ্ছা বাড়ান যাউক না কেন, কিছু বলিবার জো নাই। যে সকল বাটীর ভাড়া ১০০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, একেবারে ৭০০। ৮০০ করিয়া বসিয়াছেন, ও দিকে টেক্সের দৌরাত্ম্যে বাটীর শতকরা ১৫ টাকা দর হ্রাস হইয়াছে. সুতরাং লোকে তিতিবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীদেরি অধিকাংশ বসতি বাটী, রাগে ঝীকে মেরে বৌকে শিখালে। ভাইস চেয়ারম্যান ইহা রহিত করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই, বরং পোষকতা করিয়াছিলেন, এই দোষ। বাসিন্দাদিগের যদি এত বিরক্তি জন্মিয়া থাকেতো. সকলে সম্মিলিত হইয়া ছোট কর্ত্তার নিকট আবেদন করা, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল, তাহা কেহ বন্ধও করিতে পারে না। আর এমত দুর্নামও হইত না।

বসন্তক—কে জানে, আমিত বড় বুঝিলাম না, তবে এই বুঝি যে, আমরা তিতিবিরক্ত হইয়াছি।

এক্ষণে দেশহিতৈষীরা দেশের রীতিনীতি ও রুচি সংশোধনে অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছেন, সেকেলে যাত্রার নাম উঠাইয়া অপেরা থিয়েটর নাম দিয়াছেন। এক্ষণে কি বালক, কি যুবা, কেহই গীত শোনে না, অভিনয় দেখে।

আমরা শ্রবণ করিলাম, সে দিবস একটি " এমেটিয়র অপেরা কোম্পানি শ্রীশ্রীদুর্গামঙ্গল পালা গাইতে শ্রীশ্রীদুর্গা জন্মের সময়, হাসপাতালের মনী ধাই, আর ডাকতর চার্লস সাহেবের সংআনি-

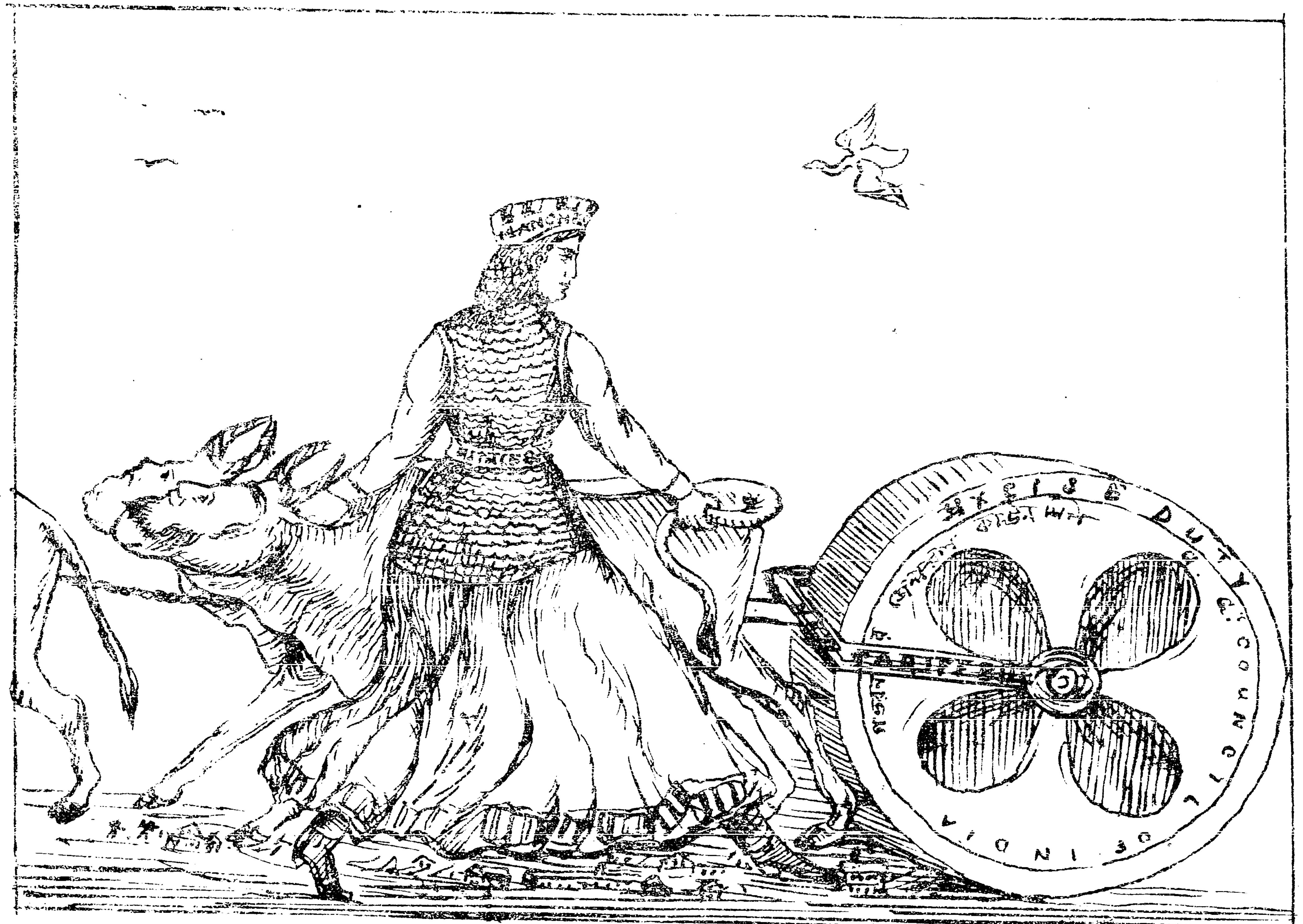

Developing the Resources of the Country.

ভারতবর্ষে সমভূম্ করিবার জন্য
নূতন মেকেঞ্জির "রোলর।"

য়াছিলেন। উৎকৃষ্ট! উৎকৃষ্ট!!! ইহারি নাম দেশহিতৈষিতা, রুচিসংশোধন!

অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখেন (তাঁহারা স্বয়ং লেখেন নাই তাঁহারাও আর এক জনের দেখে লিখিয়াছেন) যে কোন্ পশু কত দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে—গর্দ্দভ ৩৩ বৎসর; গরু ২৩ বৎসর; শূকর ২৫ বৎসর। একথা আমরা এক দণ্ডের নিমিত্ত বিশ্বাস করি না, কারণ, আমরা (পাঠকবর্গও ছাড়া নন) স্বচক্ষে দেখিতেছি, যে অনেক গর্দ্দভ, গরু ও শূকর ৬০, ৭০, এমত কি, এক শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে।

আমাদিগের রাজকুমার ভারতবর্ষ দেখিতে আসিবেন, স্বদ্ধ দেখিতে আসিবেন, নিজের আমোদ মাত্র, ইহাতেই যে লোকের কত উৎসাহ জন্মিয়াছে বলা যায় না, দুর্গোৎসবকে এবারে একেবারে কানা করিয়াছে! যদি তাহা না হইয়া কোন বিশেষ কার্য্যে আসিতেন, কিম্বা কোন দেশ উপকারের ভাগী হইতেন, তাহা হইলে যে কি হইত, তা আমরা বলিতে পারি না, আজ হেতা সভা, কাল হোতা সভা, আজ এ রাজার হেণ্ডনোট বার হইয়াছে, কাল ওমুকের বার হবে। ইংরেজ কর্ম্মচারীরা শশব্য চিয়াছেন, স্বয়ং এবাড়ী ও বাড়ী ক[illegible] চাঁদা করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকে ইংরেজদিগের নিকট মান রাখিতে এবার পূজা বন্ধ করিতে হইবে। আর কাহাকে ঘরের ঢেঁকী বিক্রয় অবধি করিতে হইবেক। রাজকুমার আসিতেছেন, রাজকুমার আসিতেছেন বৈ আর কোন শব্দ নাই, আর কোন কথা শোনা যায় না। এমত কি, বাসুকিদেব তিনি অবধি পাতাল থেকে কেঁপে উঠেছেন "উটন্তি মূলোর পত্তনে বোজা যায়" ভেবে এই অবসরে পার্শ্ব ফিরে নিলেন, কি জানি, তখন যদি সহ্য না করিতে পারেন।

এই প্রশ্নটি।

সুহৃদ্পত্রে এক জন সংবাদদাতা লেখেন যে,—"অনতিদীর্ঘকাল গত হইল, এই দুর্গাপুর ষ্টেসনান্তর্গত আনন্দপুর গ্রামে দুইটি কৃষিজীবি ব্যক্তি আপন ক্ষেত্রে হলচালন করিতেছিল, ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অকস্মাৎ অশনি পতিত হইয়া হতভাগ্য কৃষকদ্বয়কে গোচতুষ্টয় সহ সমনভবনে প্রেরণ করিয়াছে। এই গোবধের প্রায়শ্চিত্ত কে করিবে?" আমাদের মতে লাঙ্গলের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।

বং সং

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদের নিমিত্ত বড় গোলযোগ বাঁধিয়াছে, বাঙ্গালী যে কএক জন পাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের না

খাওয়াই ভাল ছিল। আর ইংরেজেরাও তথৈবচ, তবে রবার্ট সাহেব হইলে একটু সুখ হবে, যেমন বাঘা তেঁতুল তেমনি বুনা ওল মিলিবে, চাই কি আমরা মজা পাইব। আর অনারেবেল শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস পাল যে বশাখ বাবুর পূর্ব্ব পরিচয় লইতে যে প্রস্তাবটি করিয়াছেন, তাহা বড় ভাল করেন নাই, ইংরেজীতে কখন কখন বলে "আমার বন্ধুদের হইতে উদ্ধার কর" তাহাই ঘটিয়াছে। একেই বলে পিট চুল্‌কে বরণ তোলা।

রাজকুমার কলিকাতায় আগমন করিলে কে কি প্রকারে দর্শন লাভ করিবেন, তাহারি বন্দোবস্তে সকলে ব্যস্ত আছেন, যাঁহাদের গভর্ণমেণ্ট এণ্ট্র আছে, তাঁহারাতো বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চেন। তাঁহাদের কুমার দর্শন কে নিবারণ করে, তাঁহাদের কথাই নাই। কিন্তু যাঁহাদের নাই, আমাদের মত গরীব গুর্ব্ব লোক, তাহাদেরি প্রাণ বার হোচ্চে। গত বারে ডিউক অফ এডিম্বরের সময় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েনের অনুকম্পায় আমরা উদ্ধার পাইয়াছিলাম। এবারে তাঁহাদের ও লেজ নমঃবিষ্ণু আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হোয়ে পোড়েছে। পঞ্চাশ টাকা না দিলে আর দর্শন লাভ হওয়া দুঃসাধ্য। কি বিপদ! পঞ্চাশ টাকা কি কম টাকা, মধ্যম সম্প্রদায় গৃহস্থদের এক মাসের খরচা। আবার দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রস্তাবটি রাজেন্দ্র বাবু করিয়াছেন। কি ধনুক ভাঙ্গা পণ দেখ দেখিন "দশ চক্রে ভগবান ভূত" আর কি। বোধ হয় রাজেন্দ্র বাবুও অনেক টাকা কোরে থাকিবেন, তাই এত টাকায় দরদ নাই, যে লঙ্কায় যায়, সেই কি রাক্ষস হয়, যাক প্রাণ থাক মান। সে যাহা হউক, আমাদের দেখবার দফায়তো বালী পোড়েছে। এবারে রেলে আসিবেন, পথে দাঁড়াইয়া দেখিব যে, তাহারও বড় জো নাই। দুইপার্শ্বে পরের জমী দাঁড়াতে দেবে কেন?

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, আমরা মিলিত হইয়া দরখাস্ত করি যে, এক দিবস "মনুমেণ্টের উপর বার দেবেন, কেহ বলে যে, হাইকোর্টের বারাণ্ডায় বার দেবেন, কেহ বলেন যে, চিৎপুর রোড আর কর্ণেওয়ালিসের রাস্তায় বার দেবেন। আমাদেরও ঐ মত, কারণ, মনুমেণ্টে কিম্বা হাইকোর্টে হোলে স্ত্রীলোকদিগের দেখা হবে না, তারা যদি না দেখিবে তো দেখিবে কে, কেমন হাবলাটে হাবলাটে মুখ খানি।

তবে আপনাদের মত পাইলেই দরখাস্ত সুরু করি।

সংবাদ।

আমরা অবগত ছিলাম যে, বরদার মকদ্দমার খরচা ৫০০০০০ টাকার কিঞ্চিৎ

অধিক হইয়াছে। বাদীর অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের তরফে ১৯০০০০ টাকা খরচ হইয়াছে, প্রতিবাদীর তরফে মায় উকিল ভেলেণ্টাইনের খরচ সমেত ২৯২০০০ টাকা; আর বরদার সৈন্য লওন ও তাহাদের রসদ ও বিচারকদিগের খরচা ও সাউটর সাহেব ও তাহার দলবলের খরচা মোট ১০০০০০০ টাকা (ইহা ছাড়া লুটদরাজ থাকুক) সর্ব্ব সমেত ১৪,৮২,০০০, টাকা। এত দিনে গভর্ণমেণ্টের "কিঞ্চিৎ অধিকের" অর্থ আমরা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলাম, শত করা প্রায় দুই শত টাকা অধিক।

আইন আক্‌বরি পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, প্রয়াগ মের্জাপুর ও চুনারের নিকটস্থ জঙ্গলে হস্তী শৃঙ্গী আদি পশু দেখা যাইত, সিংহের কোন কথাও লেখা নাই; কিন্তু মথুরা হইতে যে সকল প্রস্তর খোদিত সিংহের পুত্তলিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা দর্শনে, বিলক্ষণ জ্ঞান হয় যে, এমত উৎকৃষ্ট পুত্তলিকা বিনা স্বচক্ষে সিংহ দর্শনে খোদা অসম্ভব, সে সময়ে মথুরাবাসীরা সিংহ দেখিয়া থাকিবেক ও সিংহ মথুরায় পাওয়া যাইত। আলাহাবাদের কমিসনর কোর্ট সাহেব বলেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিবরাজ পুরের বনে দুইটি সিংহ তাড়াইয়া ছিলেন। তাহার কিছু পরে কেলসি সাহেব নামক এক জন রেলওয়ের কর্ম্মচারী প্রয়াগ ও জব্বলপুরের মধ্যস্থলে শেষ একটি সিংহ মারিয়া ছিলেন। কি দুঃখের কথা! ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীরা শক্তি পূজার নিমিত্ত বড় আয়োজন করে, সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত কেবল বাহক নাই, সিংহ পাওয়া গেল না, অনেক অনুসন্ধানে স্থির হইল যে, দেশী সিংহ আর নাই, কি করে, সে সময়ে বিলাতী কারবারীদের একটি সিংহ ছিল, সেই বিলাতি সিংহ "বৃটিশ লায়ন"টিকে লইয়া তাহার পৃষ্ঠে শক্তিকে তুলিয়া দিলেন, সেই অবধি বৃটিশ লায়ন বাঙ্গলার শক্তিবাহক হইল। ক্রমে ভারতবর্ষের শক্তিবাহক হইল। যদি দেশী সিংহ ছিল জানিত, তবে বিলাতী সিংহকে কে আনিত, সে যা হউক এখন, সিংহ শেষ হয়েছে, শক্তির উপাসনা করিতে গেলে বৃটিশ সিংহ বৈ আর উপায় নাই, "গতস্য শোচনা নাস্তি!"

অর্থই অনর্থের মূল।

কলিকাতা পুলিসের মেজিষ্ট্রেট সুবিচারক মার্সডেন সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। কিয়ৎ দিবস হইল, এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এক জন ইংরেজ প্রিভেণ্টিভ অফিসরের নামে নালিশ করেন যে, ইংরেজ প্রিভেণ্টিভ অফিসর তাঁহাকে মারিয়াছেন। সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ হইল যে, প্রিভেণ্টিভ অফি-

সর এক খানি মাহিয়ানাপত্র বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা লন, তাহার পর তাঁহার আর টাকার আবশ্যক হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট গমন করিয়া আর দশটি টাকা চাহেন। তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করাতে তিনি গালাগালি দিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন। সুবিচারক মার্সডেন সাহেব, সাহেবের পঞ্চ আনা জরিমানা করিয়াছেন। অত্যন্ত অন্যায় বিচার হইয়াছে, ইংরেজেরা আমাদের মনিবের জাত, দুটা লাথি না মেরে যে শুদ্ধ, গলা টিপিয়াছেন, এই সৌভাগ্যের বিষয়। আর যদি মার খাবার ইচ্ছা না ছিল, দশটা টাকা ফেলে দিলেই চুকে যেত। অর্থ ই অনর্থের মূল।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহোদয় বৃন্দ—

যোড়কর পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন মেতৎ—পরে—মহাশয় বৃন্দ আমাদিগের ১৮৭৪ খৃষ্টের বসন্তক পত্র প্রাপ্তে আনন্দিত হইয়া থাকিবেন; এক্ষণে সম্মুখে পূজা, তিন দিবস নহে, এবারে চার দিবস; গত বৎসরের মূল্য প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকেও সেই প্রকার আনন্দিত করুন; আমাদের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আপনারা তাহা করিবেন। এইবার এই স্থলেই ইতি করিলাম, পূজার ছুটির পরে স্মলকজ কোর্ট খুলিলে যাহা বাকী আছে তাহা বলিব।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রাজা হরিমোহন শীল কলিকাতা	৩৲
" বাবু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাস	৩৲
" " কালীচরণ চক্রবর্ত্তী	২৲
" " উমেশচন্দ্র মিত্র	১৲
" " উমেশচন্দ্র বসু	॥০
" " মতিলাল বসু	॥০
" " তারিণীচরণ দত্ত	৩৲
" " জগৎলাল বসাক	১॥০
" " রাজেন্দ্রচন্দ্র বসু	৩৲
" " কানাইলাল দে	২৲
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ	৩৲
" " নন্দলাল সেন	৩৲
" " রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	৩৲
" " গোরাচাঁদ সাহা	১॥০
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র	৩৲
" " উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	৩৲
" " উপেন্দ্রচন্দ্র দেব	৩৲
" রাজা কেদারনারায়ণ রায় ...	৩৲
" " উমাচরণ গুপ্ত	৩৲
" " বিধুভূষণ মিত্র	৩৲
" " গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী ...	২৲
" " জগবন্ধু বসু	৩৲
" " রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত	৩৲
" " যাদবচন্দ্র হালদার	৩৲
" " হরেকৃষ্ণ আড্ডা	॥০

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

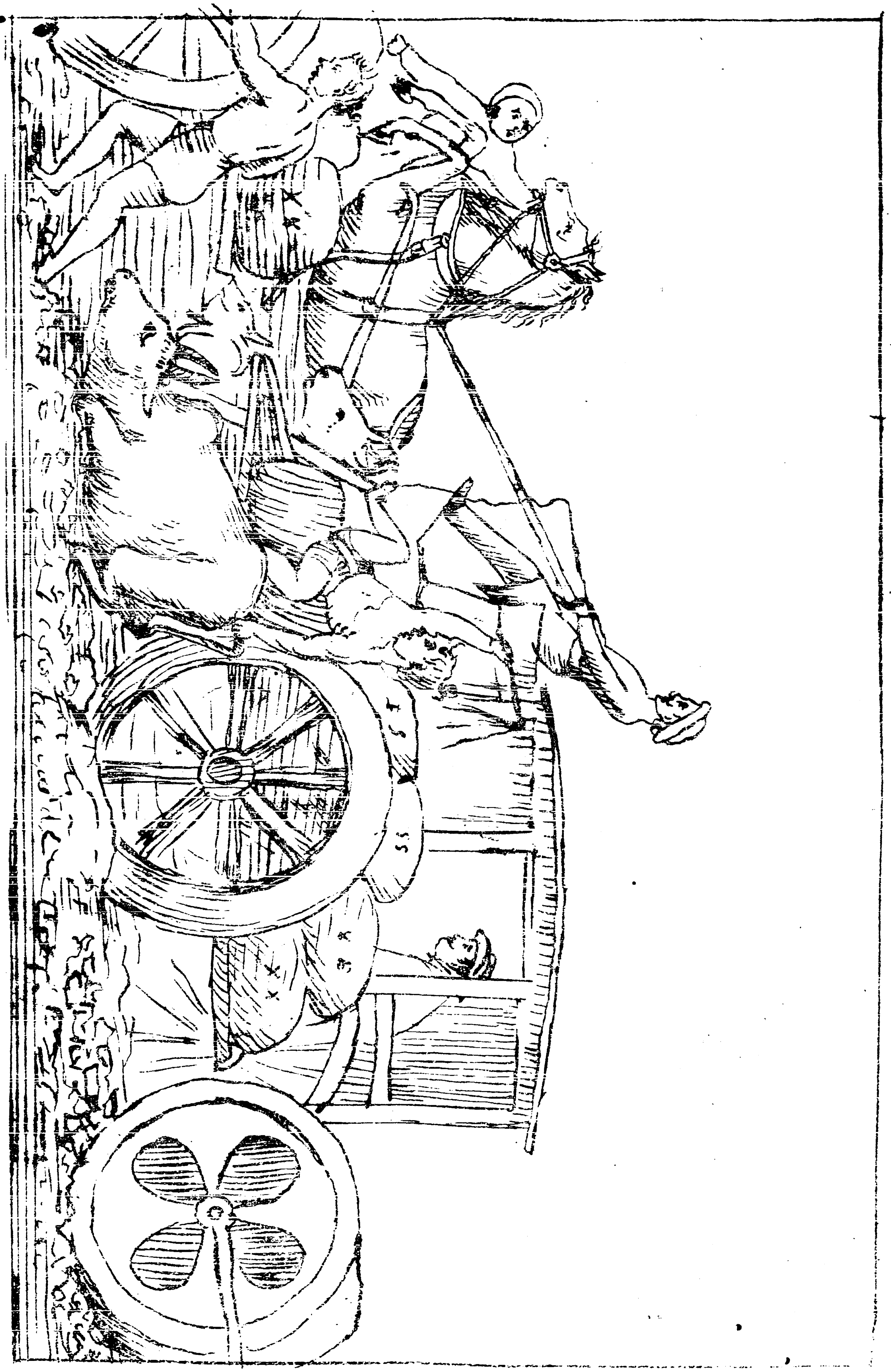

রাস্তার সুখ।
রাস্তায় যাহা ঘটিতেছে তাহা লিখিলাম যাহা
ঘটিবেক তাহা ভাবিলে ভয়ে শুকাইয়া
পড়িবেন।

Registered No 10

"যদি কোপী হোয়ে থাকি কপ দে কিত্তো"

JORASANKO OCT. 2.
LUCKNOW DEC.18
JORASA[NKO] DEC.1

তবে তো মনের সাধ মিটিবে আমার।
হেন দিন আমার কি ঘটিবে আবার॥
পিতলের বালা যার ঘটে না কপালে।
তার কি এমন সাজ ঘটে কোন কালে?
কেন রে এমন অসম্ভব সাধ তার।
গরিব ব্রাহ্মণ ভিক্ষা উপজীব্য যার!
বাই নাচ খেম্‌টা নাচে রাজাদের মত।
মজলিস কোরে বসি লয়ে বন্ধু যত॥
জালা কোরে মদ রাখি বোতলে কি সানে।
মদের দি সদাব্রত সদা সাধ প্রাণে॥
বৈঠকখানাতে বেশ্যা আনিয়ে সুরঙ্গে।
মদের গটরা করি ইয়ারের সঙ্গে॥
হোটেল হইতে খানা আনিয়ে ভবনে।
খাওয়াই প্রাণের বন্ধুগণে সযতনে॥
কি জানে রাঁধিতে যত দেশী রাঁধনীতে।
জানে থোড় কচু ঘেচু কেবল রাঁধিতে॥
অমৃত সমান বীপষ্টিক রলিপুলি।
পোর্ট চপ, সসেজেস, তাকি কভু ভুলি॥
ফৌল কট্‌লেট আর লেগমটন্ রোষ্ট।
দো পেরাজা, কাপজেলি খেলে হয় বোষ্ট॥
ভিল কট্‌লেট হ্যাম টর্কিএন হ্যাম।
পান কি না পান কভু গব্‌নরের ম্যাম॥
এমন সুস্বাদ খাদ্য ত্রিভুবনে নাই।
দেবের দুর্লভ ইহা কি কহিব ভাই॥
অক্‌সং টর্টেল স্থপ সকুলিং পিগ রোষ্ট।
যা দেখিলে সেইক্ষণে চুল্‌কায় মুখ ওষ্ঠ॥
এই সব খানা পেটে পড়িয়াছে যার।
ভাগ্যের কি সীমা আমি দিব হে তাহার॥

যে খেয়েছে সে মজেছে কিবা তার তার।
স্বর্গে থেকে নেচে উঠে চৌদ্দ পুরুষ তার॥
নামে মুখে লাল পড়ে কি বলিব আর।
মণ্ডা মনোহরা এর কাছে কোন্ ছার॥
কি স্বাদে পাঁঠার মুড়ি বাঙ্গালীতে খান।
ভ্যাদ ভ্যাদ করে তাহা থোড়ের সমান॥
এর গুণ বর্ণিতে আমার সাধ্য নয়।
যে বয়সে খায় লোক সে বয়সে রয়॥
বৃষ-মাংস গুণ আমি কত আর কব।
যৎকিঞ্চিৎ জেনেছেন দেব দেব ভব॥
তাই তারে তিল মাত্র না দেন ছাড়িয়ে।
বাহন করিয়ে তায় বেড়ান চড়িয়ে॥
কচু ঘেচু পাইনাক খানা কোথা পাই।
কেন মন হেন সাধ কর তুমি ভাই॥
আর এক সাধ মনে জাগে অবিরত।
বড় বড় লালমুখ সাহেব্ বিবী যত॥
নিমন্ত্রণ করিয়ে আনিব সে সভায়।
পা দিয়ে সিংহের ঘাড়ে দেখিবে দুর্গায়॥
রাজবংশ তারা ঠিক ঠাকুর সমান।
এতে গৃহস্থের কিছু নাহি অপমান॥
এতে তার বহু মান ভেবে দেখ মনে।
এসেছে সাহেব বিবী যাহার ভবনে॥
সবে বলে তাহার কত না ভাগ্যোদয়।
আসে যার ভবনে সাহেব মহোদয়॥
আবার পা দিয়ে সিংহে দেখিলে প্রতিমা।
তাহার ভাগ্যের আর নাহি থাকে সীমা॥
ধন্য ধন্য ধন্য ধন্য তারে সবে বলে।
সাহেব এসেছে গৃহে কত পুণ্যফলে॥

সাহেবেরা এত ভাল বাসেন তাহারে।
সিংহেতে পা দিয়ে দুর্গা দেখেছে এবারে॥
তাই বলি ইংরেজের চরণ ধুইয়ে।
ধন্য হই তাঁহাদের পাদোদক পিয়ে॥
আপনি ব্যজন ধরি করিয়ে যতন।
তাঁদের শ্রীঅঙ্গে আমি করিব ব্যজন॥
জুতা খুলি তাঁদের সমুখে দাঁড়াইব।
ঘণ্টার গরুড় সম হইয়ে রহিব॥
জুতা পরি বেয়াদবী কভু না করিব।
জুতা পরি শেষে আমি জুতা কি খাইব?
সেরি স্যাম্‌পিন ব্র্যাণ্ডি বিয়ার আসবে।
নিজ হস্তে তুলে দিয়ে ধন্য হব ভবে॥
পূর্ব্বমত নানা খাদ্য আনিয়ে অমনি।
খানসামাগিরী তার করিব আপনি॥
নানা মত তোষামোদে তুষিব সবায়।
শেষে লয়ে যাব সবে নাচের সভায়॥
নর্ত্তকীর নাচে সবে মোহিত করিব।
শেষে নানা মত তোষামোদ আরম্ভিব॥
বাঙ্গালীরে নানা মত নিন্দিব তখন।
নারী-নিন্দা আরো আমি করিব কেমন!
বাসন্তিকা প্রেয়সীরে বিবী সাজাইয়ে।
দিব তাঁহাদের ইণ্ট্রোডিউস করিয়ে॥
সেক্‌হ্যাণ্ড করিবে প্রিয়া সাহেবের সনে।
আর নানা বাক্যালাপ করিবে যতনে॥
হাব ভাব রসোল্লাস প্রকাশিয়ে প্রিয়ে।
তাঁহাদের মনঃপ্রাণ লইবে হরিয়ে॥
কে পায় আমারে তবে কি ভাগ্য আমার।
পাথরে পাঁচ্‌কিল মোর কি কহিব আর॥

উপাধি পাইব তবে নিশ্চয় ত্বরায়।
নহিলে কি উপাধি সহজে কেহ পায়?
উপাধিতে মান পেলে যত স্বজাতিরে।
বাঁচুক মরুক তারা তাকাব না ফিরে॥
বরঞ্চ ধরিব ছুপে স্বজাতীয়গণে।
মাথা তুলে উঠিতে না দিব কোন জনে॥
গাইব ইংরেজ-গুণ হয়ে কুতূহলী।
জয় জয় ইংরেজের জয় জয় বলি॥
আসিছেন ভাবি ভূপ ওয়েল্সের পতি।
তাঁর দৃষ্টিপাত হয় যদি মোর প্রতি॥
সে ভাগ্যের সীমা কভু হবে কি আমার।
সে ভাগ্য বর্ণিতে বল সাধ্য আছে কার॥
বরঞ্চ গগন-তারা পারি গণিবারে।
সিন্ধুর বালুকা পারি সংখ্যা করিবারে॥
কিন্তু এ ভাগ্যের কথা বর্ণিতে কি পারি।
এ ভাগ্য বর্ণিতে দেখি সবে মানে হারি॥
পূর্ণ হয় দরিদ্রের বাসনা কোথায়?
মনের বাসনা মনে লয় হয়ে যায়॥
মর্কটে কখন সিন্ধু হতে পারে পার।
বিনা সেই হনুমান বীরেন্দ্র দুর্ব্বার॥
যদি দুর্গা দিন দেন এই অভাগারে।
অনায়াসে এ সকল সিদ্ধ হতে পারে॥
তিনি যদি মুখ তুলে চান একবার।
এ সকল সাধ বল কোন্ তুচ্ছ ছার॥
এইক্ষণে হতে পারি কোন দেশে লাট।
অবশেষে সে দেশেরে পিসে করি লাট॥
লুটে আনি তাহাদের যত রত্নধন।
দুরন্ত দস্যুর ভাব ধরিয়ে সঘন॥

করিব তথায় আমি এমনি উৎপাত।
পেটের্ ভাত গেঁটের্ সোনা হইবে পশ্চাত্॥
পথের ভিখারী করি দিব সে সকলে।
কার সাধ্য বল মোরে এক কথা বলে॥
ঘাড়পাতি মোর আজ্ঞা শিরেতে বহিবে।
ঘরের্ ধন দিয়ে মোর চরণ পূজিবে॥
এ রহস্য কে বুঝিবে কারে আর কই।
"যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই॥"
পাগল হয়েছ কি হে বসন্তক ভাই।
একথা মনের কোণে দিওনাক ঠাঁই।
তাহাদের যদি হে সবল থাকে মন।
অপরে কি করে তারা আত্মসমর্পণ॥
স্বভাবের অনুগামী স্বাধীনতা ধন।
তারা কি হারায় কভু থাকিতে জীবন॥
তবে যদি কাপুরুষ বাঙ্গালীর মত।
হয় তারা বীর্য্যহীন অনৈক্য নিয়ত॥
তবে তুমি তাহাদের সুখে করি জয়।
যা বাসনা তা পার করিতে মহাশয়।
কলিতে বসন্তকের দুর্গোৎসব-পালা।
যে শুনে যে ভক্তি করে সে পুণ্যের ছালা॥
যেবা গায় যে গাওয়ায় এ গান ধরায়।
রাজা; ষ্টার, পদ, লাভ তাহার ত্বরায়॥
নিজ দুর্গোৎসব-পালা বসন্তকে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হোলো সায়॥

গভর্মেণ্ট গেজেট।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত হিজ একসেলেন্সি লাট সাহেব বাহাদুর সিমুলিয়া পর্ব্বত হইতে বঙ্গে গমন করিবেন, তাহার তালিকা—

প্রত্যূষে লাট সাহেব যাত্রা করিবেন (যাত্রা শব্দে পাঠকবর্গ ভুলে 'অপেরা" জ্ঞান করিবেন না, তাহা হইলে রাত্রে হইত, আর লাট সাহেবের অপেরার দল আছে কি না, আমরা জানি না)

প্রভাতে যদি কুজ্‌ঝটিকা অর্থাৎ কোয়াসা থাকে, কিম্বা পর্ব্বত-পথ তুষারাবৃত থাকে, তাহা হইলে তানজান অর্থাৎ বোঁচা পাল্‌কি চোড়ে যাইবেন।

গত বৎসরে বাহকেরা অর্থাৎ বেহারারা তাহাদের দেশী কি সাঁইসঁই গান গাইয়া কান ঝালাপালা করিয়াছিল, তজ্জন্য এবারে নাইট সাহেবের সুবিখ্যাত মাজির গানটি (যাহা লইয়া রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বিবাদ হয়) আর আমাদের সুবিখ্যাত গোস্বামীর কৃত বঙ্গসঙ্গীতের কিয়ৎ গদ (যাহা বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ে শিখান হয়, তাহা) গাইবেক। লাট সাহেব কোন্‌টি ভাল পরীক্ষা করিয়া লইবেন। যেটি ভাল বোধ হইবেক, সেইটি অবিকল সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গ-সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রচার করিতে অনুমতি দিবেন। (কি হয় বলা যায় না।)

উচ্চ হইতে নিম্নস্থলীতে নামিতে

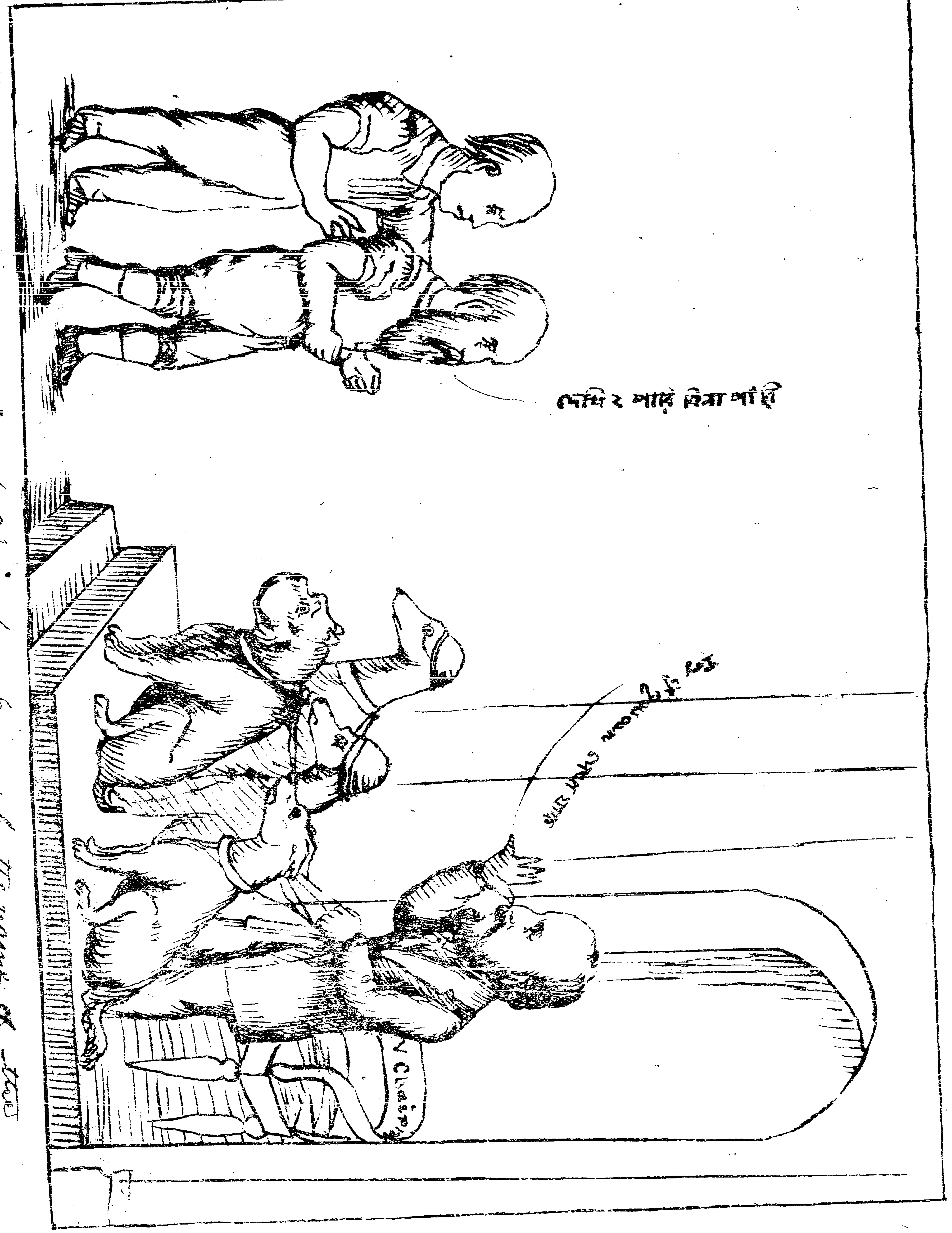

মিউনিসিপালিটির কুসন রক্ষকগণ।

চারি জন বলিষ্ঠ পাহাড়ী রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের ঝোলা অর্থাৎ পিঠ বোচ্কা অতি পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে। গত বৎসর পাহাড়ীদিগের বস্ত্রস্থিত খটমল অর্থাৎ ছারপোকা ও অঙ্গের সৌগন্ধে লাট সাহেবের আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল, সমস্ত দিন উয়াক উয়াক করিতে করিতে যান, ও গাত্র চুলকাইতে চুলকাইতে অর্দ্ধেক নখ ক্ষয় হইয়া যায়। এবারে পাহাড়ীদিগকে উত্তমরূপে উইণ্ডসর সোপ দিয়া গাত্র মার্জ্জন করাইতে হইয়াছে, আর নূতন বস্ত্রাদি সরকারি খরচে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে. লাট সাহেবকে নিম্নস্থলীতে আনিলে তাহা পুনরায় কাড়িয়া লওয়া হইবেক।

পর্ব্বতের নিম্নস্থলীতে অশ্বযান, উষ্ট্র-যান, বৃষযান এবং এক্কা প্রস্তুত থাকি-বেক।

এক্কা রাখিবার কারণ যে এতক্ষণ ঝোলাযান ও তুষারের শীতল বাতে যদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আটকাইয়া থাকে, তাহ' হইলে সমস্ত অস্থিচয় সঞ্চালন করিয়া লইবেন। এক্কা অপেক্ষা অস্থি সমূহ সঞ্চালনের আর কোন উৎকৃষ্ট যন্ত্র নাই।

মহা দ্রুত গমন করিবেন। বুনো জ্বরের ভয়ে।

অম্বালায় পৌঁছিয়া নাসিকায় সূত্র দিয়া হাঁচিবেন। তদ্দারা সকল বুনোজ্বর-সঞ্জটিত বায়ু শরীর হইতে নির্গত হইয়া যাইবে।

কমিশনর সাহেব হাজির থাকিয়া তৎক্ষণাৎ তিনটি বার জীব জীব বলিয়া তুড়ি দিবেন।

এই অবসরে যদি কোনক্রমে লাট সাহেবের গাত্রে পাহাড়ীদের বস্ত্র হইতে খটমল উঠিয়া থাকে, বস্ত্রাদি ছাড়িবেন।

রেলগাড়ী ভোঁ শব্দ করিয়া চলিবে।

আলাহাবাদের সেতুর উপর গিয়া দাঁড়াইবে।

সেই স্থল হইতে লাট সাহেব আলা-হাবাদ গত বন্যাতে ডুবিয়া কিরূপ দৃশ্য হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিবেন। বোরণ এবং সেপার্ড সাহেব এই অবসরে ফটগ্রাফ তুলিয়া লইবেন।

তাহার পর বোম্বাই নগর।

পথিমধ্যে ‍দু একখান আড্রেস।

২১ তোপ।

ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে আহার।

আহারের পর যদি স্ত্রী থাকিত তো, বিহার।

তাহার পর নিদ্রা।

ইহার পর যদি আর কিছু হয় তো, আমরাও লিখিব।

প্রেরিত পত্র।

বিষম সমস্যা।

বৌবাজারের ভূতের দৌরাত্ম্য।

মহাশয়! কিয়ৎ দিবস হইল বৌবাজারের কোন ভদ্র লোকের বাটীর একটি স্ত্রীলোককে ভূতে পাইয়াছে। কেহ বলে পাইয়াছে, কেহ কেহ বলে পায় পায় হইয়াছে, আমরা বাটীর নম্বর কিম্বা লোকের নাম দিলাম না, তাহা হইলে তাঁহার বাটীতে পাছে রথ-দোল দেখিবার মত ভিড় হইয়া পড়ে ভদ্র লোকের বাটীর সাংসারিক কাজকর্ম্মাদি বন্ধ হইয়া যায়। না লেখাতেই রক্ষা নাই, আবার লিখিলে না জানি কি হয়! স্ত্রীলোকটিরও কোন কথা লিখিলাম না, বালিকা কি যুবতী কিম্বা বয়স্কা, কি জানি আপনি, এবং আপনকার পাঠক বর্গ (তাহারাও ত আপনকার মত) পাছে পরিহাস করেন। তবে বুদ্ধি থাকে বুঝে নিতে পারেন। আরো "ভূতে পেয়েছে" না লিখিয়া যে ভূতের উপদ্রব লিখিলাম, তাহার কারণ শ্রবণ করুন।

স্ত্রীলোকটির পূজাতে এক জোড়া মোটা জড়ানে স্বর্ণবলয় নির্ম্মিত হয়। কিয়ৎ দিবস হইল সেই বালা জোড়াটি হস্তে পরিয়া বসিয়া পাঠ শুনিতেছেন; এমত সময় বোধ হইল, যেন কে এক জন তাঁহার হস্ত হইতে স্বর্ণবলয় বলপূর্ব্বক খুলিয়া লইয়া এক জন পুরুষকে ছুড়িয়া মারিল।

দেখ দেখি মহাশয়! একে উপদ্রব বৈ আর লিখিতে পারি, যদি স্ত্রীলোকটির হাতের ঐ মোটা জড়ানে সোনার বালা অন্য কোন স্ত্রীলোককে ছুড়ে মারিত, তাহা হইলে ভূতে পেয়েছে বলিতাম। এ অত্যাচার বৈ আর কি লিখিব।

এক দিবস একটি রূপার বাঁধান হুঁকা বৈঠকে বসিয়া থাকিতে থাকিতে আপনা আপনি দেয়াল বাহিয়া উঠিয়া কড়িতে গিয়া ঝুলিতে লাগিল, একটি ছোট বাঁস দিয়া পাড়িতে যাওয়াতে হুঁকা ভূতলে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। যদি হুঁকাতে একছিলাম তামাক আপনা আপনি আসিত, তাহা হইলে গৃহস্থের রামা চাকরের মাহিনাটা বেঁচে যেত।

এ টেবিলের ঘড়ি লাফিয়ে গিয়ে ও ঘরের ব্রাকিটে উঠিল ও ঘরের ছবি বারাণ্ডায় গিয়া ঝুলিতে লাগিল, ডাল রাঁধিতে দিলে চাল হোয়ে গেল, মাচ রাঁধিতে দিলে অঙ্গার হোয়ে গেল। পাতে লুচি তরকারি দিলে অমনি ভোঁ কোরে উড়ে গেল।

মহাশয়! এক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাসা

করি, ভূত মানেন কি না, এ ব্যাপারটা কি?

এই পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি গালে হস্ত দিয়া ভাবিতেছি, এমত সময় বাসন্তিকা আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "নাথ! তোমাকে আর গালে হাত দিয়া ভাবিতে হবে না; না হয় যে টাকাতে আমার পূজার সাটীখানি কিনিতে, সে টাকা কটি রাজকুমারের চাঁদায় দাও।" আমি মাথা তুলে হাসিলাম, এমত মধুমাখা সুমিষ্ট বাক্যে কাহার না মুখে হাসি আসে? কিন্তু হরিষে বিষাদ জন্মিল, যার জন্যে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিলাম, যদি বলি, তাহা হইলে বাসন্তিকা যদি আবার কাপড় চেয়ে বসে।

বার সতের ভেবে বলিলাম।

"আচ্ছা বাসন্তিকে এই ভূত—"

বাসন্তিকা চমকে উঠিয়া কহিলেন,

'কৈ ভূত!!"

আমি হাসিয়া কহিলাম,

"না গো তা নয়, বলি ভূত মান।"

বাসন্তিকা মাথা চুলকাইয়া কহিলেন,

"আচ্ছা তুমি ভূত মান কি না, আগে বল, তবে আমি বলিব।"

আমি কহিলাম,

বেশ কথা বোলেছ, আমি পুরুষ মানুষ, ভূতের কি ধার ধারি, ভূত মোলেও আমাদের কাছে আসে না। পুরুষ মানুষকে কি কখন ভূতে পেতে শুনেছ।

বাসন্তিকা ক্ষণেক চিন্তার পর হাসিয়া কহিলেন—

"তাওত বটে, পুরুষ মানুষকে ভূতে পেতে শুনিনি! যুবতী সুস্ত্রী মেয়ে মানুষকে পেতেই শুনিছি।

বসন্তক—"তবে ভূতেরা বড় সুরসিক বলিতে হইবেক।

বাসন্তিকা হাসিয়া কহিলেন—

"ভূতেরা নিজে সুরসিক কি অরসিক তা আমিত ঠিক বলিতে পারি না, আমাকে যদি কখন পেত তো বলিতে পারিতাম। তবে কথাটা কি জান, স্ত্রীলোকটা যদি রসিকা হয়, তাহাকেই ভূতে পেয়ে থাকে দেখি। অরসিককে পায় না। আর স্ত্রীলোকের উঠ্‌তি উচক্কা বয়েসে এক রকম খেয়াল হয়, শরীরের তেজে একটা এলোমেলো হোয়ে উঠে, তাকেই ভূতে পাওয়া বলে।" এ মেয়েটাকে ভূতে, এপুরুষটাকে পেত্নীতে পেয়েছে।

বসন্তক।—"পেত্নীতে পাওয়া কাকে বলে। মেয়ে মানুষকে বুঝি আবার পেত্নীতেও পায়, সত্য সতিনী না কি?

বাসন্তিকা কহিলেন—

মেয়ে মানুষকে আবার পেতে যাবে কেন, তোমার মত সুরসিক পেলে পেত্নীরা ঘাড়ে চেপে বসে। পুরুষ মানুষে স্ত্রীর

বস হোয়ে যদি এলো মেলো কাজ করে, তাকেই পেত্নীতে পাওয়া বলে।

আমি বাসন্তিকার প্রতি চাহিয়া কহিলাম—

তাতো বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি, তবে একটা কথা হোচ্চে কি জান, যদি ভূতেরা এত রসিক হয়, আর পেত্নীরা যদি এত রসিকা হয়, তবে তারা ঘরে ঘরে রসিকতা করিলেই আমাদের আপদ চুকে যায়।

বাসন্তিকা বদনে বসন দিয়া কহিলেন,—

ছি ছি ঘরে ঘরে কি হয়, তুমি এমন পণ্ডিত হোয়ে এই কথাটা বল্‌লে!

আমি কহিলাম—

"তবে সে কথা যাক, তবে তোমার মতে ভূতে পাওয়া অর্থে যুবতী স্ত্রীলোকের এলমেল কাজ, আর পেত্নীতে পাওয়া অর্থে পুরুষ মানুষের স্ত্রীলোকের বশতাপন্ন হইয়া এলমেল কাজ। তবে তুমি ভূত মান না।"

বাসন্তিকা গণ্ডে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন—

"শুন্‌লে কথা, ভূত মানিনি, এত দিনের ভূত, বুঝি তুলে দিতে চাও, এমন কাজ কোর না, যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এক আদটি খোকাটোকা হয়, তবে দুধ খাওয়াবে কি কোরে বল দেখি? অমন কথা আর মুখে এন না, সকল ছেলেরমা তোমার বিপক্ষ হোয়ে যাবে।

বাসন্তিকা চলিয়া গেলেন।

জন্ম-সংবাদ।

কলিকাতা ক্রমাগত তিন বৎসর প্রসব বেদনার পর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

কেহ বলে এটি মেয়ে ছেলে।
কেহ বলে এটি বেটা ছেলে।
কেহ বলে এটি গর্ভপাত।

যাঁরা বলেন বেটা ছেলে, তাঁরা এর নামটি ইণ্ডিয়ান লিগ রেখেছেন।

শ্রীশম্ভু মুখকে পুরোহিত নিয়োগ করা হয়েছে। নামকরণের সময় পালজী বলিলেন, আমি হাঁড়ী দেব না; ওটা গর্ভপাত! সেনজা বলিলেন, আমি নাড়ী দেখিব না, ওটা মেয়ে,

মেয়ে ছেলে মাটীর ডেলা।
টপ্ কোরে নে জলে ফেলা॥

বৃথা পরিশ্রম কেন? "মোরে গেছে মোরে গেছে" বোলে ফেলে পালালেন। যাবার সময় যে দুজন ইংরাজ ডাক্তার দেখ্‌তে এসেছিলেন, তাঁদেরও "মরা মেয়ে মরা মেয়ে" বোলে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, এমত সময় ছেলেটা "রেটপেয়ার্স মিটিং" বোলে গলা ছেড়ে চেঁচাতে লাগিল।

তারা হাজার হোক ইংরেজ, গোঁড়

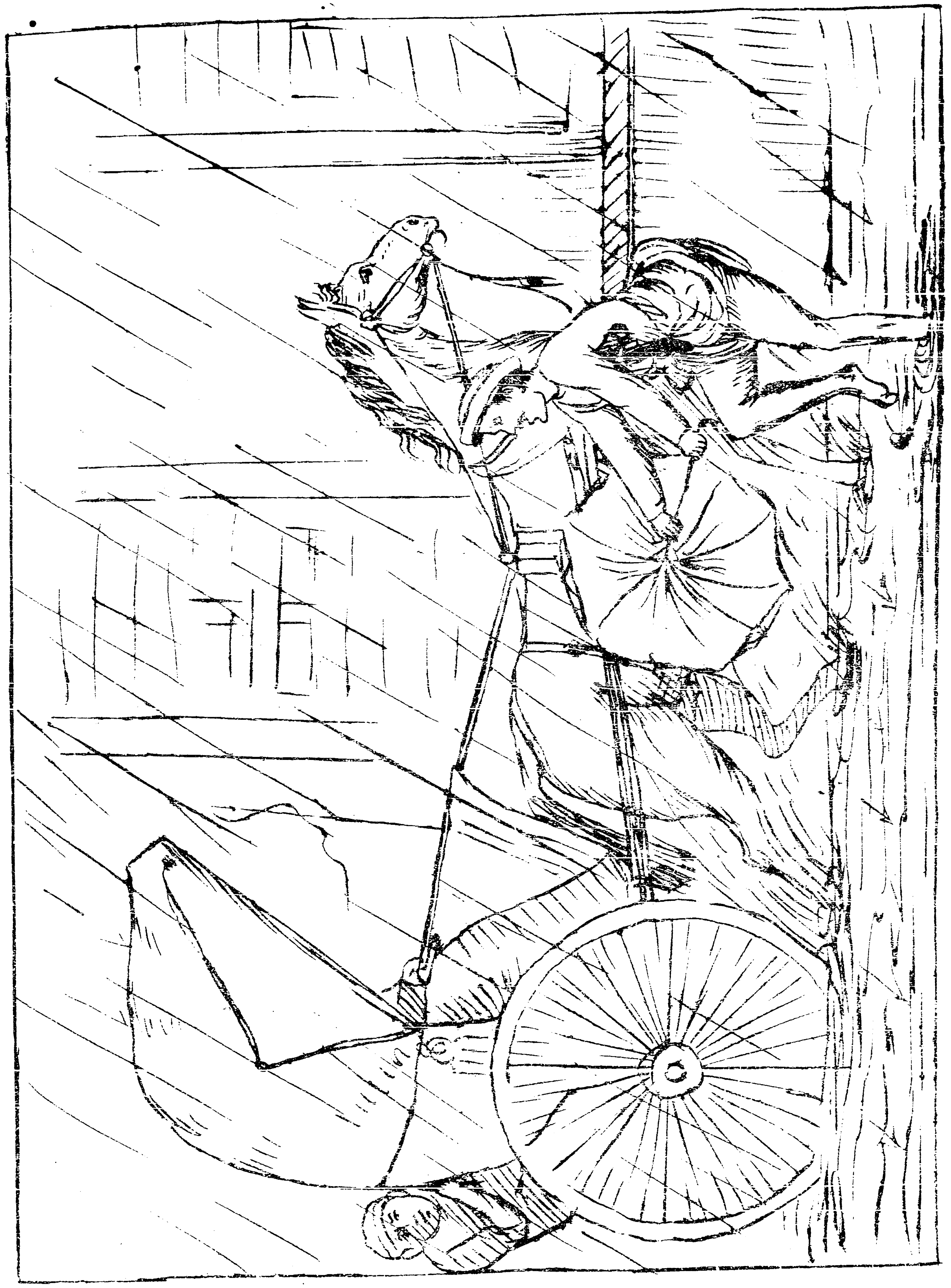

চেনে; গলা শুনেই বোল্লে, সজীব ছেলে। ফিরে এসে কত পিঠচাপড়ে গেল। বোল্‌তে কি, ছেলেটা যে যণ্ডা হোয়েছে! সে দিন পালজী চুপি চুপি কাছে গিছ্‌লেন, ছেলেটা পা ছুড়্‌তে ছুড়্‌তে নাকে লেগে গেল! অমনি ঝর ঝর কোরে রক্তপাত। রক্ত কি থামে! সুবিজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল ভাগ্যিস ছিলেন, তাই এক রকম কোরে পটি টটি দিয়ে রক্ত থামালেন। ছেলেটা কি যণ্ডা! মাগো মা!!!

কৈলাস।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে ইংরাজ-শিক্ষিত সিপাহীরা দিল্লীর রাজসিংহাসন পুনঃস্থাপন করিবার আশয়ে রাজ-বিদ্রোহী হইয়া পশ্চিম প্রদেশে মহা বন্যার ন্যায় অদ্য মিরাট, কল্য কানপুর, পরশ্ব দিল্লী অযোধ্যা প্রভৃতি দেশ প্লাবিত করিল। ইংরাজদিগের স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা ক্রোড়স্থ শিশুর অবধি প্রাণ লইয়া টানাটানি উপস্থিত হইল। তৎসহ ইংরাজ-কর্ম্মচারী বাঙ্গালীদিগের (ইংরাজদিগের মন্ত্রী বলিয়া) প্রাণ বাঁচান ভার হইল। সেই বৎসরের শারদীয় পূজার পঞ্চমীর রাত্রি নয় ঘটিকার সময় কলিকাতাস্থ নির্নাম পল্লীর একটি বাটীতে একটি পরমা সুন্দরী ষোড়শী যুবতী একটি রুদ্ধদ্বারে কর্ণার্পণ করিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতেছিলেন!

কি শ্রবণ করিতেছিলেন?

দুই বৎসর গত হইল, পূজার সময় তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট নূতন যে পাছাপেড়ে ঢাকাই উঠিয়াছিল তাহা চাহিয়াছিলেন। স্বামী সবে ইস্কুল-আউট হইয়াছেন, টাকা কোথায় পাই-বেন, ক্রয় করিয়া দিতে অক্ষম হইলেন, লজ্জা খাইয়া পিতাকেও বলিতে পারি-লেন না। স্ত্রী পরমা সুন্দরী, সবে যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিতেছেন, স্বয়ং তেমন সুন্দর নন, চক্ষের জলে, নাকের জলে পূজা অতিবাহিত হইল। তাহাতে ক্ষান্ত হইলে বাঁচিতেন, সেই সবে কলির ভোর হইল। শেষে এক দিবস রাত্রে "দূর হ দূর হ, এমত স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা ভাল" পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া বাটীর কাহাকে না কহিয়া পশ্চিমে প্রস্থান করিলেন।

বাটীতে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল, কোথা গেছে কোন স্থির নাই। পাঁচ মাস পরে একখানি পত্র আসিল, যে অযোধ্যাতে তাঁহার একটি কর্ম্ম হয়, বেতন পঞ্চাশ টাকা। সেইকার্য্যে ক্রমশঃ দেড় শত টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর নাম একবার উল্লে-খও নাই, আর বাটী আসিবার নামও নাই। আপাততঃ সিপাহীদের রাজ-

বিদ্রোহের সংবাদ, বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের ছাড়িতেছে না। অদ্য কি সংবাদ, ও পাড়ার রামেশ্বরের ও তাহার স্ত্রীর নাক কান কেটে দেছে। সকালে মহেশকে মেরে ফেলেছে সংবাদ শুনিয়া প্রাণ উড়ে গেল।

অদ্য তাহার শ্বশুর অযোধ্যার রাজবিদ্রোহীর কথা তাহার শাশুড়ীকে বলিতেছিলেন। পুত্রবধূ তাহাই একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে চক্ষে জল আসিল, ক্রমে ধারা বাহিয়া পতিত হইতে লাগিল, অঞ্চল দিয়া সম্বরণ করিতে গেলেন, ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শীঘ্র সরিয়া গেলেন। "কেও কেও" বলিয়া গৃহ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া শাশুড়ী উকি মারিয়া দেখিয়া কহিলেন, "কে ও বৌ মা।"

পুনশ্চ কবাট ভেজাইয়া দিলেন।

বৌ মা বদনে বসন চাপিয়া শব্দ রুদ্ধ করিয়া স্বীয় শয়ন-গৃহে গিয়া একেবারে শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া আহার করিতে বসিলেন! সম্মুখে আহারাদি সাজান রহিয়াছে, থালার দ্রব্য থালায় রহিল, চক্ষের জলে থালা ভাসিয়া গেল, আহার বদনে উঠিল না, টোপ ডাকা দিয়া বিছানায় গিয়া শুইলেন।

একাগ্র চিত্তে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে নিদ্রা আকর্ষণ হইল।

কৈলাসে দেবাদিদেব ব্যোমকেশ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন, সন্ধ্যার আফিঙ্গের মৌতাতটি করিয়া তাকিয়া ঠেশান দিয়া ঢুলিতেছেন। আর এক একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখস্থ অমৃতের গেলাসটি তুলিয়া তুই একটি সিপ লইতেছেন, আর ভৃঙ্গীর প্রতি এক আদ বার চাহিয়া চক্ষু টিপিয়া মৃদু মন্দ হাসিতেছেন।

ভৃঙ্গী গোঁসায়ের মৃদু মন্দ হাস্যে উৎসাহিত হইয়া নিম্বের সিদ্ধি ঘোটন-যষ্টি দৃঢ় দ্বিহস্তে সাপটিয়া মহাবলে ঘোঁ ঘোঁ শব্দে ঘোরাইতেছেন।

পার্ব্বতী পার্শ্বে বসিয়া মৃদু মন্দ হাসিতেছেন, আর পিত্রালয়ে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। জয়া সম্মুখে বসিয়া বস্ত্রাদির পুটুলি বন্ধন করিতেছে। বিজয়া বস্ত্রাদি আনিতেছে, স্বয়ং কাপড় চোপড় দেখিয়া শুনিয়া পাট করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ভৃঙ্গী ও বিজয়াকে তাহার অবর্ত্তমানে ঘরকন্না চালাইবার কথা বুঝাইয়া দিতেছেন।

এমন সময়ে মহাদেবের আসন টলিল।

মহাদেব চমকিয়া কষ্টেস্বষ্টে নয়ন উন্মীলন করিয়া কহিলেন "অ্যাঁ কি!"

ভগবতী চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, কি গা।"

শিবের নয়ন পুনর্ব্বার মুদিত হইল,

পুনশ্চ ঝিমকিনি খাইতে লাগিলেন।

ভগবতী স্বীয় কাপড় গোছাইতে লাগিলেন।

মহাদেব "আবার এ কি" বলিয়া পুনশ্চ চমকিয়া উঠিলেন।

ভগবতী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আঃ সেই অবধি এ কি এ কি করিতেছ, ব্যাপারটা কি বল না?"

মহাদেব কষ্টেস্বষ্টে চক্ষুত্রয় উন্মীলিত করিয়া কহিলেন "হুঁ" দ্বিতীয় হুঁতে চক্ষুঃ পুনশ্চ মুদিত হইয়া গেল।

জয়া হাসিয়া কহিল।

"অধিক করিয়া, সিদ্ধি মিশাইয়া,
ধুতুরা খাইতে হবে।
যাবত বিবাহ, না হয় নির্ব্বাহ,
উপবাস তবে সবে॥"

পার্ব্বতী হাসিয়া পুনশ্চ কাপড় গুছাইতে লাগিলেন।

মহাদেবের আসন পুনর্ব্বার টলিল, মহা টলিল, বিকট টলিল।

এইবার মহাদেবের হোঁস হইল, ঝেড়ে ফুড়ে উঠে বোসে ভৃঙ্গীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "ওহে দেখ্‌ছ কি, ভূমিকম্প হোচ্ছে!"

ভৃঙ্গী হাসিয়া কহিল "আজ্ঞা কৈলাসে ভূমিকম্প! বোধ হয় তা নহে, সিদ্ধিটাতে অধিক ধুতুরা পোড়ে থাকিবেক।"

জয়া হাসিয়া কহিল "যেমন গুরু তেমনি চেলা, সিদ্ধি যে এখন বাটচো, উদ্দেশে বুঝি নেশা হোলো।

ভৃঙ্গী কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল "তবে বোধ হয় সুধার ডোসটা কিছু অধিক হইয়া থাকিবেক।

মহাদেব কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "তা হোতে পারে, আজকের সুধাটা আচ্ছা কড়া, বোধ হয় একসা নম্বর ফাষ্ট চুঁয়াইয়াছ।

আবার আসন টলিল।

মহাদেব চমকিয়া কহিলেন "আরে না হে, এ নিঃসন্দেহ ভূমিকম্প।

পার্ব্বতী হাসিয়া কহিলেন "না গো না, এমনতর তো রোজ হয়, ওটা তোমরা ওভর ডোস বোলে থাক।

মহাদেব হাসিয়া কহিলেন, "আমার আবার ওভর ডোস কি! আমি কালকূট এক টানে খেয়েছি। এ আমার ওভর ডোস নাই, এ নিঃসন্দেহ বাসুকি ওভর ডোস নিয়ে থাকিবেন, কাঁচা কি না, সহিবে কেন?"

পার্ব্বতী হাসিয়া কহিলেন "কৈলাসে কি ভূমিকম্প হয়!"

মহাদেব কহিলেন "আরে না গো না, তুমি জান না, বাসুকি এখন লুকিয়ে আরম্ভ কোরেছেন, তা না হোলে সে দিন কাশীতে ভূমিকম্প হয়? কাশী থেকে কৈলাস কত দূর!"

আবার টলিল, বিষম দলিল, মহাদেবের মস্তক অবধি টলিল, আবার টোপর টলমল কোরে জয়ার পৃষ্ঠদেশে গিয়া পড়িল।

জয়া আঁউ মাউ কোরে লাফিয়ে উঠিল।

টোপরটি উন্টাইয়া দুর্গার বসনের উপর পড়িল।

মহাদেব বিল্বদল-ভক্ত, সর্ব্বদাই মস্তকে বিল্বদল থাকে, বিল্বদলের চন্দন দুর্গার বস্ত্রের উপরে ছটকাইয়া পড়িল, ভগবতী বিরক্ত হইয়া কহিলেন "দেখ্‌লে দেখ্‌লে, এমন না খেলেই নয়, একটুও সামাই নাই। আমার সব কাপড় নষ্ট কোরে দিলে, এখন কি নিয়ে বাপের বাড়ী যাই বল দেখি।"

ভৃঙ্গী ছুটিয়া গিয়া প্রভুকে ধরিল।

মহাদেব চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন "হুঁ তাইতো একি হোলো, এমনতর ভো অনেক দিন হয় নাই।"

মহাদেব মস্তক চুল্কাইতে লাগিলেন। মস্তকে জটাভার সহজে চুল্কান ভার, বলপূর্ব্বক অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিলেন।

গঙ্গা এতক্ষণ জটায় বদ্ধ ছিলেন গড় গড় করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পথ পাইয়া সন্‌সন্ করিয়া ফিচ্‌কারীর মত জয়ার গাত্রে ও দুর্গার বস্ত্রে ও ভৃঙ্গীর চক্ষে পড়িতে লাগিলেন।

ফিক্ করিয়া হাস্তের ঘটা কে দেখে! সতিনীকে দেখিয়া চণ্ডী চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধরিলেন। শিবের তখন চক্ষুঃ রগড়ান হইতেছে, তদ্দৃষ্টে ভৃঙ্গীর মনে ভয় উপস্থিত হইল, প্রভু অপ্রতিভ হন ভাবিয়া জটা বান্ধিয়া দিতে গেল। চক্ষে জল পড়াতে ভাল দেখিতে পায় নাই, তাড়াতাড়িতে বরং সমুদয় জটা খুলিয়া ফেলিল, সুকর্ম্ম করিতে অকর্ম্ম হইয়া উঠিল।

গঙ্গা এতক্ষণ শিবের মস্তকে হাপ বয়েল হইতেছিলেন, পথ পাইয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া মহাবেগে ঝর ঝর শব্দে নির্গত হইতে লাগিলেন। শরীরে কৈলাসের শীতল বাতাস লাগিয়া হেসে, নেচে কুদে বেড়াইতে লাগিলেন। শিবের গেলাস ভাসাইয়া লইলেন। ভগবতীর কাপড়ের পুটলির নিকট যাওয়াতে জয়া তুলে লইয়া ছুটে পলায়ন করিল, ফিরে ভৃঙ্গীর সিদ্ধিবাটী ও ঘোটন-যষ্টি তুলিয়া লইলেন।

এতদ্দৃষ্টে ভৃঙ্গী তাড়াতাড়ি সিদ্ধির বাটী ধরিয়া বৃথা অপচয় ভাবিয়া চুমুক দিলেন।

সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে।

ভৃঙ্গীর বুদ্ধি বেড়ে তালগাছ সমান হইল।

সাঁতার দিয়া গিয়া শিবের টোপর ধরিয়া শিবের মস্তকে চাপিয়া বসাইয়া দিল। নিম্বের ঘোটন-কাটি তুলিয়া দুই

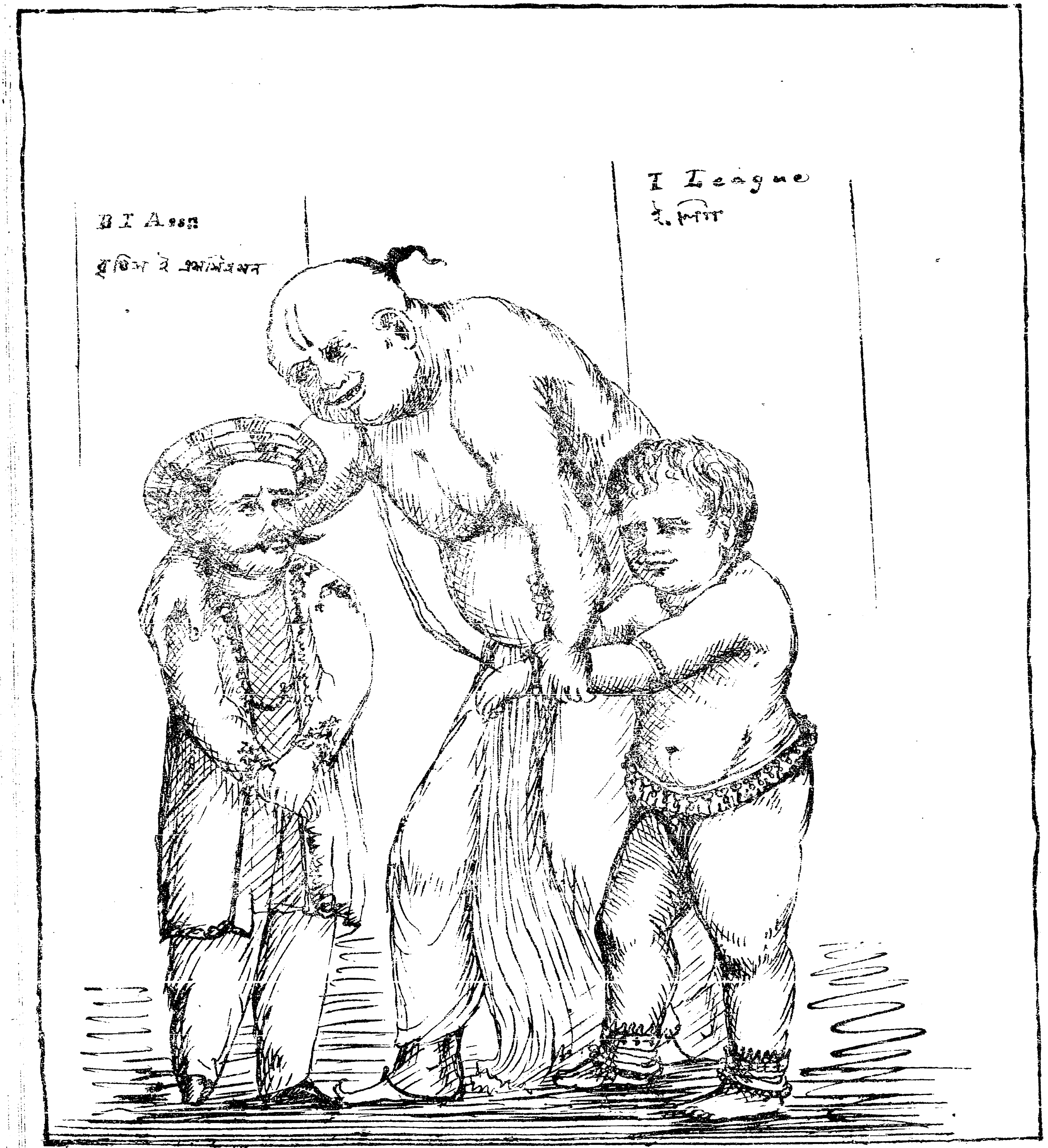

Dont make a Big Fool of yourself. now like a good Boy. go and kiss your "Little Brother"

ছি ছি ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কি ঝকড়া করিতে হয় ?

ঘা মারিয়া টোপর মেক্‌মারা করিয়া মস্তকে বসাইয়া দিল, জল-পড়া বন্ধ হইল।

ভৃঙ্গীর হাসি কে দেখে!

ওদিকে গণেশ নাচদুয়ারে বসিয়া তম্বুরার স্থর মিলাইয়া পাখোয়াজটি বাঁধিয়া সবে তানা নানা তায়রে নায়রে লুম করিয়া তানটি ধরিয়াছেন, এমত সময় হুড় হুড় করিয়া আসিয়া গঙ্গা তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

গণেশ "কর কি, কর কি" বলিয়া এককালে পাখোয়াজটি আর তানপূরা বগলে লইয়া ভাসিয়া চলিলেন।

কার্ত্তিক ময়ূরের আস্তাবলের উপর বসিয়া নিজের সাজগোজ ও লপেটা যুতা ঝাড়িয়া লইতেছিলেন, এত জল-কোল্লোল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ওরে কে আছিস দ্বার রুদ্ধ কর। জলের চোঙ্গ ফেটেছে, লেস্‌লি সাহেবকে ডাক, পথ ঘাট সব ডুবে গেল। গঙ্গা বাঁধিতে আর কেহ পারে না।

এ দিকে মহাদেবের অঙ্গে এই শীতল জল পড়াতে শরীর কিঞ্চিৎ শীতল হইল। গাত্র মুছিয়া কহিলেন—

ভৃঙ্গী এতক্ষণ ঠাওর হয় নাই, বোধ হোচ্ছে কোন ভক্তবৎসল আমাকে ডাকিতেছে, পদ্মাকে ডেকে বল, এক বার খড়িপেতে দেখুক। আর যদি সিদ্ধি ঘোটন হোয়ে থাকে নিয়ে এস।

সিদ্ধির কথা শুনে ভৃঙ্গীর মাথায় যত উকুন ছিল, একেবারে ইলিবিলি করিয়া কামড়াইতে লাগিল, দুহাত দিয়া মাতা চুলকাইতে বসিল।

এমন সময় পদ্মা খড়ি হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহাদেব পদ্মাকে দেখিয়া কহিলেন, পদ্মে! একবার খড়ি পাতিয়া দেখ দেখিন, কোন্ ভক্ত আমাকে স্মরণ করিতেছে।

ভৃঙ্গী অবসর পাইল, "বাঁচলুম" বলিয়া পাশ কাটাইল।

পদ্মা খড়ি পাতিয়া দেখাইল।

মহাদেব তাহা দর্শন করিয়া কহিলেন "বটে, তবে আমি চলিলাম!"

মহাদেব আদিভূত হইলেন।

যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, এক জন যুবক তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। শীহরীয়া উঠিয়া বসিলেন।

যুবক দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন "কেমন এমন ভাতার থাকা ভাল, না, না থাকা ভাল।"

যুবতী একবার দৃঢ় কটাক্ষ করিয়া বাহু প্রসারিয়া আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে মস্তক লুকাইলেন।

যুবক যুবতীর মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিলেন "কৈ কিছু উত্তর দিলে না যে?

যুবতীর চক্ষু দিয়া দর্ দর্ করিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল, মৃদুস্বরে কহিলেন, অধীনীর দুর্ব্বুদ্ধির কথা কি এখন মনে কোরে রেখেছেন, ভোলেন নি।

যুবক কহিলেন, যদি তোমাকে ভুলিতাম, তবে তোমার কথাও ভুলিতাম। এখন সে কথা থাক, পাছাপেড়ে গুলবাহার ঢাকাই সাটী নেবে কি না বল।"

যুবতী উত্তর করিলেন "এ জন্মে না। আমার পর্‌বার সাধ মিটেছে, আমি দিব্য করেছি, কখন পরিব না।"

যুবক হাসিয়া কহিলেন "তবে যে পোরে রয়েছ।

যুবতী চমকিয়া স্বীয় বসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, গুলবাহার পাছাপেড়ে ঢাকাই সাটী পরিয়া বসিয়া আছেন, ত্রস্ত হইয়া সেই বসন ত্যাগ করিতে গেলেন।

যুবক ত্বরায় ধরিয়া কহিলেন "সে কি প্রিয়ে! আমি এত কষ্টে কাপড় দিলাম, পরিবে না।"

যুবতী স্বামীর পদদ্বয় ধয়িয়া সকাতরে কহিল, "নাথ! তুমি বলতো আমি পোরে থাকি, কিন্তু যতক্ষণ আমাকে পরাইয়া রাখিবে, ততক্ষণ আমি তোমার পা ছাড়িব না।"

যুবক যুবতীকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া সপ্রেমে হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তবে ছেড়ে আঁল্লায় বেঁধে রাখ, প্রত্যহ শোবার সময় একবার দেখে শুয়ো।"

ইত্যদ্ভুত চণ্ডীর ঢাকাই পাছাপেড়ে সাটীকাণ্ড সমাপ্ত।

—*—

পাতকুড়ানে সংবাদ।

ম্যানচেষ্টর মেম্বর অফ কমার্স হইতে ষ্টেট-সেক্রেটরী আফিসে একখানি অভিযোগ-পত্র প্রেরিত হইয়াছে, যে ভারতবর্ষীয় নূতন এক আইনের ধারা মতে শতকরা পাঁচ টাকা মাশুল, অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, ম্যানচেষ্টরও অসন্তুষ্ট হইয়াছে, একেই বলে "যার জন্য চুরী করি সেই বলে চোর।"

——

পূর্ণচন্দ্রোদয়ে লেখেন যে "স্যাটার্ডে রিভিউ" আমাদিগের সুপ্রসিদ্ধ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি এই মুখেই ভারতবর্ষের তলগড় পর্য্যন্ত অবগত আছেন বলিয়া ভাণ করেন ইত্যাদি।"

ইংরাজেরা যে সর্ব্বদাই লেখেন, নখীন্দরের বাপ দশরথ, হনুমানের মা যশোদা, তাহার আশ্চর্য্য কি! দেখুন, পূর্ণচন্দ্রোদয় এদেশীয় হইয়াও লিখিতেছেন, যথা "বরদা যুবরাজ বাহাদুর বৈকালে" গৈকবাড়ের "(আমরা ভেবেছিলাম গোপাল ভাঁড়ের) সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।" এর নামই "চালনী বলেন সূচ ভায়া তোর শেষে কেন ছ্যাঁদা।"

——

এক জন ব্রাহ্মণ একত্রে বসিয়া গল্প করিতেছিল, তন্মধ্যে এক জন পূজারি ব্রাহ্মণ কহিলেন যে, দেখ ভাই, এবারে পূজার দরুন্ লাভটা বিলক্ষণ হইয়াছে, প্রতিবারে চারিটি বৈ পূজা হয় না, এবারে পাঁচটি পূজা হইয়াছে, পাঁচ সুট করিয়া সমস্ত দ্রব্যই পাইয়াছি।

তন্মধ্যে এক জন কহিল "সে কি ভাই, পাঁচ সুট কি তর! চারি দিন হোলেই কি বোয়ে গেল, সপ্তমী অষ্টমী মহা অষ্টমী আর নবমী বৈত আর পূজা নাই। তোমার বাবু নাকি চারি দিনে পাঁচটা পূজা কোরেছিল। পূজা কোল্লেই বুঝি হয়, পূজার বুঝি নিয়ম নাই।

পূজারি ব্রাহ্মণ তাহার যজমানকে নিন্দা করত কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া উত্তর করিলেন, "কেন চারি দিনে বুঝি চারিটি পূজা হবে না, আর মহা অষ্টমী পূজা কোত্তে হবে না, তা হোলেই তো পাঁচটা পূজা হোলো। ব্রাহ্মণ কহিলেন "পূজা, বুঝি দিনের পূজা না তিথির পূজা।"

পূজারি ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, তা হোলে হবে কি "আত্মবৎ" তো পূজা দিতে হবে, তা না হোলে যে, দেবী এক দিন শুকাইয়া থাকিবেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন "আর একটি" পূজার আবশ্যক কি, সুদ্ধ ভোগ দিলেই তো হয়।

পূজারি ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "এতক্ষণে বুঝেছি, ভায়ার বুঝি চারটি বৈ পটে নাই, ভায়ার যজমান বুঝি নমঃ বিষ্ণু বোলে সেরেছে। দাদা পূজায় টাকা লাগে, বড়মানুষ যজমান চাই।

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "ওহে বড়মানুষ গরিবের কথা হচ্ছে না, পূজাটা করিবে, তার তো একটা বিধান চাই, তার তো একটা শাস্ত্র চাই। পূজারি ব্রাহ্মণ "ঈস! দাদা আমার একেবারে বেদান্তবাগীশ হোয়ে বোসেছেন, সমস্ত শাস্ত্রই নাকি দাদার মুখাগ্রে, তাই শাস্ত্রের বিধান চাই। চাল কলা পাই ঘণ্টা বাজাই শাস্ত্রের ধার কি ধারি।"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া উত্তর করিল্লু "সে কি দাদা! তবে পূজাটি কি কোরে সমাধা কোল্লে, সপ্তমী, অষ্টমী, মহাঅষ্টমী আর সাড়ে অষ্টমী কোরে নাকি সাল্লে।

পূজারি ব্রাহ্মণ হাসিয়া উত্তর করিল, "ভাই তার কথা কোস কেন, এবারে আমি কুড়িখানা কালীপূজা একলা কোরেছি।

ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হ য়া কহিল "সে কি, একখানা কালীপূজা করিতেই সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়, কুড়িখানা পূজা কোরেছ? বোধ হয়, তবে আর লোক ছিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "কেহই না ভাই! শৰ্ম্মাই একাই এক শ. সব একলা কোরেছি ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিল" একি হোভে পারে এটা বাস্তব গল্প।

পূজারি ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, সত্য সত্য আমি দিব্য করিতে পারি, ব্রাহ্মণ করযোড়ে নমস্কার করিয়া কহিল। দাদা তোমাকে নমস্কার, তুমি সর্ব্বনেশে লোক। আমরা নয় তোমরা নও, সাক্ষাৎ দেবতাকে ফাঁকি, আবার দেবতা বোলে দেবতা, স্বয়ং কালী, কাঁচা খান, আস্ত গ্রাস করেন। যে দিন ঠেক্‌বে সেই দিন টের পাবে।"

পূজারি ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া কহিল "দাদা এতক্ষণ জ্ঞানীর মত কথা কহিতেছিলে, একেবারে বোকার মত একটা কথা কোয়ে বোসিলে।"

ব্রাহ্মণ কহিল "এর আবার বোকামী কি, দেবতার সঙ্গে চালাকী? একদিন টের পাবে। পূজারি ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া কহিল, দেবতাটা পেলে কোথা! কালী মাটীর প্রতিমা, যখন কুমরবাড়ীতে থাকে তখন কি? তা হোলেত কুমররা যে কাদা কালী ঝুলি মাথায়, তত দিনে তাদের উড়কুড় উঠে যেত, ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "সে কি!"

পূজারি ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া কহিল, "এইটা আর বুঝ না, ঠিক সেইরূপই ছিল, কুমারবাড়ীতে যেমন মাটীর প্রতিমা ছিল আমি কেবল চাল কলাটা হাত কোরেছিলাম। একটিরও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি নাই।

মূল্য প্রাপ্তি।

গত বৎসরের।

শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার ঘোষাল ..	৩
" " নেপালচন্দ্র মিত্র	৩
" " ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র	৩
" কুমার যতীন্দ্রনাথ দেব	৩
" " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩
" " মন্মথনাথ দেব	৩
" " বিনোদবিহারী সাহা ..	৩
" " নবীনকৃষ্ণ বসু	৩
" " হরিবংশ মুখোপাধ্যায়	৩
" " পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩
" " গুরুচরণ সরকার	২
" " ব্রহ্মপ্রসাদ সিংহ	১
" " গিরীশচন্দ্র কর	১
" " হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	১
" " প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
" " জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী	১
" " কামাখ্যানাথ মিত্র	১
" " ব্রজমোহন বশাথ	১
" " জগৎদুলাল চৌধুরী	॥০
" " কালিদাস চন্দ্র	॥০
" " মহেন্দ্রচন্দ্র রায়	১

১২৮১ সালের।

" " গুরুপ্রসন্ন ঘোষ	৩
" " নবীনচন্দ্র বড়াল	৩

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

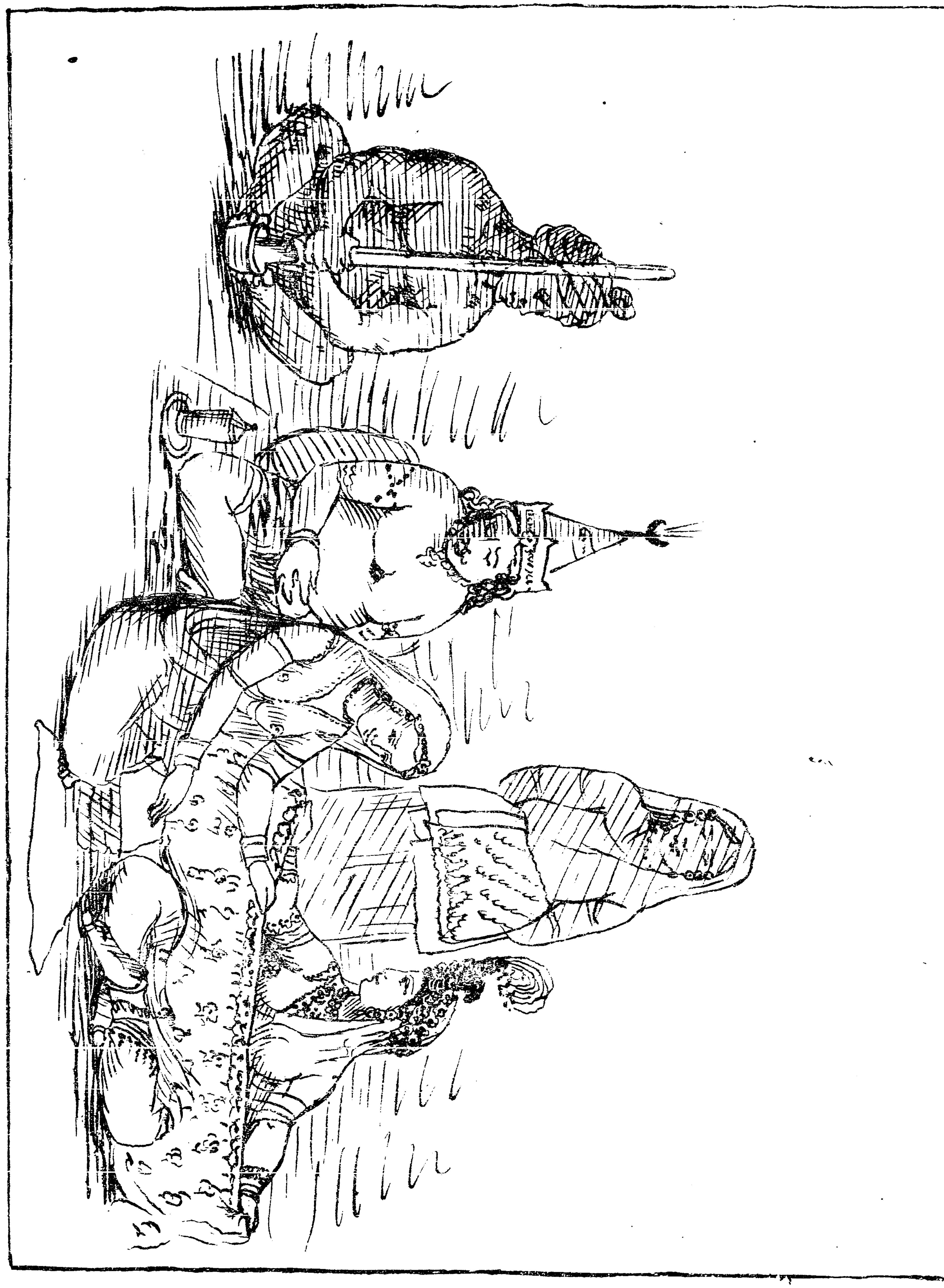

Registered No 10

JORASANKO
JAN. 2

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং ॥

২য় পর্ব্ব। ষষ্ঠ সংখ্যা।

ডাকমাস্থল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩, টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

যুবরাজের সংবাদ।

বোম্বাই নগর.—বিশেষ সংবাদদাতা।

প্রায় সমস্ত ভদ্র লোকেরি একটি না একটি ঘড়ি আছে, সকলেই ঘড়ি চালান। কিন্তু মজার কথা এই যে, দুইটি ঘড়ি সমান চলে না, কিন্তু সকলেই স্ব স্ব ঘড়িটি ঠিক চলে সিদ্ধান্ত করেন, এবং তাহা দেখিয়াই সময় নির্ণয় করেন। ইহা বলিয়া সকল লোককেই নির্ব্বোধ বলা যায় না, সকল লোককেই বিজ্ঞও বলা যায় না। এটি স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক পত্রসম্পাদকেরা তাঁহাদের বিশেষ সংবাদদাতা যে সংবাদ পাঠাইবেন তাহাই শিরোধার্য্য, আর সমস্ত সংবাদ মিথ্যা বোধ করেন। আমরাও আমাদের সংবাদদাতা যাহা পাঠাইয়াছেন তাহাই পত্রস্থ করিব, আর আর পত্রসম্পাদকেরা যাহা লেখেন, যদি আমাদের সঙ্গে না মিলে তো সর্ব্বৈই মিথ্যা।

বোম্বাই, সোমবার, সন্ধ্যা ৮ই নবেম্বর।

রবিবারের সন্ধ্যার সময় সকলেই স্থির করিলেন যে, কল্য মধ্যাহ্ন সময়ে কিম্বা বৈকালে শিরাপিস যুবরাজকে বহন করিয়া উপস্থিত হইবেক। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতেছেন। অতি প্রত্যুষে গুড়ুম গুড়ুম করিয়া ক্রমান্বয়ে তোপ হইতে লাগিল; প্রথমে যাঁহারা বেলা অবধি ঘুমান, প্রত্যূষসূচক তোপ

মনে করিয়া পুনর্ব্বার পাশ ফিরিয়া শুইতে উপক্রম করিতেছেন,দেখেন তোপ আর থামে না। যাঁহারা প্রত্যূষে উঠেন, তাঁহারা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা কেহ কেহ পোষাক পরিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, কেহ কেহ পোষাক পরিবার উপক্রম করিতেছেন, কাহারও স্নানাদি ক্রিয়া সমাধা হয় নাই, কাহারও পেটে চা পড়ে নাই,তাড়াতাড়ি সাজিয়া বাহির হইলেন, কেহ গিয়া স্বীয় বাটীর মট্‌কায় উঠিলেন, (বম্বায়ে আমাদের মত ছাদ নাই) কেহ বা গাছে উঠিলেন, কেহ বা ঝোপে উঠিলেন, যে যেখানে পারিলেন উঠিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন। তোপ আর থামে না। রণপোত সকল একে একে একুশ তোপ ছাড়িতেছে, শীঘ্র শেষ হইবার সম্ভব কি? হাঁ কলাবাপএন্টে রাজকেতু প্রাতঃসমীরণে হেলিতেছে ছুলিতেছে, কিন্তু উড়িতেছে না। সে অতি বৃহৎ পতাকা প্রাতঃসমীরণের সাধ্য কি, যে উড়ায়।

যুবরাজ আসিয়াছেন, মহাধ্বনি উঠিল। শঙ্খ বাজিল, ঘণ্টা বাজিল, ঢাক, ঢোল, কাড়া, দমামা, দগড়া, নহবত, যা কিছু বম্বায়ে ছিল, বাজিয়া উঠিল। এমত কি, অনেক পদবীধারী ভদ্রলোকের বাটীর সিন্ধুকের খোলের ভিতরের টাকা বাজিয়া উঠিল; বস্তানী আবদ্ধ হাজারি বুলবুল খাঁচার ভিতরে বাজিয়া উঠিল।

যিনি ঘর নিকাইতে ছিলেন, তিনি গোবর ফেলিয়া ছুটিলেন। মুসলমানেরা প্রত্যূষে বদনা হাতে করিয়া খোদার নাম লইতেছিলেন, খোদার নাম কোথায় রহিল, অমনি বদনা ফেলিয়া ছুটিলেন। পার্সিরা প্রত্যূষে সমুদ্রের নিকট দাঁড়াইয়া সূর্য্যের স্তব করিতেছিলেন, ধর্ম্মপুস্তক জলে ফেলিয়া ছুটিলেন। বিলাসিনী বিবিরা সাধের চিগনন (বিলাতীয় জটাজুট) পরিতে অবসর পাইলেন না, ফেলিয়া চলিলেন। মাতা ছেলেকে, ছেলে মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, মাতাল বোতলকে, বাবু নিজ রক্ষিত বেশ্যাকে, গুলিখোর হুঁককে, হেটো তার বোঝাকে, মেটো তার ফলকে ফেলে চলিল, চলিল কোথায়!

আমি যদি পাদরি হইতাম, তাহা হইলে বলিতাম—কিন্তু আমি সংবাদদাতা, আমি বলি, ডাক্ইয়ার্ড—যে স্থলে যুবরাজ প্রথমে ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিবেন।

কেহ এক্কা, কেহ দোক্কা, কেহ বগী, কেহ চেরেট, কেহ পাল্কি, কেহ ঘোড়া, কেহ হাতী, কেহ উট, কেহ গরু, কেহ গাধা, কেহ ঝাঁকামুটে বাহনে ছুটে আসিয়া পড়িলেন।

সকলে মিলিয়া সুর আঁচিয়া লইতেছেন।

সর সালারজঙ্গ সঙ্গে করমর্দ্দন করাতে রাজারা তাকাইতেছেন।

তাড়াতাড়ী নাটিন ও চুসী তুলে ধাসাতে শিশু গৌকুমার চুপ করিয়া বসিয়া চুষিতে লাগিলেন। সুবিজ্ঞ পোলি সাহেব তদর্শনে হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলি বদনে বসাইয়া দিলেন। গৌকুমার বসিয়া বসিয়া চুষিতে লাগিলেন।

উদয়পুরের মহারাণা গৌকুমারকে তাহার অগ্রে আসন দেওয়াতে কেদারায় বসিতে অস্বীকার করিলেন। রেসিডেন্ট সাহেব অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই বসাইতে পারিলেন না।

অশ্বের হ্রেষা রব, উষ্ট্রের কড়কড়ি, গাড়ীর ঘড়ঘড়ি ও মনুষ্যের কোলাহলে বাত্যা-ব্যথিত সমুদ্র-হিল্লোল সদৃশ জ্ঞান হইতে লাগিল। স্রোতের আদি অন্ত নাই, হিন্দু, মুসলমান, আরব, পারস, ইহুদী, ইংরাজ চতুর্দ্দিক হইতে একস্থলে মিলিত হইতে মহাজন-মূর্ণি বোধ হইতে লাগিল।

সাত ঘটিকার অগ্রে অস্‌বোরণ ধূম-পোত শিরাপিসের সঙ্গত্যাগ করিয়া বম্বাই আসিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নঙ্গর ফেলিয়াছে। দূরে শিরাপিস জাহাজকে দেখা যাইতেছে। ৯ ঘটিকার কিছু অগ্রে শিরাপিস হেলিতে দুলিতে, সমুদ্রের জল ঠেলিতে ঠেলিতে—ধূম উদ্গার করিতে করিতে বম্বায়ের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বম্বায়ের সমুদ্র-তীর রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যে ১৩ খানি অর্ণব-রণপোত, ৬ খানি টরেট রণপোত আছে, সেই সকল দুই শ্রেণী হইয়া মধ্যস্থলে একটি পথ রাখিয়া নঙ্গর করিয়াছিল। রাজপোত দর্শনে অর্ণব-সৈন্যেরা মাস্তুলে হাত ধরাধরি করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া "হুরে হুরে" ইত্যাকার মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল, প্রতি পোত হইতে নমস্কার সূচক ২১ তোপ হইতে লাগিল, আপন বন্দরে যে দুর্গ ছিল, তাহা হইতেও তোপ হইতে লাগিল। তোপ ও জয়ধ্বনিতে বাসুকি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিলেন। ৯ ঘটিকার সময় শিরাপিস অসবোরণের পার্শ্বে ও তাহার সঙ্গী রণবাহক পোত ইউফ্রেটিসের নিকট আসিয়া ধ্বজি গাড়িল, নমো বিষ্ণু, নঙ্গর ফেলিল।

যুবরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের পোসাকে (ফিল্ড মার্সাল) সম্মুখে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন।

যে প্রকার পক্ক কাঁঠালের একটি কোষ পাইলে মক্ষিকা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসে, সেই প্রকার ছোট ছোট নৌকা, পিনাস, ভাউলে, গাধাবোট, ঘোড়াবোট আসিয়া ঝাঁক বাঁধিল।

এমত সময় সংবাদ আইল যে, যুবরাজ প্রত্যুষে বম্বাই পদার্পণ করিবেন না, যে প্রকার অগ্রে স্থির হইয়াছে তাহাই বাহাল থাকিবেক। সকলেই ফিরিল, অনেকের সে পর্য্যন্ত পেটে এক ফোঁটা জল পড়ে নাই, কাবাসজীর ১০ ঘটিকা অবধি না খাইয়া মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, এড্রেস হাতে করিয়া ভাবিতেছিলেন, যে, কি প্রকারে পড়িবেন, এখনি জিহ্বা তালুতে আট্‌কাইয়া যাইবেক। ছুটে বাটীতে গেলেন, দেখেন যে, ভাত নমো বিষ্ণু, পোলাও হয় নাই। ১৲ টাকার বাজারে মেঠাই খাইয়া পুনর্ব্বার হাঁপাতে হাঁপাতে উপস্থিত হইলেন।

বম্বায়ের নিত্য কাজ বন্ধ হইল,

দোকান পাট বন্ধ হইল, স্কুল অবধি বন্ধ হইল, ছোট ছোট ছেলেরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাড়ী গেল, যুবরাজকে কত ধন্যবাদ দিতে দিতে পথে চলিল; এমন-তর যুবরাজ যদি রোজ রোজ আসে তবে বড় আনন্দের বিষয়।

অপরাহ্নে ২ ঘটিকার সময় পুনরায় ডাকইয়ার্ডের নিকট লোক সমবেত হইতে লাগিল। ৩ ঘটিকার সময় বড় লাট সাহেব, ছোট লাট সাহেব, দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেন। সরকারী ভাউলে চড়িয়া রাজদর্শনে গেলেন। তাহার অর্দ্ধ ঘটিকা পরে সার ফিলিপ উড্ হাউস তাঁহার পারিষদবৃন্দ লইয়া রাজদর্শনে গেলেন। ক মিনিট বাদে ফিরিয়া আসিয়া যুবরাজের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজায় রাজায় ধূল পরিমাণ।
দশবিশ রাজা কাঠায় যান॥
প্রতিনিধি নিজামের আর কোলাপুর।
মারোয়ার গৌকুমার কচ্ছ মহীস্থর॥
উদয়পুর রাণাশ্রেষ্ঠ আর কুরুন্দার।
সিন্ধুর আমীর আদি আর কাটিবার॥
ভবনগর আদি রাজা নাম লিখ্‌ব কত।
উত্তরের ছোট বড় রাজা আছে যত॥

চারি ঘটিকার সময় লাট সাহেবের সহিত যুবরাজ বম্বাই পদার্পণ করিলেন।

অর্ণবপোত হইতে ২১ তোপ।

দুর্গ হইতে ২১ তোপ।

ভারতবর্ষে যেখানে যত দুর্গ ছিল সে সকল হইতে ২১ তোপ। (তাহা হইলে সর্ব্ব সমেত কত তোপ হইল, এই প্রশ্নটি বি, এ, পরীক্ষার জন্য তুলিয়া রাখা উচিত।)

মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মাধ্যক্ষ এক লম্বা অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন।

যুবরাজ উঠিয়া দেখিলেন, সম্মুখে গৌকুমার। গৌকুমার শিশু, যুবরাজ আদর করিয়া গাল টিপিলেন।

দেখেন অঙ্গুলিতে সাদা গুড়া।

তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে পকেট-বুক (পুস্তক) ও পেন্সিল বাহির করিয়া নোট করিলেন যে, গৌকুমার অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও সভ্য, গালে ভায়লেট পাউডর মাখে।

সার বার্টেল ফ্রায়ার পৃষ্ঠদেশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলেন, হাসিয়া কহিলেন, "উঁ হুঁ, চন্দনের গুঁড়া।"

যুবরাজ পাতাটি ছিঁড়িয়া কহিলেন "ড্যাম ইট; তোমরা এমন তর করিলে রাজবধূকে আমি কি শুনাইব।"

ফ্রায়ার সাহেব হাসিয়া অল্প পিছাইয়া কহিলেন, "তবে পাতাটা ছিড়িলেন কেন? রাখিলেই হইত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকলেই সমান বিজ্ঞ।"

যুবরাজ মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখেন যে, এক জন কটমট করিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়া-

জয় ২ যুব রাজ চিরজীব হও।
ব্রজ বলে সসাগরা ধরা ভার লও॥
এ বৃদ্ধা কিংকরী পদে এই ভিক্ষা চায়।
কটাক্ষেতে কৃপা কণা কিছু যেন পায়॥

To commemorate the Visit of Bombay, H. R. H. Prince of Wales made Mr Souter of "Baroda" a Knight.
"Long live Sir Souter of Baroda and may he live long to enjoy his honors with his friends,
"At Home"

সর সাউটর অব বরদা

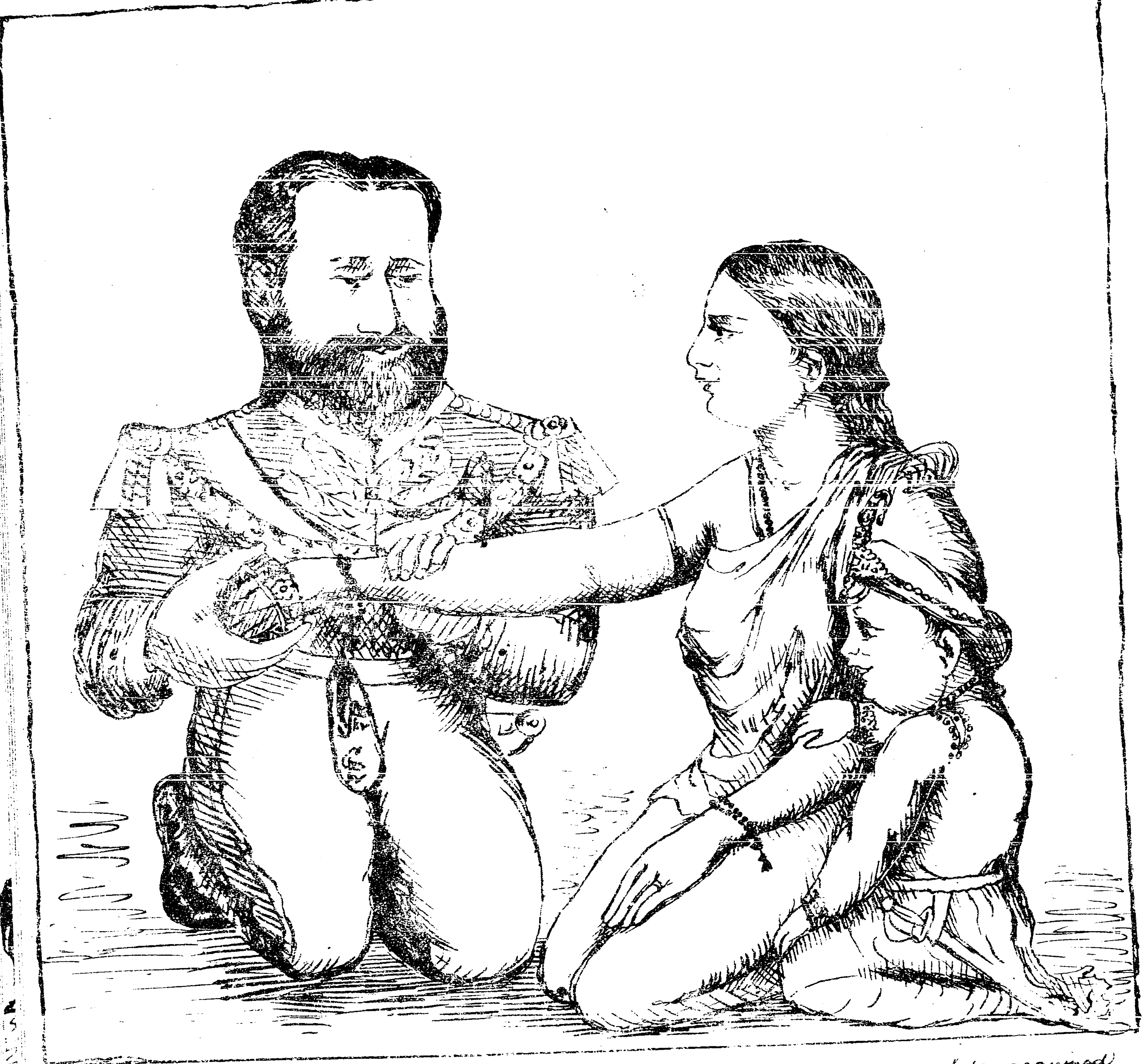

Yamuna Bai being a widow to mark the interest taken in and the knowledge acquired of the manners and customs of the country, by the Ruling Power, was presented with a pair of Golden BRACELETS!!!!!!!!!

শ্রীমতী মহারাণী যমুনা বাই বিধবা তাঁহাকে এক যোড়া হীরক-মণ্ডিত বলয় প্রদান করা হয়।
রাজ্ঞী নিজামের ষ্টার অব ইণ্ডিয়া মনে ভাবিয়া সুড় সুড় করিয়া পরিয়া লইলেন।

ছেন। শীঘ্র পকেট-বুক পকেটে পূরিয়া ফ্য়ার সাহেবের গা টিপিলেন।

ফ্য়ার সাহেব হাসিয়া উত্তর করিলেন, "উঁ হুঁ, তা নয়, কিছু ভয় নাই।"

যুবরাজ "তা নয় তো—দেখো!"

ফ্য়ার কহিলেন, "উদয়পুরের মহারাণা।"

যুবরাজ ত্বরায় পকেট-বুক বাহির করিয়া লিখিলেন—"উদয়পুরের মহা রাণাদের চক্ষু অতি বৃহৎ ও কটমোটে, দেখিলে ভয় হয়, ঠিক যেন রোঘো ডাকাত। এমত লোকদের এত নিকটে থাকিতে দিবার তাৎপর্য্য কি? নর্থব্রুককে জিজ্ঞাসা করিব, অতি অন্যায়।"

এমন সময় নিজামের প্রতিনিধি সার সালার জংকে লাট সাহেব (ইন্ট্রডিউস) পরিচিত করিয়া দিলেন।

যুবরাজ অগ্রসর হইয়া করমর্দ্দন করিলেন। দুএকটি মিষ্টালাপ করিয়া ফিরিয়া চাহিলেন।

পুনর্ব্বার নোট-বুক বাহির করিয়া লিখিলেন, "নর্থব্রুককে জিজ্ঞাসার আবশ্যক নাই, এপ্রদেশের সমস্ত রাজারি চক্ষু কটমোটে।"

নোট-বুক পকেটে পূরিতে যাইতেছেন, এমত সময় একদল মহিলা তাঁহার সমক্ষে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে দৃষ্টিগোচর হইল, দেখিয়া মনে বড় আনন্দের উদয় হইল, গদ্গদ্ ভাবে লিখিলেন, হিন্দু মহিলাচয় অতীব সুন্দরী, বেশ বিন্যাস অতি মনোহারী। আমি জানিতাম যে, হিন্দুমহিলাচয় সর্ব্বসমক্ষে বাহির হয় না, তাহা মিথ্যা কথা, ১৫। ১৬ বৎসরের মহিলা অবধি আমার সমক্ষে বাহির হইয়াছিল।

ফ্য়ার সাহেব পিছন হইতে দেখিতেছিলেন, হাসিয়া কহিলেন, আবার ভুল, এরা হিন্দু নহে, এরা পার্সী-মহিলা।"

যুবরাজ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, আঃ! কি উৎপাত! আমি যেমন শাদা নোট-বুক এনেছি, তেমতি শাদা নিয়ে ঘরে ফিরে যাব নাকি, রাজবধূকে আমিই বা কি শুনাইব, তিনি বা কি মনে করিবেন। রাগভরে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। সকল গাড়ী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিল। শেষ গাড়ীটি আর চলে না।

ডাক্তার ফেরার ফেরার করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

ডাক্তার ফেরারের আর দেখা নাই।

এই সমারোহে একটি ঘোটক একটি সহিসের পা মাড়াইয়াছিল, ফেরার সাহেব এই সংবাদ পাইয়া ছুটোছুটি সেই সহিসটিকে ধরিয়া তাহার পদ (এম্পুটেট) কাটিয়া ফেলিতে লওয়াইতেছিলেন। ফেরার সাহেব পরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি (এম্পুটেট) কাটিতে বিলক্ষণ

তৎপর, ও আসক্ত, কিন্তু নিজের একটি অঙ্গুলি-স্ফোটক (আঙ্গুল-হাঁড়া) কাটাইতে সাত জন ডাক্তারে হাতে পায়ে দড়ি বান্ধিয়া ধরিতে হইয়াছিল। তিনি ফাঁকতালে একটি আস্ত পরের পা কাটিতে সুযোগ পাইয়া আর ছাড়িতে পারিলেন না।

গাড়ী চলিয়া গেল, তাহার পর আমরা শ্রুত হইলাম যে, ফেরার সাহেব অতি কষ্টে রাত্রি নয় ঘটিবার সময় পদব্রজে রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পদ এম্পুটেট করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কি না, আমরা স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু এক জন লোকের পা দুখানা হইয়াছিল আমরা শুনিয়াছি।

কার্ত্তিক পূজা।

কর্ত্তা ও গৃহিণী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় তাঁহার বালিকা পৌত্রী দ্রুতবেগে গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার পিতামহের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। পিতামহ সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বক্ষে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি দিদী কি মনে কোরে?"

পৌত্রী সৌৎসুক্যাস্যে কহিল—

"দাদা মশাই! আমি কার্ত্তিক পূজা কোর্ব্বো।"

দাদা মহাশয় হাসিয়া পৌত্রীর গাল টিপিয়া কহিলেন,—

"কেন, কার্ত্তিক পূজা করিতে সাধ গেল কেন? এর পরে যদি আবশ্যক হয় তো কোরো।"

গৃহিণী কহিলেন,—

"যা বালাই যাঃ, কার্ত্তিক পূজোর সাধ আর কোত্তে হবে না।"

পৌত্রী কহিল,—

"বাঃ! দিদী পূজো কোর্ব্বে, আর আমি বুঝি কোর্ব্বো না!"

দাদা মহাশয় কহিলেন,—

তোমার দিদীর ছেলে হয় নাই, তাই ছেলে হবার জন্য পূজা কোর্ব্বে!

পৌত্রী আগ্রহের সহিত কহিল,—

"আমারও তো ছেলে হয় নাই, আমিও তবে কোর্ব্বো।"

দাদা মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—

"দূর পাগ্‌লী, তোর খরচা দেয় কে, তোর বর কোথায়।"

পৌত্রীর মুখখানি কাঁদ কাঁদ হইল, নাকীসুরে কহিল, "তবে আমার বিয়ে দেওনি কেন?"

দাদা—"রোস, আগে একটি বর খুঁজি, তবেত বিয়ে দেব।"

পৌত্রী—"বাঃ! তা হবে কেন, রোজ সকাল বেলা যে আমার বর হও, আজ কার্ত্তিক পূজো কত্তে দিতে হবে বোলে বুঝি বর খুঁজতে যেতে হবে। না,

আমাকে একটি কার্ত্তিক এনে দিতেই হবে।"

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন,—

এইবার. বড় যে বর হোতে যাও।

(পৌত্রীর প্রতি) বেস বোলেছিস, ছাড়িসনে, নিদেন খরচাটা নিস।

দাদা—হাসিয়া কহিলেন,—

খরচা দেবার ভয় কি, তোমার মতন কোনে পেলে আমি, অমন সাতটার খরচা দিতে পারি, তবে কথাটা কি জান; এত কার্ত্তিক কোথায় পাব, কার্ত্তিক একটি বৈত নাই। তাতে একটু প্রবীণ হয়েছে, ক জনের মন রাখ্‌বে।"

পৌত্রী—বাঃ! কার্ত্তিক বুঝি একটি, আর জোড়া কার্ত্তিক কি?"

দাদা—"তাহোলেও তো বোন হয় না, একটি তোমার দিদী পূজো করিবেন. আর একটি কার্ত্তিক যদিও একটু বুড়ো সুড়ো, তোমার ঠাকুরুণদিদী এক চেটে কোরে রেখেছেন।

পৌত্রী—"তা হোকগে, বুড়ো সুড়ো, আমি তবুও পূজো কোর্ব্বো।"

দাদা—"তবে তোমার ঠাকুরুণদিদীকে জিজ্ঞাসা কর, কিন্তু বাবু কড়াই ভাজা খেতে দিও না, আর যদি আট ভাজা দাও তা হোলে, তার আগে একটা হামানদিস্তা দিও।

ইতি শ্রীস্কন্ধপুরাণে ধেড়ে কার্ত্তিকেয় পূজা-পদ্ধতি-দ্রব্যাদিনাম প্রথমোহধ্যায়ঃ।

পুনা দেবীর খেদোক্তি!

কোন্ দোষে দোষী বল যুবরাজ,
হয়েছে আমার সন্তানগণ।
কেন কেন তুমি দেখিলে না আজ
তাদের বিরস ম্লান বদন॥
তুমি ভারতীর পতি অনুকূল,
পুনা কি ভারতী দাড়া হে প্রভু!
তবে কেন তারে হলে প্রতিকূল,
বুঝিতে না পারি এভাব কভু॥
কেবল ইংরেজ স্বজাতি স্বজন,
করিলে তাদেরি সহ আলাপ।
চিরদুখিনীর সন্তানে রাজন্,
ত্যজিলে, বল কি তাদের পাপ॥
দেখিতে আসিয়ে আমার সদনে,
বল কি দেখিলে হে মহাশয়।
ইংরেজে কি কভু দেখনি নয়নে,
বলনা ইহাতে কি ফলোদয়॥
এলে কি করিতে গেলে কি করিয়ে,
বুঝাও আমারে ইহার ভাব।
বহু দুঃখে কাল রয়েছি হরিয়ে,
দেখিলে না এ কি তব প্রভাব॥
যারা স্বার্থপর তাদেরি বচনে,
বশীভূত হলে ভারতীস্বামী।
ধিক্ ধিক্ মোরে ধিক্ সুতগণে,
অধিক কি আর বলিব আমি॥

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

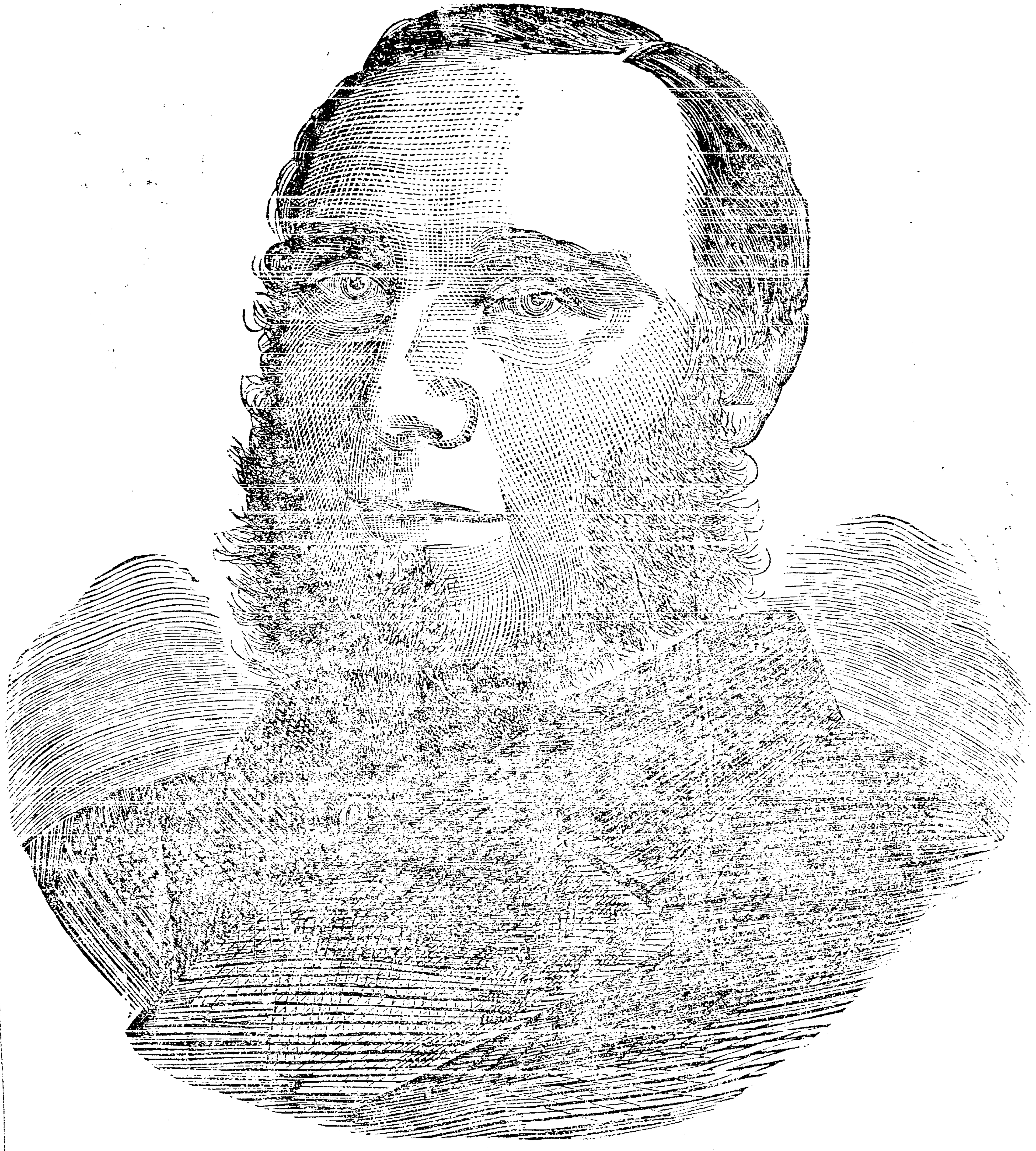

শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড নর্থব্রুক।

ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরেল্।

Registered No. 10

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। সপ্তম সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩্ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৹ আনা।	এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।	অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

যুবরাজের সংবাদ।

বম্বাই।

বিশেষ সংবাদদাতা, ১২ ই নবেম্বর।

এলিফাণ্টার পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ খোদিত মন্দিরে বড় এক ভোজ হয়, যুবরাজ এক পেট খাইয়া অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। ইহাতে বম্বাইর লোকেরা বড় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে, আমাদের মত লোকেরা একপেট খাইতে পাইলেই তৃপ্তিলাভ করে, রাজারাজড়াদেরও যদি তাহাই হয়, তবে আর আমাদের সহিত ইতর বিশেষ কি রহিল। এলিফাণ্টার মন্দির দেখিয়া যুবরাজ তাক হইয়া পড়িয়াছেন, বিশেষতঃ একটা তিন-মুখা নাম জানিনে যেটা প্রথমেই খোদা আছে,কেহ বলে ব্রহ্মা, কেহ বলে বিষ্ণু, কেহ বলে শিব। আবার বড় বড় বিলাতী পৌরাণিকেরা বলেন ত্রিমূর্ত্তি, ফাদার, সন, আর হোলি ঘোষ্ট। বাঙ্গলা করিয়া বলিতে গেলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। মূর্ত্তির ভাব অতিশুদ্ধ, হাসিতেছে, মুখের বাহারই বা কি, পার্শ্বে দু একটি উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। কেহ বলে ঐ উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া হাসিতেছে, কেহ বলে যে, হিন্দুর দেবালয়ে ইংরেজী খানা (গো-মাংস, কুক্কুট-মাংস) দেখিয়া হাসিতেছে।

বর্ণনা করিতে গেলে পাঠ বাড়িয়া যায়, তাই একটি চিত্র পাঠাইলাম, পাঠকবৃন্দকে দেখাইবেন।

পুনা।

অভিনন্দন পত্রের সারাংশ।

আমরা বড় গরিব, দেশে লোকও অধিক নাই, পূর্ব্বকালে অনেক লোক ধনবান ছিল। এক্ষণে থাকিবার মধ্যে "নিরেটত্ব" টুকু পোড়ে আছে। এই বিষয়ে যুবরাজের নোটবুকে এই লেখা আছে "পুনাতে যে লোক নাই তাহা সত্য, কারণ, আমি যখন আসি একটিও দেশী লোক দেখিতে পাই নাই, কেবল টুপিওয়ালা, বোধ হয়, পুনার লোকেরা অত্যন্ত সভ্য হইয়া থাকিবে, টুপিওয়ালা (দূর কর ফ্যার আবার উঁকি মেরে দেখ্‌তেছে)।

যুবরাজ শিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার নোটবুকে দেখিলাম, এই লেখা রহিয়াছে।"

"এখানকার বন্দুক আশ্চর্য্য, আমি একটি গুলি দাগি, আর অমনি সাতটি হইয়া লাগে, বাটী প্রত্যাগমন করিয়া খুড়া মহাশয়কে (ডিউক অফ কেম্ব্রিজ) বলিতে হইবে যে, তিনি কেন এই বন্দুক আমাদের সৈন্য-হস্তে দেন না।"

ফ্যার আর ফেরার সাহেবদের জ্বালায় আর বাঁচা গেল না, এরা আমার স্কুলমাষ্টার হোয়ে বোসেছে। গৌরী-নির্ঝর দেখা হোল না, মহারাষ্ট্রীয় দেখা হোল না, বলে যে ওলাউঠা হোচ্ছে। আপদ্ আর কি! উলাওঠা যেন আমার জন্য হাঁ কোরে বোসে আছে। এবার যদি আসি তো এদের কোন্ শা—সঙ্গে কোরে আন্‌বে।"

বরদা।

"ধূলা আর কাঁকর ধূলা আর কাঁকর। শিরাপিসে এসে বাঁচিলাম, এত কড়াক্কড় আগে জানিলে কে আসিত। আর বর-দায় বা কে যেত "নাপাজ্জিমানে নাজ্জা-মাই ভাতার।"

সিংহল দীপ।

যুবরাজের নোটবুক।

"সিংহলবাসীরা অতি পরিপাটী বেশ বিন্যাস করে, এই দেশে হনূমান রাক্ষসদিগকে মারিয়া ঘর করে, কিন্তু আমি এটা মানি না, কারণ এখানে তত রম্ভা অর্থাৎ কলাগাছ নাই; অতিশয় নারিকেল গাছ। স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ নানান রঙ্গে রঞ্জিত, বিশেষতঃ ডুরেরি প্রাচুর্ভাব। স্ত্রীলোকগুলি বড় মন্দ নয়, ইহারা বিদেশীয় দেখিলে ঘোমটা টানে না, এমত কি, এদের ঘোমটা নাই। এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচিলাম, এতক্ষণে এদেশীয় লোকের মুখ দেখিলাম। স্ত্রী-লোকের মুখশ্রী অত্যন্ত সুন্দর, আর চোকচোকী হইলে অত্যন্ত সুমিষ্ট মুচকে হাসে। রসেলকে বলিব যে, যেন একটি উৎকৃষ্ট বর্ণনার কবিতা লেখে। ফ্যারকে

রাজ ভক্তি.

Proofs of Loyalty,

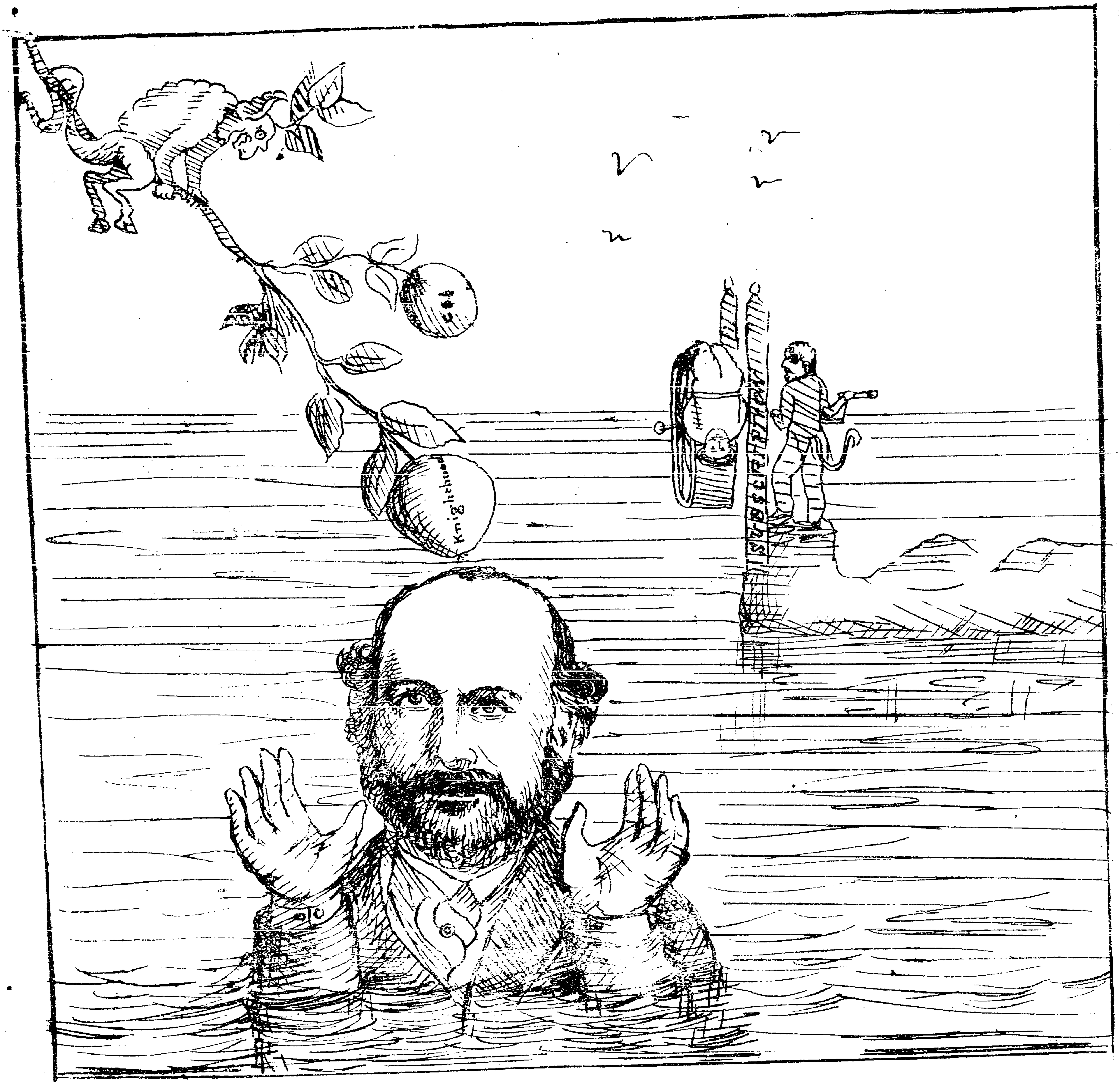

"TANTALUS."

Poor fellow, how we wish he will get it.

আশা মরিচিকা—

যেন দেখায় না। সদর্লণ্ড বড় বোকা, এখন কোথা রহিল।

কলম্বো।

যুবরাজের বিলাতে বাজী রাখিয়া কপোত মারা অত্যন্ত অভ্যাস থাকাতে কাদাখোঁচা পক্ষী শিকার করিতে অত্যন্ত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু গাড়ী সুদ্ধ উল্টিয়া পড়িয়া হস্তিসমাজকে অত্যন্ত হাসাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা আর হেসে বাঁচে না, শুনিলাম কয়েকটি হাসিয়া হাসিয়া দম ফাটিয়া মরিয়া গিয়াছে। সুরবর গমির নামক স্থানের রাজা তাঁহাকে একটি ২৫০০ টাকার চুরটদানী কর দিয়াছেন, আর একখান অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হইয়াছে। ইহার ভাব এই যে, যুবরাজ চুরট ফুকিবেন, আর পত্র পাঠ করিবেন।

যুবরাজ রাজাকে খেলোবাৎ স্বরূপ একখানি রুটলেজ সাহেব-কৃত রাজ-বংশাবলি প্রদান করিয়াছেন। যুবরাজ এখানকার বড় মান্যবর লোকদের অনেকগুলি মেডেল প্রদান করিয়াছেন। মেডেলগুলি আমি দেখি নাই, এক জন ইংরেজকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন তাহার একদিকে একটি গাধা আর একদিকে বানরের ছবি আছে, আমি ইংরেজকে অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল; গাধা অর্থে সহ্যতা শক্তি, আর বানর অর্থে চালাক। কলিকাতার লোকদিগকে জানাইও যে, এ মেডেল আর অনেক গুলি আছে, সমস্ত শেষ হয় নাই, যুবরাজ কলিকাতায় গমন করিয়া মান্যবর লোক বাছিয়া বাছিয়া প্রদান করিবেন, তাঁহারা যেন মনোদুঃখ না করেন, কোন ভয় নাই।

ভূণকমলী।

এখানকার লোকেরা রাজবধূকে একটি উৎকৃষ্ট স্বর্ণ-চন্দ্রহার উপহার দিয়াছেন। এবং আর আর অনেক প্রকার অলঙ্কারাদি উপহার পাইয়াছেন। যথা, গড়মড় ঝুমকা ইত্যাদি। তদ্বিষয়ে যুবরাজের নোটবুকে আছে—ফৃয়ার কেবল বাজে চালাক এদেশের কিছুই জানে না, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, চন্দ্রহার কোথায় পরে, সে বলিল, জানি না, (তবে কি জানিস বাপু, আমার নোটবুক খারাপ কোত্তে কেবল জানিস) রসেল বলিল যে, মাথায় পরে, ফেরার বলে ও হার গলায় পরে।

এটি বড় উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। বিজয় নগরের রাজার নিকট জানিতে পাঠানতে তিনি বলিলেন, কোমরে পরে। চাপরাস না কোমর-বন্ধ! জেনে নিতে হবেই হবে, ফৃয়ারকে পাঠান হবে না, সে হাসিবে, রসলকে বলা হবে না, কোন্ দিন কোন্ সংবাদপত্রে লিখে বসিবে, নিজেরও

জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, এদেশী লোকের সঙ্গে একটি কথা কহিবার হুকুম নাই। পিঙ্ক খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়, কিন্তু আমি এ দেশী ভাষার মধ্যে **ইণ্ডিয়া, রাজা,** আর **রোপেয়া** এই তিনটি শব্দ জানি, রাজবধূ যে কি বলিবেন, আমি বলিতে পারি না।

ভয় কি, যা মনে যায় একটা বোলে ফেল্‌ব। এক ওল্ডবেকি (এডিনবর্গ) আছে,একবার হেতায় এসে ছিল, তারও আমার মত জ্ঞান জ'ন্মে থাকিবেক, হাজার হোক ভায়ের ভাই কি না।

১৩ ই ডিসেম্বর, মান্দ্রাজ।

প্রত্যূষে যুবরাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পথের দুই পার্শ্বে ১৪০০০ চোদ্দ হাজার বালক মিলিত হইয়া ঐকতানে "ঈশ্বর যুবরাজের ভাল করুন" বলিয়া গান গাইতে লাগিল, বালকেরা যেমন বুঝিল, যুবরাজও তেমনি বুঝিলেন, উভয় পক্ষেই ইন্টরপ্রেটর আবশ্যক হইয়াছিল।

আর পথে এক দল সুন্দরী বালিকা সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। যুবরাজ এদের বিনা ইন্টরপ্রেটরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

একটার সময় লেভি।

রাত্রে একটি ভোজ।

তার পরে বাজি পোড়ান।

তার পরের দিন যুবরাজের পিতার মৃত্যু দিবস।

শ্রাদ্ধ করিয়া বাহিরে যাইতে নাই, নদীও পার হইতে নাই।

আমাদের মতে এটি গয়ায় গিয়া করিলে হইত।

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা কণ্টেম্পোরারি রিভিনিউতে লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম।

১। ভারতবর্ষ অধিকার করাতে ইংরেজদের লাভ না অলাভ?

ইংরেজদের লাভ, কারণ, অধিকাংশ গৃহস্থ লোকের সন্তান ভারতবর্ষে কর্ম্ম পাইয়া প্রতিপালিত হইতেছে, আর মাঞ্চেষ্টারের একজন প্রধান খদ্দের।

২। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বল কিম্বা দুর্ব্বলের কারণ?

দুর্ব্বলের কারণ, কিন্তু তাহাতে এমত দোষ নাই, প্রচুর লভ্য।

৩। ভারতবর্ষ এক্ষণে ত্যাগ করিলে ক্ষতি কি?

অনেক ক্ষতি, তাহা হইলে রাজঋণ কে দেবে, অধিকাংশ কোম্পানির কাগজ ও রেলওয়ের অংশ ইংরেজদিগের একচেটে। আর তাহা হইলে বিলাতী দ্রব্যাদি কে ক্রয় করিবে, কারণ, তাহারা আমাদের অপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে দ্রব্যাদি

শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জন্মকোষ্ঠী।

১৮১৯ খৃঃ অব্দে মে মাসস্য চতুর্দ্দশ দিবসে সোমবাসরে রাত্রৌ ৪ ঘটিকা ৪ মিনিট ২২ সেকেণ্ড গতে হিন্দী শাস্ত্র ১৮৭৩ শকে। রবি ১ অংশ ২৬ গতে ভূমিষ্ঠ।

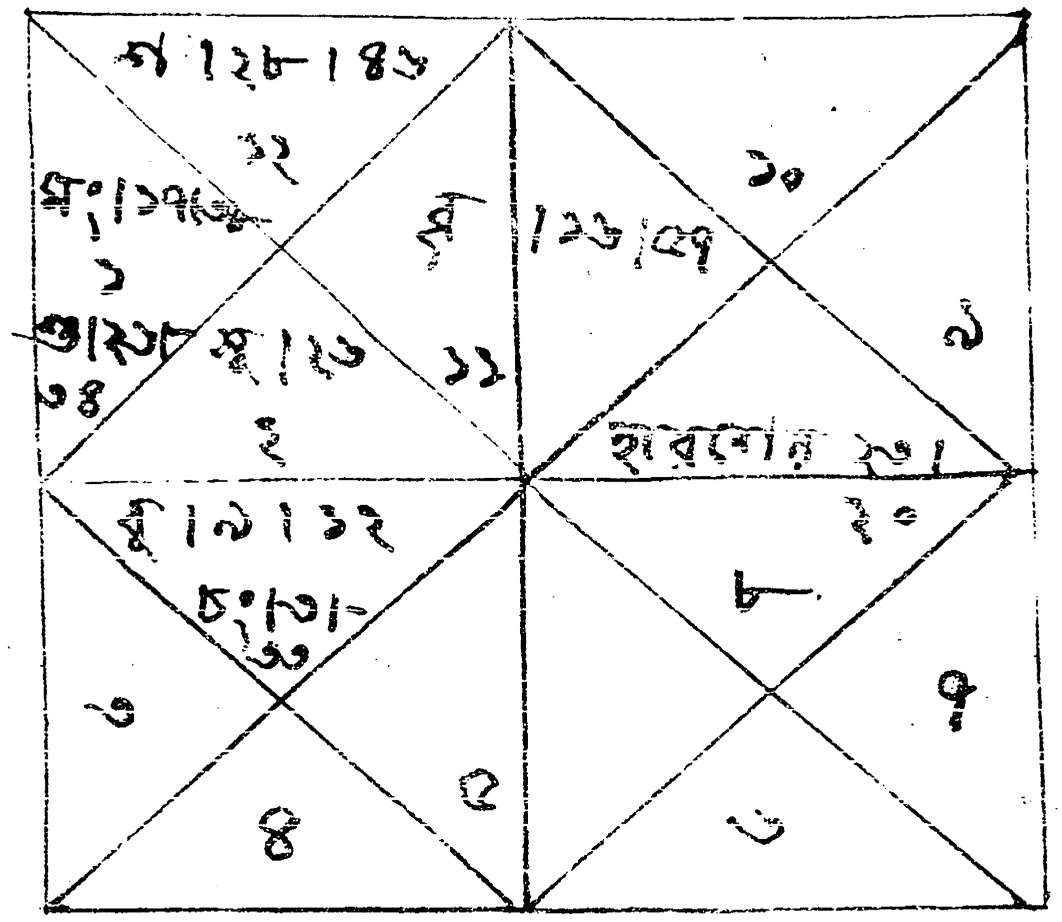

গ্রহের বলাবল সহ অঙ্ক।

যুবরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রিন্স অব ওয়েল্সের জন্মকোষ্ঠী।

খৃঃ অব্দ ১৮৪১। ৯ই নবেম্বর।

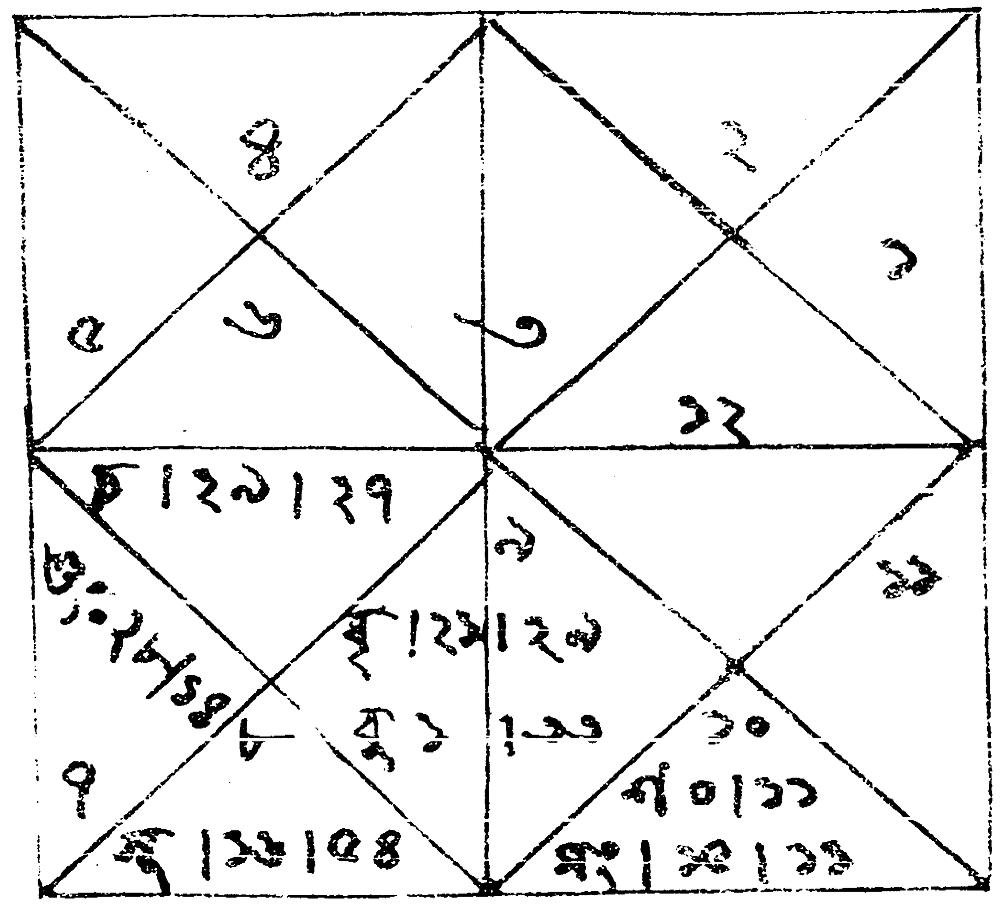

১৮৭১ খৃঃ অব্দে শনির দশা প্রাপ্তি।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে শনির দশা ভুক্তি।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে শুভ দেবদর্শন, তীর্থযাত্রা, অর্থনাশ।

অনেকে রাজকুমার সম্বন্ধে অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এটি তাঁহারের নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বসন্তক বহুযত্নে সংগ্রহ করিয়াছে।

Buddha's Tooth.

বুদ্ধ অবতারের তো দন্ত দেখা হইল, এক্ষণে একটি গল্প কর।

প্রস্তুত করিতে পারে, কেবল আমাদের দাপটে পারিতেছে না।

৪। ইংরেজেরা সুব্যবহার না কুব্যবহার করে?

কুব্যবহার করে, কিন্তু তাহাতে বড় দোষ নাই, কারণ, প্রতি পদে পদে ভারতবর্ষস্থ লোকদের শাসন না করিলে ৩০,০০০ লোকে ৩০০,০০০,০০০, লোককে দমনে রাখিতে পারিত না। কথায় কথায় পদে পদে ঘুসিটে লাথিটে না মারিলে ভয় থাকিবে কেন? ৩০০,০০০,০০০ লোকে যদি থুতু ফেলেতো, তাহারা ভাসিয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকদের মনে এমত সংস্কার থাকা কর্ত্তব্য যে, ইংরেজেরা ভয়ঙ্কর জুজু, তাহাদের সঙ্গে লাগিলে আর পরিত্রাণ নাই, আস্ত গিলে ফেল্‌বে। যাহা হোক, এত দিনের পর আমরা একটা কথার মত কথা শুন্‌লাম। ইহার নাম ইংরেজী বিজ্ঞান। যখনই ইংরেজে লাথি মারিবেক; এই কথাটি মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, এটি ভয় দেখান মাত্র, মারা ধরা নহে। বং সং

টিসা নামক একজন আফ্‌রিকা প্রদেশের স্বাধীন রাজা ইংলণ্ডের মিসনারীদিগকে লিখিয়াছেন যে, তিনি ও তাঁহার প্রজাগণ খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, অতএব তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যেন কয়েক জন মিসনারীকে তথায় প্রেরণ করেন। উক্ত মিসনারীদের ব্যয়ের জন্য ৫০,০০০ হাজার টাকা চার্চ্চ মিসনারীদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য লইয়া মহা আন্দোলন হইতেছে। আমাদের মতে একবারে মিসনারী পাঠান অপেক্ষা পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ কতক মিস আর কতক নারী পাঠাইলে মিসনারী অপেক্ষা ইষ্টসাধন হইবার সম্ভব।

১১ই পৌষ শনিবার "ইণ্ডিয়ান লীগ মাহেন্দ্রক্ষণে যুবরাজের নামে একটি বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়" স্থাপন উদ্দেশে একটি সভা আহ্বান করেন, সেই সভায় আমাদের মান্যবর অমায়িক স্বভাব শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোটকর্ত্তা মহাশয় প্রধান আসন লন। এখনই বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় স্থাপনের উৎকৃষ্ট সময়, তাহার কোন ভুল নাই; আমার বোধ হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, আর কত যে আবশ্যক তাহা কি বলিব, একটি দৃষ্টান্ত দি।

১৬ই পৌষের "অমৃতবজার পত্রিকায়" এইটি লেখা আছে, যথা—

'প্রায় দেখা যায় যে, সকল জন্তুর সম্পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে যে সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা পাঁচ গুণ বেশী দিন বাঁচে। কুকুর দুই বৎসর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং আট বৎসর বাঁচে। ষণ্ড চারি বৎসর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং ষোল বৎসর বাঁচে।

অশ্বের সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে

পাঁচ বৎসর লাগে এবং পঁচিশ বৎসর বাঁচে” ইত্যাদি। উক্ত “পত্রিকা” এক্ষণে বাগবাজার হইতে প্রকাশ হইতেছে সে কাল হইলে আমরা স্থানের মাহাত্ম্য বলিতাম, কিন্তু এক্ষণে সভ্যতা সোপানে পদবিক্ষেপকারীদের উদ্দীপনায় সে কথা বলিবার যো নাই। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় নিতান্ত আবশ্যক তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপমা আর পাওয়া দুর্লভ।

যুবরাজের আগমনে প্লাঞ্চ-টির কবিতা।

সভ্য পাঠকগণ যুবরাজের আগমনোপলক্ষে সংবাদ-পত্র সকল ও বৈয়ের দোকান সকল “ভারত-উচ্ছাস” “ভারত-বিলাপ” “ভারত-অভ্যর্থনা” “ভারত-উল্লাস’ প্রভৃতি তুরবেতর নামের নাটক নাটিকা, ছন্দোবন্দ প্রবন্ধে ভোরে যাওয়াতে আমার মনটা গরমে উঠলো। ভাবলেম, যদি হেমচন্দ্র, জ্ঞানচন্দ্র, ধ্যানচন্দ্র, বঙ্কিম, ত্রিভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, একভঙ্গ সকৃতভঙ্গ সকলেই কবিতা টবিতা লিখে ফেল্লে, তবে আমিই বা পারবো না কেন? পাঠকগণ মনে কোরবেন না যে, আমি অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ভাল কবিকেও অবজ্ঞা ক’র্‌ছি, যেহেতু এক দড়িতে চোরা গরুর সঙ্গে কপিলে বাঁধা হয়েছে। যাহা হ’ক, কবিতা লিখ্‌তে বসলেম ও মনে মনে স্থির ক’ল্লেম যে এমন একটা কবিতা লিখবো, যে সকলের চেয়ে জবর হবে; বড় বড় লালু জগদ্দলেও যেন দাঁত ফোটাতে না পারেন। ভাবলেম, তবে একবার আমার বিদ্যার সরস্বতী বাসন্তিকার সঙ্গে পরামর্শ করি, কিন্তু অমনি মনটা ছ্যাৎক’রে উঠলো। ভাবলেম যুব শব্দটা মেয়েমানুষের কাছে বলা ভাল নয়, কি জানি যুবরাজের কথা শুনলে যদি বাসন্তিকার রস উথ্‌লে উঠে। কাজেই সেটায় মত হ’ল না, তখন ভাব্‌লেম, আমার সর্ব্বস্ব ধন বেল্লিক তন্ত্রখানি একবার দেখে নি, কিন্তু তাও করা হ’ল না, যেহেতু শেষেতে আগাগোড়া বর্ণনের বেলা সেটা দেখতে হবে, অতএব এখন হাতে রেখে কাজ করা উচিত। এই ভেবে চিন্তে শেষে ঠিক কল্লেম যে, একবার প্লাঞ্চটিকে ধ’রে বসা যাক, অনেক বড় বড় লোকের সাহায্য পাওয়া যাবে। মেজেয় আসনে বোসে প্লাঞ্চটিতে হাত দিলেম, কি চমৎকার! অমনি প্লাঞ্চটি চল্‌তে সুরু করূলে, আমি জিজ্ঞাসা ক’রলেম তুমি কে? ভূতটা উত্তর দিলে, সে কালিদাস; আমি ব’ল্লেম তোমার খুরে দণ্ডবৎ, ঠাকুর তুমি মহাকবি হচ্চো, তোমা হতে হবে না, আমরা তো মেয়েমানুষের বিরহ বর্ণন চাইনি, এ “নিতম্বদেশাশ্চ সহেমমেখলা”র কাজ নয়। এখন একটু স’রে দাঁড়াও। তার পর জয়দেব এলেন, অমনি আমি বোল্লেম, না গোঁসাইজী, তোমার কাজ নয়, এ তো বৈষ্ণবী ভোলান নয় যে, কদমতলার পিঁ পাঁ ক’রে সারবে, একটু পাস্ দিলে ভাল হয়, বিন্দে দূতীর গানের বেলা তোমাকে ডাক্‌বো। তার পর শ্রীহর্ষদেব এলেন, জেনেই আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল, ভাবলেম কি সর্ব্বনাশ! এর সমাস-ঘটা উচ্চারণ ক’ত্তে গেলেই আমার চোয়াল দুটো গুঁড়িয়ে যাবে, করি কি, মিষ্টি ক’রে বল্লেম, মহাশয়! এ সাধারণ লোকের জন্যে হ’চ্চে, তা সকলে আপনার “চেতোনলঙ্কাময়তে মদীয়ং” বুঝতে পার্‌বে না, আপনি বিশ্রাম করুন গে। তার পর ভারতচন্দ্র এলেন, আমি অমনি বল্লেম, গুণাকর! বঙ্গদর্শন আপনার বদনাম দেছে, আপনার লেখা দেখলেই লোকে খেমটাওয়ালী ব’লবে। শেষে মাইকেল মধুসূদন এলেন, আমি ভাবলেম মন্দ নয়, এ যেমন রাজা রাজড়ার কারখানা, তেমনি জাঁকালো গোচ কবিটাও হয়েছে, এর কাছে আর চালাকী নেই, একবারে পাখওয়াজ বাজাবে। এই ঠাউরে বল্লেম দণ্ডজ, (বিষ্ণু) মিষ্টর মাইকেল! যুবরাজের অভ্যর্থনাটা একবার গাইতে হবে। কি আশ্চর্য্য! ঘর্ঘরিয়ে প্লাঞ্চটি চল্লো, আর চিমনীর ধুঁয়ার মত গল্‌গলিয়ে অমিত্রাক্ষর কবিতা বেরুতে লাগলো, পাঠকগণের দর্শনার্থ কবিতাগুলি অবিকল নীচে তুলে দিলেম——

“বন্দেছে এদাস মাগো ওপদ কমলে,
বর্ণিবারে তিলোত্তমা মোহন মূরতি,
লিখিতে জগত-ত্রাস ইন্দ্রজিত বধ,
জ্বালাইতে পাদ্রিগণে কৃষ্ণলীলা গানে,
বসাতে প্রেমের কথা বীরাঙ্গনা-মুখে,
কিন্তু আজি ভূত রূপী এদাস তোমার
বিদায় যাচিছে পদে মিনতি করিয়া,
এ হেন বিষয়ে মাগো ও কোমল কর
স্বর্ণবীণা তার যোগে কি স্বর তুলিবে?
প্রলয় প্রয়োদদল সঘনে নাদিলে
কে পারে শুনিতে চাতকের মধুধ্বনি?
উর গো আসরে লম্ফে কবির আহ্বানে
কবীশ্বর কপীশ্বর বীর হনুমান,
রোধিব এভুজে তব ও পদ পাহাড়
পক্ষ পাকসাটে যথা জটায়ু রাবণে।
দেহ বল গাই আমি গভীর গর্জনে
গোলাম হাব্বাস আসি তাল দিক তায়!
কেন লো ভারত আজি যতেক তোরণে
বাজে বেণু, হ্রেষারব করে অশ্ব তাজী,
রথচক্র ঘর্ষে ঘোর কামানের ভারে,
গর্জে গজরাজী শুণ্ড আস্ফালি বিমানে
দণ্ডধর ভীম যথা রিপু মুণ্ডপাতে?
কেন বা সাজিছ আজি কলিকাতাবতি!
গুঁজিতেছ কেশে শত গ্যাসের ইষ্টার,
গলে দোলাইছ হার সিঁথি শিরোদেশে,

শ্বেত পীত রক্ত নীল মণির মেখলা,
দোলাইছ লীলারঙ্গ-ভরে শ্রোণিদেশে,
আবৃত হইয়া চারু চিক্কণ বসনে,
কেন ঢাকিয়াছ তব স্বাভাবিক রূপ ;
উড়াইয়া আভাময় অঞ্চল বা কেন
ঝলসিছ লোক-আঁখি সৌদামিনী সম ;
বাড়াইয়া পৌডরেতে মুখের লাবণ্য
হাসিতেছ খল খল আঁখি হেলাইয়া ?
মোহিছ জগৎ ? অম্বু, জম্বু আদি করি
যত রাজগণ তাক ও তব ল্যেজ্জতে।
কিন্তু নাহি দোষি তোরে, কলিকাতাবতি
আছিলে সামান্য ভাবে, বিজাতি সাজনে
সাজিয়া হয়েছে তোর ধরা শরা জ্ঞান।
হেমন্ত কালেতে যথা হ'লে কুজ্ঝটিকা
বৃক্ষ-বাটিকায় মত্ত ছাতারের দল।
তাই তুই বারাঙ্গনা সম বেশ পরি,
বারাণ্ডায় বসি হাসিছিস রস-ভরে।
বলিব বা কারে ! ভাল তুমিও ভারত
কি বুঝি ধরেছ আজি প্রগল্ভের সাজ !
ধরেছ যে শত্রুধনু নিন্দাকর বেশ,
দেখিয়া তাহায় কার মন নাহি মোহে,
হেন প্রভাময় অপ্রমেয় রূপরাশি
দেখি কোন্ ভূপতি না লোভিবে তোমারে?
এই রূপরাশি হেরি পূর্ব্বে সেকেন্দর,
ধাইল তোমার দিকে উন্মত্তের সম।
হেরে এই বেশ মত্ত দুর্জ্জয় যবন,
দলিল তোমার বক্ষ তীক্ষ্ণ অসিযোগে ;
মন্দির দেউল মঠ আদি কীর্ত্তি সবে,
নিঃশেষিল তুলি মহাপ্লব ধর্ম্মানল,
লাঙ্গুল-অনলে লঙ্কা যথা বায়ুসুত।
এইরূপ লোভে মত্ত ডচ, দিনামার,
পোর্ত্তুগি, ফরাসি আর ইঙ্গরেজগণে
করিল তুমুল যুদ্ধ প্রলুব্ধ অন্তরে,
সুধা লোভে পূর্ব্বে যথা দেবারি দানব।
জাননা কি এই বিশ্ব বিমোহন বেশ
তুলিল তোমার পক্ষে সহস্র সঙ্কট।
কি লাগিয়া আজি সাজি সুন্দর সাজেতে
বোম্বাই, বরদা, কান্ধি মন্দ্র, কলিকাতা,
পাটলী, হস্তিনা, আদি কন্যাগণে লয়ে,
কেন বা চলিছ এত ঝমর ঝমরে।
বাচ্চাকাচ্চা সহ রাজহংসিনী যেমতি ?
ইংরেজ ঔরসজাতা কলিকাতা দেখ,
যৌবন গরবে আছে বুকফুলাইয়া
ভাতিছে হৃদয়ে তার ফোর্টউলিয়ম ;
মাধবের বুকে যেন কৌস্তুভ রতন,
কিম্বা দৈবকীর বক্ষে কংসদত্ত শিলা।
যে বেশ প'রেছে কন্যা কলিকাতা তব,
রাজা মহারাজা দেখে অবাক হইয়া।
পার্শ্বে তার কল্লোলিনী গঙ্গা কিবা ভাবে
হয়েছেন বন্দী লৌহ-নিগড়-বন্ধনে।
দেব দেব মহাদেব ভীমজটা হ'তে
বলধরে লেস্লির কৌশল ভীম পাশ !
আপনি সাজিছ যবে এহেন সাজনে
কেন না সাজিবে কন্যাগণ শত সাজে,
তবে কেন সাজিবে না বিলাতী ভূষণে ?
কলিকাতাবতী তার নবীন বয়সে,
কেন বা না হাস্বিবে সে বিজাতি হাসনে,
কেন বা সে বিজাতীয় পতি পেয়ে বক্ষে

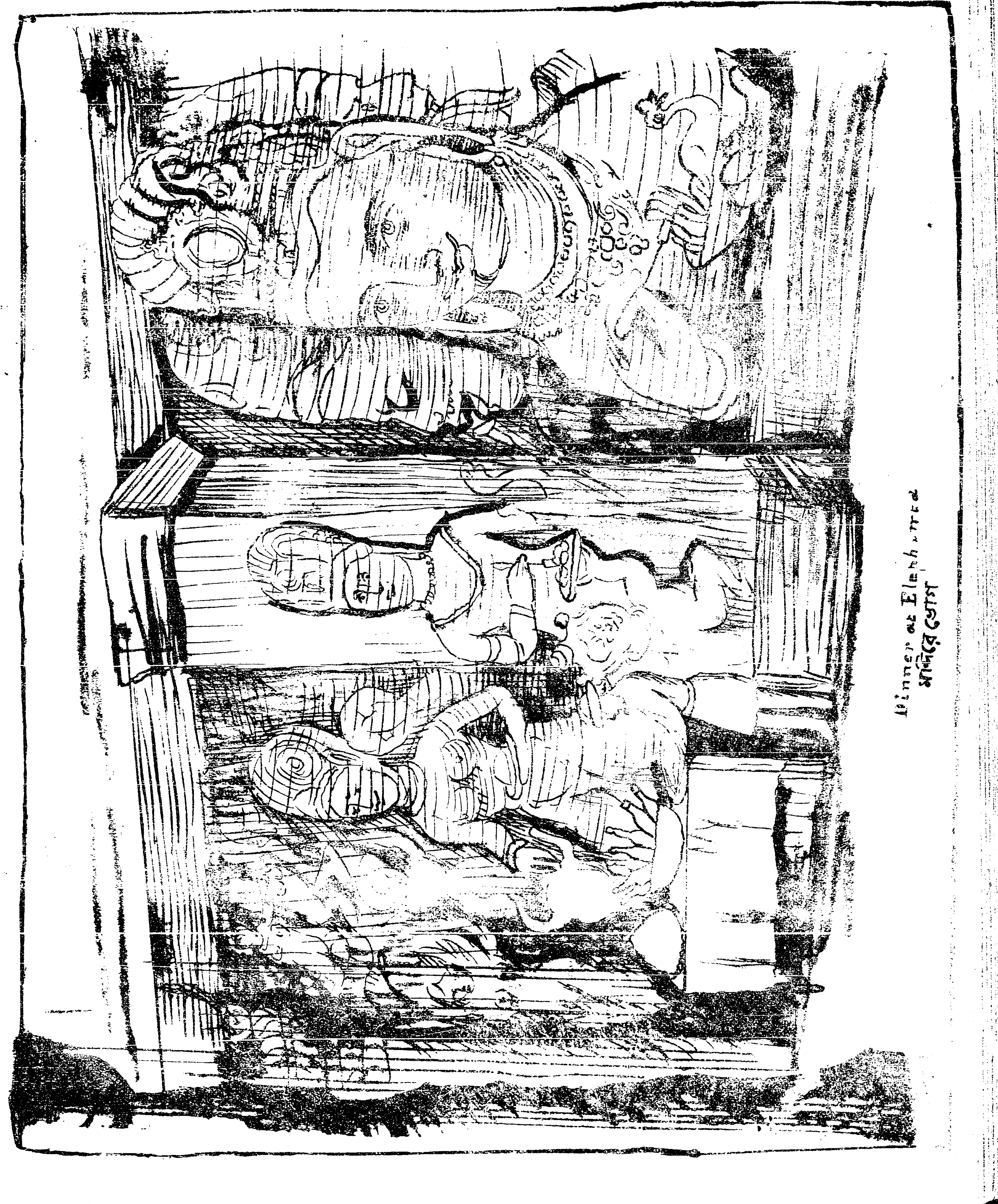

বর বরণ না কোনে ববর্ণ ?

লালমুখা রাঙামুখ বাবুর মত যেন ।
তার দিকে তোর দিদী চেয়ে রয়েছেন কেন ॥
আধুনিক "ভারতচন্দ্র"

পূরাবে না চিরআশা ছিল যত মনে ?
সাজে কি ভারত তব এ সকল বেশ,
যে বেশের দোষে আর্য্যকুল ভূপতিত ?
পূর্ব্বাবধি আরোপিত বেশ না ধরিয়া
স্বাভাবিক রূপ যদি দেখাতে সবারে,
তবে কি লো আর্য্যবক্ষ শোণিত সলিলে
চির আর্দ্র হ'ত পাণিপথ রণভূমি ?
আঙ্গুর ছাড়িয়া তবে ভূপতি সকলে
আসিত কি তব পাশে ডুমুর খাইতে ?
"গতস্য শোচনা নাস্তি" কহে বুধগণে,
তাই পূর্ব্ব কথা ছাড়ি জিজ্ঞাসিগো তোরে
কাল্পনিক রূপ ধরি কিসের কারণে
যাইতেছ যুবরাজ অভ্যর্থনা হেতু ?
যখন সে যুবরাজ ব্রিটন আসনে
অভিষিক্ত হইবেন দণ্ডধর রূপে
তখন ভারত যদি তোমা পড়ে মনে,
ভাবিবেন কিবা তিনি তোমার দশারে ?
ভাবিবেন ধনরত্নে পূর্ণ তব গৃহ,
বিপুল বিভব, দুঃখ নাহি কিছু তব ।
লোভিবে লোলুপগণ তোমার বিভব ।
দেখাইতে যদি তব যথার্থ যে দশা,
রাজা হ'লে যুবরাজ ব্রিটন রাজ্যেতে
স্মরিতেন তব দশা সদয়-হৃদয়ে,
চিন্তিতেন শুভ তব দুখিনী বলিয়া ;
লোলুপ হইয়া তাঁর পার্শ্বচারিগণ,
লোভিত না তোমার বিভব অকাতরে ।
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা তোমায় ভারত !
নাহি তব দোষ ইথে, দোষি সেই দল,
যে পামরদল পূর্ব্বাবধি চিরদিন,
কুমন্ত্রণা দিয়া শত কুপথে লয়েছে ;
কুলমান বাড়াইতে স্বদলের যারা
সংহিতা পুরাণে লিখে "ব্রাহ্মণ দেবতা
কিন্তু শূদ্রে পশুসম বধে পাপ নাই ;"
যেই দুরাত্মারা শুধু সকার্য্য সাধনে,
ব্রাহ্মণের দাস হ'তে সকলে বলিল ;
যে দুরাত্মাগণ শত কুবিধান দিয়া,
নির্ব্বির্জিল ক্রমে ক্রমে ভারত সন্তানে ;
যে পিশাচদল বঙ্গে লক্ষ্মণ সেনেরে
বিনাহবে রাজ্য ছাড়ি দিয়া যবনেরে
পলাইতে বিধি দিল বৃদ্ধ বয়সেতে ;
যে পাপমতিরা আগে অখাদ্য খাইল,
স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া নিল বিজাতি-ধরম ;
কুকাজ জগতে যত সকলি করিল,
পদ্মিনীর পদ্মগন্ধে চিতোর পোড়ালে,
কুলকামিনীরে দিল যবনেরে ডালি ;
সেই দুষ্টদল দেছে তোমারে মন্ত্রণা ।
অনর্থক দুষিয়াছি ভারত তোমারে,
হিতাহিত জ্ঞানহীন সেই দুষ্টদলে
দুষি আমি মুক্তকণ্ঠে—হবে পরকালে,
তাদের উচিত শাস্তি ; অনন্ত নরকে
পচিবে আয়েসী-দেহ, উত্তপ্ত ডাঙ্গস
মারিবে শিরেতে শত ভীম যম দূতে,
কাটিবে শরীর সর্ব্ব কীট ভয়ানকে,
অগ্নি শীত কুণ্ডে দেহ দেবে অর্দ্ধ ভাগে,
চণ্ডালের হাত দিয়া হবুজন সব
পোড়াবে তাদের নাম পুরাবৃত্ত হ'তে !
বিষমাখা শতমুখী লইয়া কুযশ
বাষ্প যন্ত্রযোগে প্রহারিবে সেই মুখে,

উজ্জ্বল যে মুখ এবে কাল্পনিক যশে।

পাঠকগণ এই অবধি শুনেই আমার গা রাগে গরগরিয়ে উঠলো। আর স্বজাতির নিন্দা সইতে না পেরে বল্লেম, দূর হ হাবাতে তোকে, বলাই আমার ভ্রম হয়েছে। তুই জীয়ন্তে মাতৃ-ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়ে বৈধর্ম্মাচারী হয়েছিলি, তাতেও আবার ভ্রষ্টাচার বশতঃ খৃষ্টান-দিগকে জ্বালায়েছিস; মরণ কালে ঋণ-শৃঙ্খল প'রে গেছিস, এখন নরকের ভোগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এ প্রকার বলছিস, তোর কথা কে শুনবে। যদি দেশের দশা অত্যন্ত মন্দ হয়, তবে তাই কি যুবরাজকে দেখান উচিত? ঘরে পাঁচি-ধুতি পরে ব'লে লোকে কি মজলিসে তাই প'রে বেরবে, না ল্যাতা ক্যাতা যা যেখানে আছে তাই বার ক'রবে? এই ব'লে রাগভরে প্লাঞ্চটিতে এক কিল মারিলাম। সেখানি ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেল, আমিও দোবজার পাকড়ি মাথায় বেঁধে তামাসা দেখতে বেরলেম।

যুবরাজের আগমনে কলিকাতার আলোক!

বাউলে সুরে গাত।

আলো করে এলেন যুবরাজ এ কলকাতায়!
সে শোভা আমি কহিব কায়॥
দেখ দেখ পেয়ে পতি, তুষ্ট হয়ে অতি,
কলিকাতা ভাবে গলিয়া যায়।
যেন বিজুলি-জড়িত, হীরক-রচিত,
অলঙ্কার পরি কি শোভা পায়॥
দেখ জনমে এমন, ভুবনমোহন,
শোভা কেবা আর দেখে কোথায়।
দেখ আলো হল কত, এল রাজা যত,
তবুতো (প্রজার) মনের আঁধার না যায়॥
দেখ যদি হতো পতি, প্রজাদের মতি,
পরম প্রফুল্ল হতো ধরায়।
বলি তাই সুনিশ্চয়, এত পতি নয়,
এরে উপপতি বলছে সবায়॥
দেখ নিজ পতি হ'লে, নিজ সুত ব'লে,
প্রজাদের কোলে নিতেন এথায়।
যত প্রজা মনোসুখে, সুপ্রসন্ন মুখে,
নিজ পিতার কোলে যেতো ত্বরায়॥

যুবরাজের কলিকাতায় আগমন।

২২ এ ডিসেম্বরে কলিকাতায় মহা-ধূম পড়িয়াছিল, লোকে লোকারণ্য, রাস্তায় চলা ভার, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ যেখানে যত রাজা ছিল, মায় পুরীর রাজা অবধি হাজির। যখন স্কুল মাষ্টার নাম ডাকিলেন, একটিও এবসেণ্ট ছিলেন না; কাহারও বাটীতে কোন কাজ ছিল না; কাহার বাটীতে অন্নপ্রাসন, দিদীর বিয়ে, দাদার বিয়ে, কর্ণবেদের ওজর নাই, কাহার কোন পীড়া নাই, এমন কি, কয়েক দিবসের জন্য রামরাজ্য হইয়া পড়িল।

ধূপ ক'রে যেই মাত্র কামানটি পড়িয়াছে অমনি ইংরেজ-টোলা অঞ্চলে

দ্বারবন্ধগাড়ী, তার পিছনে গাড়ী, তার পিছনে গাড়ী; গাড়ীতে গাড়ীতে রাজ-পথে তিল মাত্র স্থান রহিল না।

এক্ষণে কলিকাতায় তিন প্রকার গাড়ীর ব্যবহার; সহজ গাড়ী, পিছনের গাড়ী, আর বন্ধ গাড়ী। পিছনের গাড়ীর এক্ষণে নিজ কলিকাতার মধ্যে তত ব্যব-হার হয় না, খাল পার হইলে দেদার দেখা যায়। আর বন্ধ গাড়ীটি এটি নূতন চাল। যুবরাজের আগমনে এই গাড়ীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এমত কি, রথ-দোল দেখিবার মত লোকে প্রত্যূষে বন্ধগাড়ী দেখিতে ইংরাজ-টোলায় বা-হির হইত। ইংরেজেরা যাহা কখনই দেখে নাই তাহা ঘরে বসিয়া দেখিয়া লইল, এমন কি, যুবরাজ যদি লুকাইয়া এক দিবস রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে, "উত্তরপাড়ার গেরেল" দেখিবার আশ মিটিত, আর "ভবানীপুরে লুকাইয়া যাইতে হইত না। কিন্তু এ বিষয়ে বলে কে—

"যস্মিন্‌দেশে যদাচার
পারম্পর্য্যা বিধীয়তে।"

যদি সমস্ত ভদ্র লোকেরি বন্ধ শকট বাহির হইল, তবে বলিবার লোক রহিল কোই। কেবল বেঁড়ে চীল ধরা পড়িয়া গেল বৈত নয়।

সে কথা থাক, দেশাচারে কোন দোষ না হইলেই হইল। ২৩ এ ডিসেম্বর যুবরাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, একটা না বাজিতে সমস্ত কলিকাতা ঝোঁটাইয়া গড়ের মাঠে উপস্থিত। আর বাকী যে কয়েক জন অন্ধ বৃদ্ধ খঞ্জ গরিব তাহারাও পার পায় নাই।

হগ সাহেবের আহার নিদ্রা ত্যাগ, রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া "পার্সি য়্যাট দেম" বলিয়া লাফাইয়া উঠেন; বিজ বিজ করিয়া বকেন। তাহার খানসামার নিকট শুনিলাম যে, কি ব্যারনেট ব্যার-নেট ব'লে বকেন। এত লোকের হল্লা কি প্রকারে সুশৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া বাহবা লইবেন! এই ইষ্টমন্ত্র হইল, এত পরিশ্রমের ফল যায় কোথায়! সফল হইল, হগ সাহেব ব্যারনেট হইলেন; রাজা রাজড়ারা ধাক্কা খেয়ে দমন হোয়ে গেল, গরীব গুর্ব্ব ভিকারীরা চাঁদার টাকায় গোলদীঘি বাদামে দীঘি সাল্‌কের মাঠে বসিয়া বসিয়া বার তের দিবস পেট টালিল। আর লোকে কি চায়? হগ সাহেবের জয় জয়কার হোক! বম্বায়ে রাজারাজড়ারা আসন লইয়া মহা গোল করেন, পৃন্সেপের ঘাটে হগ সাহেব কা-হাকেও নির্দ্ধারিত আসন দেন নাই, যিনি যেখানে ইচ্ছা বসিলেন; যত নিমন্ত্রিত লোকেরা বসিল, অনিমন্ত্রিত লোকেরা রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল; আমরা শুনিলাম যে, বর্দ্ধমানকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তিনি কোথায় ছিলেন

জানি না; অর্থাৎ জানিলেও লিখিব না।

লাট সাহেব আসিয়া সিরাপিশে গেলেন,

২১ তোপ।

ছোট কর্ত্তা এলেন,

১৫ তোপ।

যুবরাজের কলিকায় পদার্পণ।

রণতরী হইতে এক্‌শ এক্‌শ করিয়া তোপ; দুর্গ হইতে এক্‌শ তোপ।

হগ সাহেব এড্রেস পড়িতে লাগিলেন—এদিকে লোকেরা রোদে হা কোরে একটা অবধি দাঁড়াইয়া আছে, কয়েক জন হিন্দুস্থানী আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল, "দেখ ভাই রাম, আব্বি গাণ্ডারি (আ-কের টিক্‌লি) আয়ে তো সব উঠ যায়।"

রাম কহিল "কেসা"

উক্ত ব্যক্তি উত্তর করিল "হাম তো ভাই একবারা পয়সা খায়।"

আমারও মনে হোল, কথাটা মন্দ বলে নি। গলা শুকাইয়া কাট!

এমত সময় গোল উঠলো "আশ্চেন আশ্চেন।"

অশ্বারোহীরা চলিল, কামান চলিল, ছোটকর্ত্তা চলিলেন। তাহার পর এক-খানি গাড়ী, অশ্ব মাতিল, তার পর

যুবরাজ।

হুরে হুরে! গড় গড় কোরে চ'লে গেলেন।

মস্তকে একটি শাদা পালক-বিশিষ্ট সোলার টুপী, তাহার নিম্নে কিঞ্চিৎ লাল লাল শ্মশ্রু।

আমরা অবগত ছিলাম যে টুপী ঘুরাইয়া হুরে হুরে করিলে ইয়ুরোপীয় রাজারা টুপী খুলিয়া মস্তক নত করেন। আমরা কত পাগড়ী ঘুরাইয়া কত হুরে করিলাম, একটি বারও টুপী তুলিলেন না।

পাঁচ ঘণ্টা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া পার্সি সাহেবের ঘোড়ার ধাক্কা খাইয়া এই মাত্র দেখিলাম, তাহাতে বড় দুঃখ নাই, অনেকে ১০ দিনের পথ হইতে আসিয়াও ঐ প্রকার দেখিয়া গেছেন।

আমার পার্শ্বস্থ হিন্দুস্থানীটি ক-হিল, "কোন্ আদমি রাজা, ও সব তো এক" নাক সিঁটকাইয়া চলিয়া গেল। আমারও ঐ প্রকার বোধ হইল, এত বড় একটা রাজা একটিবারও চক্ কোল্লে না, চাক্ কোল্লে না, ঝক কোল্লে না, ঝাক কোল্লে না, শয়েক দুশ লোক মোল না, শয়েক দুশ গরিব লোককে রাজা কোরে দেওয়া হোল না, এতে কি এ দেশীয় লোকের রাজা বোধ হয়?

পৃন্সের নোট বহীতে দেখা গেল, "আমি অগ্রে নবন্যাসে পড়িয়াছিলাম যে, কলিকাতায় রৌদ্র বড় ভয়ঙ্কর, অনা-চ্ছাদিত মস্তকে লাগিবা মাত্র নয় সর্দ্দি গর্ম্মি, নয় বিকার হয়। প্রথমে সেই ভয়ে আমি টুপী খুলি নাই। তাহার পর নর্থব্রুকের দেখে আমি অনেক পরে টুপী খুলিয়াছিলাম, কিছুই হয় নাই। আর বলিতে কি, বিশেষতঃ কলিকাতার যুবকেরা আমার যে চুল ফেরানতে ঘোরে আছে, সে সমস্ত চুল উঠে এক্ষণে টাক পোড়েছে, কি দেখাইব।

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। অষ্টম সংখ্যা।

ডাকমাস্থল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

লর্ড নর্থব্রুক।

যুবরাজ কলিকাতা ত্যাগ করিবা মাত্র আমরা শ্রবণ করিলাম যে, লাট সাহেব তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে দিবস লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন, আমরা সে দিবস ঘাটে হাজির ছিলাম, তাঁহাকে দর্শন মাত্র আমাদের মনে ধরিল না, অতি দুর্ব্বল, বিশেষতঃ লর্ড মেওর পর। মেও যেমন লম্বা তেমতি চওড়া ছিলেন, যথার্থ ভারতবর্ষের বড়কর্ত্তার উপযুক্ত, দেখে লোকের ভক্তি জন্মিত; আর চাল চোল বা কি! ঠিক আমির, শেরাজদৌলার বাবা। আজ বড় দর্ব্বার, কাল ছোট দর্ব্বার, আজ এ রাজাকে কাণ ধোরে বারকোরে দিলেন, কাল ওকে দুটা চড় দিলেন; আজ বরাহ শিকার, কাল নাচ; আমোদ প্রমোদেই দেশ টলমল করিত। ঢাকের কাছে টেমটেমীর বাদ্য হোল!

নর্থব্রুক ইন্‌কম টেক্স উঠাইয়া দিলেন। কেন রে বাপু! তুমি লিবারল, (অর্থাৎ সর্ব্ববাদী রাজশাসন-প্রণালী-দীক্ষিত) বাড়ীতে থাকগে, বিলাতে থাকগে; ভারতবর্ষে কেন? এখানে একবাদী রাজত্ব-শাসনপ্রণালী, রাজার মতেই মত। এখানকার এমন আয় কি ত্যাগ করিতে আছে? প্রজারা অসন্তুষ্ট

হইয়াছিল, তা হলোই বা, বিলাতের লোকেরা তো অসন্তুষ্ট হয় নাই। তার পর ছোটকর্ত্তার মতের বিপক্ষে এ দেশস্থ লোকদিগের মত শুনিয়া "উচ্চ শিক্ষার" পক্ষপাত করিলেন। এটি কি তাঁহার উচিত কার্য্য হইয়াছিল? দেশের লোকের কথা শুনে এত বড় লোকটার সঙ্গে অকৌশল করায় "স্পিরিট ডি কোর" কি রহিল? বড়কর্ত্তা হইয়া বাজে-লোকের কথা শুনে কি এমত কাজ করিতে আছে? তাহা করিয়াই যদি ক্ষান্ত হইতেন, তা হলেওত বাঁচিতাম। ফেমিনের জন্য আবার টেম্পল সাহেবকে ছোটকর্ত্তার স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন। কি বিপদ্! গরিবদেশ ছেড়ে পালাল।

তার পরে বরদা; নিজে লিবারল একেবারে এবসোলিউট ডেস্পটিজেম রীতিতে কার্য্য করা কি সহজ কথা! তুকুল বজায় রাখিতে গিয়া একেবারে খিচুড়ি কোরে বসিলেন।

এত দিনে দেখেও শিখিতে পারিলেন না। লর্ড মেও যোধপুরের রাণাকে কাণ ধোরে দরবার হইতে বাহির করিয়া দিলেন; সুধুই যে বাহির করিয়া দিলেন এমত নহে, হাজতে দিলেন, ("টিল ফার্দ্দর অর্ডর") লোকে কথাটি কহিল না, উল্টে কত বাহবা পড়িল। অদ্যাবধি রাণার কর্ণের ব্যথা যায় নাই। ইনি কি না, সার শালারজঙ্গের নিকট বোকা বোনে বসলেন। ছি ছি! লর্ড নর্থব্রুক যে কর্ম্ম করিয়াছেন, মন্দই হইয়াছে, কিন্তু এ "মন্দ" শব্দটি তাঁহারি পক্ষে ব্যবহার্য্য। গরীব দেশস্থ লোকের পক্ষে নহে! দেশীয় লোকের সন্তোষার্থে তিনি অনেক কার্য্যই করিয়াছেন। ইংরেজেরা তাঁহার পোষকতা করিবে কেন? এক্ষণে লর্ড লিটন বাহাদুর ভারত-জমিদারীর নায়েব হইয়া আসিতেছেন। ইতি সুবিখ্যাত নবন্যাস-লেখক সার বুলার লিটন সাহেবের পুত্র। ইনি যে কি করিবেন, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ, ভবিষ্যতের ব্যাপার ভবিষ্যতে লিখিব। যদি বলেন "উঠন্তি মূলার পত্তনে জানা যায়" কিন্তু এখন অবধি পত্তনও হয় নাই যে জানিতে পারিব।

যুবরাজের সংবাদ।

যুবরাজ ২৮এ ডিসেম্বরে পাইকপাড়া রাজাদের বেলগেছের ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের দরূন্ বাগানে দেশী লোকের নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন, বাগানটি অতি পরিপাটী রূপে সাজান হইয়াছিল। বিশেষতঃ অষ্টচালাখানি দেখিলে সেকেলে বিবাহের নাচঘর মনে পোড়ে যায়, তবে যে কিছু পরিবর্ত্তন সে কেবল সময় ও হেতুর জন্য মাত্র।

এ নিমন্ত্রণ যে এদেশস্থ সমস্ত জাতি মিলিত হইয়া করা হইয়াছিল, তাহা অষ্টচালা খানিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল।

অষ্টচাল্লার ছাদটি খেস্তানী করিউগেটেড্ লৌহ-নির্ম্মিত, দ্বারটি মুসলমানী (শেরেসেনিক) খিলেন এবং রাজ আসনের পিছনে হিন্দুদিগের ৺ কালীদেবীর ছটা! এমত মিল কি সহজ বুদ্ধির কর্ম্ম, অনেক কাট-খড় লেগেছিল। বোধ হয় এই অবধি মিল করিয়াই কাট-খড় শেষ হইয়া যায়। তাহা না হইলে যখন হিন্দুদিগের বেদপাঠ করিয়া যুবরাজকে শুনান হইল, তখন মুসলমানদিগের কোরান্, শীকদিগের গ্রন্থ, খৃষ্টানদের বাইবেল, এবং উন্নত ব্রাহ্মদের—কি! (কিছুই নাই যে লিখিব) শুনান কর্ত্তব্য ছিল, তাহা হইলেই মিল সুদ্ধ হইত—চূড়ান্ত হইত। তবে কেন যে শুনান হইল না, বলিতে পারি না, বোধ হয়, হিন্দু ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী দেশবাসীদের তত দূর রাজভক্তি নাই যে, ধর্ম্মের এক গালে চুণ আর একগালে কালী দিয়া কেল্লুয়া ভুলুয়া সাজাইয়া খেম্‌টা নাচায়। তাহারা সব "ডিসলয়াল" সব "ডিসলয়াল।"

৫০ টাকা করিয়া একখানি টিকিট, আমরা গরিব, তিন টাকা মাত্র প্রাণ, এত কোথায় পাব, মহাবিপদ, না যাই তো পাঠকেরা রাগ করিবেন, যাইতো ৫০ টাকা লাগে; অনেক ভেবে চিন্তে কোন উপায় না পেয়ে বাসন্তিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলি হ্যাদে, টিকিটের কোন উপায় টুপায় বোলে দিতে পার।

বাসন্তিকা হাসিয়া কহিলেন "তার ভাবনা কি, তুমি বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে গিয়া, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর নিকট চাওগে না!

আমি মাথা চুলকাইয়া কহিলাম, কথা টা কি জান, আমার সহিত তত আলাপটা নাই। আর বিশেষতঃ—জান ত।

বাসন্তিকা হাসিয়া কহিলেন "আঃ! তাও কি তার মনে আছে, এবার থেকে আর অত কালী ঝুলি দিয়ে বার কোর না। আর বিশেষতঃ তিনিও গরিবের ছেলে, টাকা কাকে বলে, বেশ জানেন!

"গরীব" কথাটি শুনে আমার চটকা ভেঙ্গে গেল; কহিলাম, গরীবের ছেলে ছিল বটে, কিন্তু আপাতক যে পালক বার হোয়েছে।

ইহা শুনিয়া বাসন্তিকা আমাকে ধাক্কা দিয়া বার করিয়া কহিলেন, "আঃ! একবার গিয়েই দেখ না। না হয় তোমার পেষার নাম কোরে এক খানা টিকিট চেও, যুবরাজের জন্য তাহারা অনেক তামাসাগির একত্র কোরেছে।

এতক্ষণে আমার ভরসা হোল। কোমর বেঁধে হন হন কোরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, হোমরা চোমরারও কোল্‌কেটি পাবার যো নাই; আমার বড় দাদারা কেউ টক টক কোরে উঠে যাচ্ছেন, কেউ ধড় ধড় কোরে নেবে চোলেছেন। দেখেই তো প্রাণ উড়ে গেল। তাড়াতাড়ী টিকিটি পাগড়ির ভিতর লুকিয়ে ইং-রেজী কেতায় (আমি এখন অনেক ইংরেজী কেতা শিখেছি) দম দম কোরে উঠে গিয়া আসিষ্টাণ্ট সেকরেটরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন মহাশয়, একখানা টিকিট পেতে পারি।"

সেক্‌রেটরী মহাশয় কিছু মাত্র উত্তর না দিয়া হাত পাতিলেন।

আমি জানিতাম বেশ্যালয়, পুলিস, আদালত, রেলওয়েই হাত পেতে থাকে, সে চাল হেথা অবধি এসেছে না কি! অবাক্ হইয়া ক্ষণেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার পকেটে একটি পয়সা ছিল, সেইটি বার করিয়া হাতে দিলাম।

সেক্‌রেটরী মহাশয় আমার প্রতি কটমটিয়ে চাহিয়া কহিলেন, "এ কি !!" আমি মনে করিলাম, বুঝি বড় কম হোয়েছে, মাথা চুলকাইয়া কহিলাম, "আমি গরিব মানুষ আর কোথা পাব।"

সেক্‌রেটরী মহাশয় রেগে কহিলেন "ডেম ইওর "কোথা পাব" ৫০ টাকা কোই।" পয়সাটি ছুড়ে ফেলে দিতে গেলেন। আমি অমনি খপ কোরে হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পকেটে গুঁজে কহিলাম। বাপু হে, যদি ৫০ টাকাই দিতে পার্‌ব, তবে আর তোমার কাছে আসবো কেন, তা হোলে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে লিখে পাঠাতেম, আর টিকিট পেতেম।" ঢের গায়ে টায়ে হাত বুলালেম। ভবী কি ভোলবার, বোল্লে, হবে না গো, হবার যো নাই।

আমি বলিলাম "যুবরাজের কৌতু-কের জন্য অনেক রকমের তামাসা রাখিতেছেন, আমাকেও তাদের মধ্যে পূরে দিন না। আমি তো বসন্তক, পূর্ব্ব-কালাবধি রাজা-রাজড়ার সভায় কোলকে পেয়ে থাকি, আজি কি আপনারা আমার হুঁকা বন্ধ করিবেন? আর যদি বলেন, সে-কেলে চাল, পশ্চিমে রাজাদের দরবারে যুবরাজ অনেক দেখিতে পারেন, আব-শ্যক কি? কিন্তু এমত "এন্‌লাইটেন" ভাঁড় তো আর কোথাও নাই, পেণ্টু-লেন পোরে বলেন তাই পারি, ইজার পোরে বলেন তাই সই, ধুতি পোরে বলেন তাতেও আছি, কপ্নি পোরে বলেন তো, তাতেও পিছ পাঁও হই না। আপনি অনেক বাই, খেমটী, গায়ক, কন্‌সার্ট পেতে পারেন, কিন্তু আমার মতন আর দুটি সারা বাংলা খুঁজিলে পাবেন না।"

সেক্রেটরী বাবু হো হো কোরে হেসে একখানি টিকিট বাহির করিয়া আমার হস্তে দিলেন।

আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া টিকিটখানি পকেটে পূরিয়া কহিলাম, মহাশয়, আর একটি নিবেদন আছে।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি?

আমি হাত যোড় করিয়া কহিলাম, মহাশয়, যদি অনুগ্রহ করিয়া না যান, আপনি থাকিতে আমি কল্‌কেটিও পাব না!

কি কি বলিয়া বাবু কেদারা থেকে উঠিলেন।

আমি ছুটে কটক পার। হন হন কোরে চোলে বাটীতে উপস্থিত হয়ে আহারাদি ক'রে রাত্রে বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

আলোয় আলোয় স্ফটিক ফুটে গেছে। দেখে আমার গুপ্তবৃন্দাবন মনে পোড়্‌লো, নামটিও যেমন, সেজেছিলও তেমন, আহা! দেখে প্রাণ যুড়িয়ে গিয়েছিল!

বাগানের প্রবেশদ্বারেই দিব্য ফটকটি করা হয়েছিল, দিবসে যত সুন্দর দেখাইতেছিল, রাত্রে তত সুন্দর দেখায় নাই, তার পর এঁকৃতে বেঁকৃতে গেলাম, "তথাপ্যাকচালা খানা দৃষ্ট হইল।"

দ্বারদেশে রিসেপসন কমিটি দাঁড়াইরা রহিয়াছেন, কমিটিটি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

হিন্দু।

ব্রাহ্মণ, ঠাকুর গোষ্ঠী।

কায়স্থ, শোভাবাজারের দেবেরা।

নবশাখ ও তেলি তাম্বুলি ইত্যাদি বাবু কৃষ্ণদাস পাল।

মুশলমান।

আবতুল লতীফ খাঁ বাহাচুর

আর কএক জন ঢাকাই নেড়ে।

পাড়াগেয়ে জমিদার।

রাজা প্রমথনাথ।

বৃদ্ধ।

রাজা রমানাথ ঠাকুর।

অর্দ্ধ বৃদ্ধ।

বাবু দিগম্বর মিত্র ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

নব্য সম্প্রদায়।

রাজা যতীন্দ্রমোহন বাহাচুর।

বালক।

পাইকপাড়ার কুমারেরা।

কানা।

সেখ আবতুল লতীফ খাঁ বাহাচুর।

কালা।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল।

কমিটি দেখিয়া কাহার না ভক্তি জন্মে।

মাছিটি অবধি এড়ায় নাই।

আমি বাগানে প্রবেশ করিয়া অষ্ট-চালার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, অমনি সাত আট খানা প্রগ্রাম আমার হাতে আসিয়া পড়িল। আমি যথাবিধি সে-লাম করিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াই-লাম।

একজন লোক আমার নিকটে আ-সিয়া কহিলেন "এখানে দাঁড়াইবার হুকুম নাই, ভিতরে গিয়া বসুন।"

কি বিপদ! আমার যুবরাজকে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, ভিতরে গিয়া বসিলে গোলমালে কি দেখিতে পাইব? বসা হবে না, দাঁড়াইতেও দেয় না, বারোশতেরো ভাবিয়া নামিয়া গিয়া রাস্তার ওধারে দাঁড়াইলাম। কি বিপদ! তথায় হাম্‌দা সার্জ্জন আমাকে দেখে কাছে সোরে এল; আমি অমনি পকেট থেকে পেনসিল বাহির করে প্রোগ্রামে লিখিতে লাগিলাম, সার্জ্জন ভায়া নিকটে আসিয়া উঁকি মারিলেন, আমি চোক্ মোট্‌কে আঁধারে খই খেলাম।

সেও ত্রুটি করিল না, ভাব্‌লে এক জন রিপোর্টর হইবে।

হাঁপছেড়ে বাচলুম।

সম্মুখে চাহিয়া বাহার লইতে লাগিলাম।

সম্মুখে রিসেপ্‌সন কমিটির সভ্যেরা, সর্ব্ব শেষে কৃষ্ণদাস, তাহার পরে ছোট-কর্ত্তার গোঁফ ঠিক যেন মেঘের আড়ে ধূমকেতু, তাহার পরে কালীর ছটা, হদ্দ বেহদ্দ বাহার।

গড় গড় কোরে চার ঘোড়ার গা-ড়ীতে যুবরাজ আসিয়া উপস্থিত হই-লেন।

একশ আট বোম।

ছোটকর্ত্তা অভ্যর্থনা করিয়া ফর্দ্দ খুলিয়া গড় গড় করিয়া নাম পড়িয়া চলিলেন।

চারিদিক্ হইতে সেলাম।

যুবরাজ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা না হইলে আর পারেন না। দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন।

যুবরাজ সিংহাসন অর্থাৎ সো-নালী গিল্‌টি করা ইজিচেয়ারে গিয়া বসিলেন।

স্মার্ত্তচূড়ামণি ভরতচন্দ্র শিরোমণি ওঁকার শব্দে ধান্য দূর্ব্বা লইয়া রাজপদে আশীর্ব্বাদ স্থাপন করিলেন। গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে গিয়া দেখেন যে, শ্রীপদে বিলাতী বুট। কি করেন; পদধূলির পরিবর্ত্তে বিলাতী বুটের ধূলি উত্তরীয় বসনাঞ্চলে লইয়া শান্তি শান্তি ইত্যাকার গম্ভীর শব্দে কমিটির প্রত্যেকের মস্তকে, বক্ষে, চক্ষে বুলাইয়া দিলেন।

কাশ্মীরের রাজা হা কোরে চেয়ে রইলেন। তাঁহাদের দেশে ব্রাহ্মণে মুর্গী খায় বটে, ত্রিসংস্পর্শে মুশলমান

সহিসে আহারাদির দ্রব্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনে বটে, কিন্তু এ বুড়ো বামুনী ইয়ংবেঙ্গলী খিচুড়ির ফোড়নের ঘটা দেখে হাঁ কোরে পড়িলেন।

বেদপাঠ হইতে লাগিল।

কাশ্মীরের রাজা কর্ণে অঙ্গুলী দিলেন।

নুলো গোপাল তান ধরিল।

কাণে পেনা দিলেন।

কন্‌সার্ট বাজায় গলদ্‌ঘর্ম্ম।

দাওয়ান কৃপারামকে জিজ্ঞাসা করি-লেন যে, "এ দেশে কি (জোলা) নামে এক জাতি আছে, যারা না হিন্দু না মুশলমান, যারা হিন্দু ও মুশলমানের মিশ্রিত চালে চলে, এ কি তাদের বাজনা?

কৃপারামের বিদ্যা রাজারি মত, ফিরিয়া নীলাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

নীলাম্বর কহিল, যে এর নাম "কন্-সার্ট" এটি বিলাতী যন্ত্রে দেশী কার্দ্দানি।

কাশ্মীরের রাজা হাসিয়া কহিলেন, বুঝেছি, তবে এরই নাম হাপকাষ্ট, যা নিয়ে এত গোলযোগ হোচ্ছিল। দেখ নীলাম্বর! তুমি একর, ও কর, তা কর, যা কর, কিন্তু এদের আমার দেশে কিম্বা বাটীতে ঢুকুতে দিও না, দিও না, দিও না, দিও না। দেশের সব ছেলে খারাপ করিবে।

ন্যাসতরঙ্গ বাদ্য আরম্ভ হইল।

ন্যাসতরঙ্গের সুর অতি কুৎসিত, সাপুড়ের তুবড়ীর মত। একজন লক্ষ্ণৌ-য়ের মুশলমান জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কি? আবাজ ভারি খারাপ।

আমি গর্ব্ব করিয়া কহিলাম, উঠে দেখ না। আমরা সকলেই বাঙ্গালী, সভার রীতিমতে কেদারার উপর দাঁড়া-ইয়াছিলাম, নামিয়া মুশলমানকে তুলিয়া দিলাম। সে একবার উঁকি মারিয়া শীঘ্র নামিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখেছেন।

সে হাসিয়া উত্তর করিল "আমা-দের দেশে মেথরেরা অনেক বাজিয়ে থাকে।

রাজকুমার উঠিয়া জলযোগ করিতে গেলেন, বাছা বাছা বড় বড় লোক উপরে গেলেন, বাজে লোক একতলার পাতে অর্থে টেবিলে বসিয়া গেল।

বেলগেছের বাগানের বাঙ্গালী খানা।

বেলগেছের বাগানেতে যে খানা গিয়েছে।
দেখে শুনে এ গরীব তাক হয়ে গেছে॥
যতেক হিন্দুর সুত, সুত নয় ভূত।
যে কাণ্ড করিল তথা ন ভাবি ন ভূত॥
খানা লয়ে টানাটানি হানাহানি করে।
যথা শকুনের দল ভাগাড় উপরে॥
হিন্দুদের কথা আমি কহিব কি ক'রে।
ইংরেজেরা দেখে শুনে লজ্জা পেয়ে সরে

বৃদ্ধতম রমানাথ ঠাকুর প্রধান।
প্রথমে প্রসাদ পেতে ছুটে বোসে যান॥
অন্ত নাই দন্ত নাই চোল সুদ্ধ নড়ে।
শেষদশায় শুধু তাঁর প্রাণটি আছে ধড়ে॥
হইয়াছে বটে রাজা উপাধি ইহাঁর।
রাজা হোলে খানা চাই ভেবেছেন সার॥
এই সার ভাবি মনে গাড়লের মত।
খানা খেতে অগ্রসর পাড়াগেঁয়ে যত॥
তাই বুঝি এ দেশের লাট মতিমান।
রাজা উপাধিটি তাঁরে করিল প্রদান॥
তিন কাল গেছে তাঁর ঠেকিয়াছে শেষে।
কত রঙ্গ দেখাইবে এ বৃদ্ধ বয়েসে॥
সবে জানে বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি শুদ্ধি হরে।
বায়াত্তুরে দশা ধরে দেখি সর্ব্বত্তরে॥
তাঁর তাহা শোভা পায় কি কব অধিক।
তাঁর অনুগামী যারা তারা ধিক্ ধিক্॥
ক্রমে ক্রমে ছোট-বড় যত তথা ছিল।
তাঁর অনুগামী হয়ে খানায় বসিল॥
আস্ত আস্ত গোস্তগুল লাগিল গিলিতে।
সামান্য গোরাও দেখে লাগিল হাসিতে॥
ভেতো বাঙ্গালীর ছেলে শুধু ভূমে বোসে।
হাত দিয়ে খেতে জানে শাক ভাত কোসে॥
তারা কাঁটা চামচ কি পারিবে ধরিতে।
দুই হাত দিয়ে আড়ে লাগিল গিলিতে॥
মিশাইল মিষ্ট ঝাল তিক্ত এক সঙ্গে।
খান্সামারা অবাক্ হইয়ে হাসে রঙ্গে॥
বটে রে নূতন কাকে কি খেতে শিখিলে।
বুড় কাকে হারাইয়ে দেয় অবহেলে॥

ধিক্ ধিক্ তোমাদের লেখা পড়া শিক্ষা।
আজি কি তাহার এই দিলে হে পরীক্ষা॥
লেখা পড়া শিখে লোকে উচ্চাশয় হয়।
তোমরা শিখিয়ে শুধু হ'লে নীচাশয়॥
ইংরেজের উচ্চগুণ যে সকল আছে।
তোমরা কখনো নাহি যাও তার কাছে॥
শিখিয়াছ খানা খেতে মাতাল হইয়ে।
মান অপমান প্রতি না দেখ চাহিয়ে॥
তিল মাত্র তোমাদের তেজ কভু নাই।
এক পেট খেতে পেয়ে মানে দিলে ছাই॥
এত পড়া শুনা করি কাপুরুষ হোলে।
তবে কেন কেন সবে হইয়ে না মোলে॥
এ বিদ্যার চেয়ে বরং অবিদ্যাতো ভাল।
তা হলে বরঞ্চ তেজ থাকিত বিশাল॥
খানা খান দোতালায় বসি বাবু যত।
মাঠে পড়ি হিম খায় রাজা শত শত॥
একপেটে হিম খেয়ে হইল অধীর।
কার শ্রাদ্ধ কেবা করে নাহি হয় স্থির॥
কলিকাতার্ ভাব দেখি সকলে অবাক।
যত মুটে মজুর অবধি হোল তাক॥
রাজাদের দুঃখের নাহিক আর সীমা।
ঘরে বোসে লঙ্কা ভাগ করে কালনিমা॥
এত খানা নয় শুধু ভারতীরে সারা।
কি কাশ্মীর পাতিয়াল দেখে দিশাহারা॥
কাঁদালে তোমরা শুধু ভারত মাতারে॥
আর বঙ্গবতী সতী কাঁদে অশ্রুধারে।
তাই বলি কি আর বলিব হায় হায়॥
"গুণ হয়ে দোষ হোলো বিদ্যার বিদ্যায়॥"

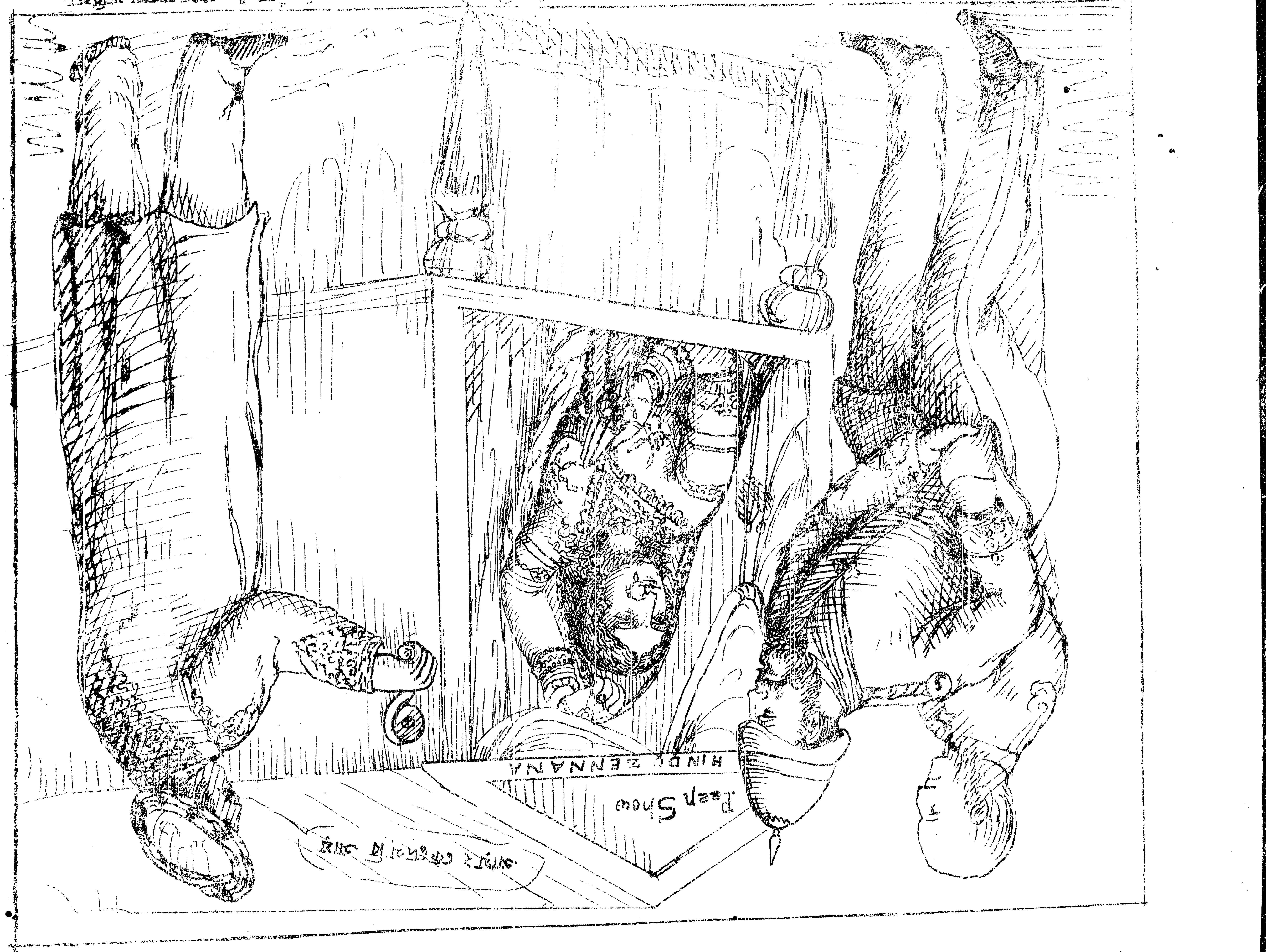

A Peep Show. For a Sovereign, only for a Sovereign.

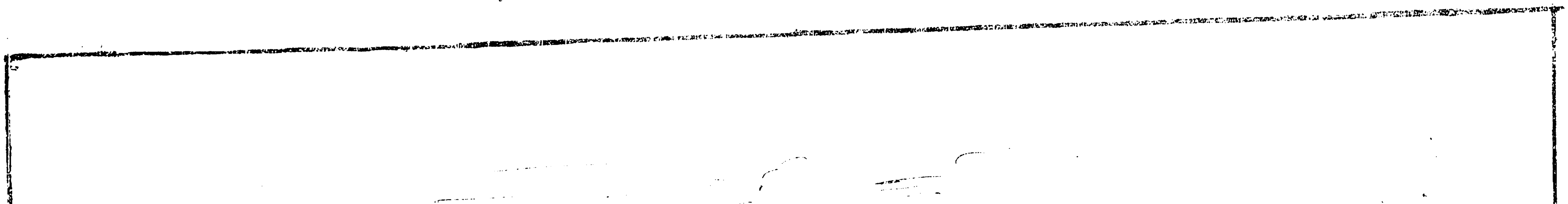

"The Race" for which many Thousands were Subscribed

যে দৌড়ের জন্য হাজার হাজার টাকা চাঁদা হইয়াছিল।

অমৃত বাজার হইতে উদ্ধৃত।

বাজিমাৎ।

বেঁচে থাকো মুখুয্যের পো খেল্লে ভাল
চোটে।
তোমার খেলায় রাংরূপা হয় গোবরে শা-
লুক ফোটে॥
ফিক্রুদানে এক তাড়াতে কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ্ কাতুরে ভেকো হলো কেয়াবাৎ
কেয়েবাৎ॥

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়।
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুল তলায়॥
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গলার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাসে ইংরাজে॥
কোথায় কৈশবদল, বিদ্যাসাগর কোথা।
মুখুয্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা॥
হরেন্দ্র নরেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি।
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি॥
ধন্য মুখুয্যের বেটা বলিহারি যাই।
সস্তাদরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই॥
ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস একবার দেখ চেয়ে।
বকুলতলায় পথের ধারে কত শত মেয়ে॥
কালো, ফিকে, গৌর, সোণা—হাতে
গুয়াপান।
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান॥
আস্‌বে রাজা, রাজ্‌পারিষদ, লাট্ সাহেবের
মেয়ে।
মার্‌বেল মারা গিল্টি হ'লে, একবার দেখ
চেয়ে॥
বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন্।
বিষ্ণুপুরে মিন্‌সের দেখ বোড়ে টেপার গুণ॥
ছি! রাজেন্দ্র! কাল্‌কাটালে পুথি ঘেঁটে
ঘেঁটে।
আইনপেসার পেস্কারিতে মান্‌টা গেলঘেটে॥
ধন্য হে মুখুয্যে ভায়া বলিহারি যাই।
বড় সাপ্টা দরে সাৎ করিলে খেতাব
"সি, এস্, আই॥"

হেদে ও সহরবাসি আর্ কি হাসি হাস্‌বি
রেড়ো ব'লে।
দেখ্‌না চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর
ছেলে॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব।
নাভীটেপা কেরার সাহেব, বার্‌টেল নায়েব॥
আর কেনলো ঘোম্‌টা খোল কবির কথা
রাখো।
লাইট্ পেয়ে রাইট্ হয়ে পার্ হওলো সাঁকো॥
ভয় কি তাতে লজ্জা কি তায় কাল বদনখানি।
দেখ্‌বে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি॥
কব্‌জা তুলে দেখ্‌বে বাজু দেখ্‌বে কাণের
ফুল।
দেখ্‌বে কণ্ঠি কণ্ঠহার পিঠের ঝাপাফুল॥
আয় এয়োগণ কর্‌বি বরণ প'রে চরণচাপ।
শিবের বিয়ে নয়লো ইহা ধর্‌বে নাকো সাপ॥

এগিয়ে এসো বুড় ঠাক্‌রুণ সাৎপোয়াতিরমা।
তক্ত পাবেন তোমার তিনি তাওকি জান না॥
সোণার থালে হীরের মালা তাতে ঢাকাই ধুতি।
নজর দিয়ে দেখাও খুলে বউ বিননো পুতি॥
বাহবা বুক বুড় বয়েসে গলায় কাপড় দিয়ে।
রাজ্‌পূজাটি কল্লে ভাল ফুলের মালা নিয়ে॥
কোন্ শাস্ত্রে লেখে বল বাম্‌নের মেয়ে হয়ে।
রাজার ছেলের পা পূজিবে ফুলের সাজি লয়ে॥
এখন—দাঁড়াও স'রে বুড় দিদি হাসিল্ হলো কাজ।
দেখ্‌বো আমি ভাল ক'রে আর এয়োদের সাজ॥
আয় না লো সব একে২ গোলাপী কাঞ্চন।
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘটকালি কেমন॥
ভয় করোনা এক্‌লা আমি দেখ্‌তে নাহি চাই।
রাজার ছেলের আব্‌ডালেতে উকি মার্‌বো ভাই॥
আমি—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হ'তে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কিলো তারে॥
বল্‌তে কথা বাছা বাছা কদম্ ফুলের ঝাড়।
ঘেল্লো আমি রাজকুমারে ভাঙ্গলো কবির ঘাড়॥
হীরার ঝলস্ সোণার কলস্ হাতঝুম্‌কার বোল্।
হুলু হুলু উলুর ধ্বনি শাঁকের গণ্ডগোল॥

বারাণসীর খস্‌খসানি উঠ্‌লো মহা ধুমে।
সারবেলেতে মলের টমক্ বাজ্‌লো রুমে রুমে॥
কবি হৈল হত ভোম্বা হিন্দুর পর্দ্দা ফাঁক।
পালিয়ে যেতে পথ পায়না ঘোরে কলুর চাক॥
বাঙ্গলায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন।
বাঙ্গালী-কুল-কামিনী হইল স্বাধীন॥

সে নিশিতে কি সহরে কিবা পল্লিগ্রামে।
নিদ্রা নাহি যায় কেহ সুখের আরামে॥
গৃহিণী যাহার ঘরে তারি কান্নাহাটি।
সারানিশি গঞ্জনার চোটে ফাটে মাটি॥
কহে কোন রাজনারী বিনায়ে বিনায়ে।
শয়নগৃহের পাশে পতিকে শুনায়ে॥
"খালি সার্টিনের সাজ, ফেটিন্ হাকান্।
কেবল সেলাম্ বাজি লেবিতে বেড়ান্॥
দিন রাত ঘূরে ঘূরে মরেন কেবল।
ঘোড়দৌড়ে টউন্ হলে মুড়িয়া মক্‌মল॥
ক্লাইব লাটের আমল হতে পেসা খোসামুদি।
তাতেও গলদ্ এত—কি কব লো দিদি॥
এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বনা খালি।
চান্দা দিতে চান্দি ফাটে মানের গুড়ে বালি॥"
শুনিয়া নারীর কথা মনে অভিমান।
কর্ত্তাটী জানালা খুলে স্নিগ্ধ বায়ু খান॥

অন্য কোন অট্টালিকা ভিতরে আবার।
পতি পাশে কোন রামা করেন ঝঙ্কার॥
'পর্ব্বটা কি, শুনেছ তো, লজ্জা নাই মুখে।
পোষাক খুলে চুপে চুপে শুতে এলে সুখে॥

রাণীর ছেলে দেখে গেল হলুদমাখা হাত।
সাতপুরুষে সভ্য মোরা হলেম গুদমজাৎ॥
পড়্‌তে পারি বল্‌তে পারি ইংরাজী ভাষায়।
পিয়োনা বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায়॥
'এন্‌লাইটেন'সবার আগে কর্ত্তা বিলেত যান।
তোমার গুণে গুণমণি হারালে সে মান॥
পায়ে বুট জোব্বা গায়ে গলায় সোণার চেন।
তক্মাওলা আড়দালিতে হয়না শুধু "ফেম্॥"
বাপপিতামোর নামে খালি হয়নাকো রাজভেট।
"টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট্ চাই ষ্ট্রেট্॥"
ধিক্ তোমারে ধিক্ সে তোমার হিরাল-ডরি বুক্।
বাগিয়ে কেমন এক মিনিটে লাগিয়ে দিলে হুক॥"
খোঁটা খেয়ে অধোমুখে পতি তার চায়।
এই রূপ গঞ্জনায় সারা নিশি যায়॥

বলে কোন ধনাঢ্যের অভিমানী নারী।
বড় নাম বড় জাক বোঝা গেছে জারি॥
দূর ক'রে টেনে ফেল—টাকা দিও শয়ে।
এ হিড়িকে দাঁড়ালে না একটা কিছু হয়ে॥
"বাঁধা রোসনাই আলো সব কি গেল ফেসে।"
রায় বাহাদুর নামটাও ছি না পাইলে শেষে॥
সুযোগ বুঝে হুজুকে বামুন নাম কল্লে জারি।
তোমার কেবল আতস্ বাজি, মন্দ তুমি ভারী॥

জজের গৃহিণী কন "ভ্যালা জজিয়তি।
নামে শুধু অনারেবেল্ পদ বিলায়তি॥
ছোট লাটের আজ্ঞাকারী তোমা হতে দেখি।
লক্ষ গুণ বড় লোক বল দেখি একি?
কুঠী নিলে বাড়ী ছেড়ে সাহেব পাড়ায়।
তোমার কোর্টের উকীল তোমাকে হারায়॥
ছি ছি, ছি ছি, ছেড়ে দাও এমন চাকরী।
শুদু খালি মার্কা মারা প্যাদার "লিবরি"॥
ভাবতুম বুঝি কেষ্ট বিষ্টু তুমি এক জন।
জরাসন্ধ রাজা কিম্বা লঙ্কার রাবণ॥
ওমা ওমা পোড়া ভাগ্যি উকীলের ওঁচা।
হাড়জ্বালাতে পারেন খালিএনে নথিরগোচা॥
ব'লে—ঠোন্‌কা মেরে জজমহিলা বারাণ্ডায় যান।
মিত্র ভায়ার রাত্রি শেষ ভাঙ্গতে তাঁর মান॥

পোনা পুঁটি খয়রা চেলা গিন্নি আর যত।
পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত॥
কেহ বলে আমার কর্ত্তাটি সে সুৎসুদ্দি।
ফ্যাটা বেধে যান খালি এই বিদ্যা বুদ্ধি॥
বাপের কামানো টাকা বিলাতী চাটকে।
দিয়া নিজে জুজু হয়ে ঢোকেন ফাটকে॥
তার টাকা তার কড়ি তারি লোক জন।
মাঝে থেকে লুটে খায় কুঠেল যবন॥
শেষে যবে 'হোমে' যায় দুবছর পরে।
বাজার দেনায় ইনি ঢোকেন শ্রীঘরে॥
এই তো এলেম্ তাঁর বিদ্যার ওজন।
তা হ'তে আমার আর কি হইবে বোন॥
বলে দালালের মাগ্ দালালী ব্যাপারে।
আনে বটে ঢের কড়ি নিজ্ রোজগারে॥
পেটেতো কড়িটি ভোর্ কাল আঁচড় নাই
রাজপুত্র সে কেমনে আনে বল, ভাই॥

কাগজের এডিটারি ক'রে মরে যারা।
তাহাদের কামিনীরা কেঁদে কেঁদে সারা॥
রাত্রি দিন এত খাটে হায়লো স্যাঙ্গাৎ।
হপ্তায় মিনিট পাঁচ হয় না সাক্ষাৎ॥
লেখে এত পড়ে এত এত ছাপা ছাপে।
তবু পদ নাহি পায় অভাগীর পাপে॥
কবি বলে কামিনীরা কৃষ্ণ নাম কর।
ফিরিবে তোদের ভাগ্য শুন অতঃপর॥

ডিপুটীর ভার্য্যা কন আমাদের তিনি।
চৌকিদারী কাজে পটু মফঃসলে 'গিনি'॥
সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার।
বল্‌বো কিলো ওলো দিদি অদৃষ্ট আমার॥
ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালী।
সাতশ টাকা মাইনে হ'লে হদ্দ ঠাকুরালী॥
মন্দ বড় তবু এতে চোক্‌রাঙ্গানী কত।
ঘুটের ঢিপি ভাবে দিদি দেখিলে পর্ব্বত॥
হোতাম যদ্যপি কোন উকীলের মাগ্।
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ॥

সে রমণী বলে বোন্ 'এপিট্ ও পিট্।
একি ছাঁচে ঢালা দুই সমান টিকিট্॥
যে টাকাটি মাসে মাসে করে উপার্জ্জন।
চোদ্দ ভূতে প'ড়ে করে অর্দ্ধেক ভোজন॥
কপালে প্রত্যহ ঝাঁটা এজ্‌লাসে এজ্‌লাসে।
তিন তেরাটি লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে॥
বেশ্যার বেহদ্দ পেসা কথা বেচে খায়।
ওদের আবার মান সম্ভ্রম কোথায়॥
আমি উকীলের মাগ্ কথা শোন্ বোন্।
মুখুয্যের সঙ্গে কার করোনা ওজন॥"

বটে বোন্ বটে বটে মানি তোর কথা।
বলে ধীরে ধীরে এক নারী এসে সেথা॥
আমার কর্ত্তাটি দেখ সরকারী উকীল।
মুখুয্যের "সিনিঅর" উকীল্ সিবিল্॥
রয়েসও হয়েছে কিছু, বদ্ধিও পেকেছে।
ছোট বড় কর্ম্ম কাজ অনেক করেছে॥
পাকা হিন্দু প্রতিদিন দুর্গানাম করে।
তবুও রাণীর ছেলে ঢুক্‌লো না লো ঘরে॥

ডাক্তারের নারী কহে ভারী ত মর্দ্দানী।
নাড়ি টিপে জারি কত ঘরেতে শাসানী॥
পারেন কেবল পাড়ায়২ পিটিতে ধম্বল।
মরণকালে শরণ "চিবর" 'পাট্রিজ' সম্বল॥
মরেন কেবল পথে পথে রোদে ধুকে ধুকে।
ঘরে শুতে এলে এবার খেঙ্গরা দেব ঠুকে॥

কেরাণীর নারী যত পাঁদাড়ে ফোপায়।
মাষ্টারের "মিসট্রেস্‌রা" গোয়াল ঘরে যায়॥
কবির ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়।
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায়॥
কান্তা আসি হাস্য মুখে বলে কই দেখি।
কি পাইলে কাব্য লিখে সোণা কিম্বা মেকি॥
বড় জ্বালাতন কর জেগে সার রাতি।
কালি ফেলে, কাগজ ছিঁড়ে, নষ্ট ক'রে বাতি॥
শয়নে সোয়াস্তি নাই কলম ঠেলায়।
সাত্ রাকাড়ে সাড়া নাই রাত্রি ব'য়ে যায়॥
দেও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপা।
বলুরিবন, চাকি চাক্‌তি, কিম্বা জরির থোপা॥
কবির শিরোপা কবে কি দেখাব ধনি।
শুনে রামা রাঙ্গা ঠোঁট ফুলায়ে তখনি॥
ধাক্কা দিয়ে গর্‌গরিয়ে চ'টে চ'লে যায়।
ফাপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল ফ্যাল চায়॥

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

নসিরাম মেলা।

৫ম প্রশ্ন, রন্ধন।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফনি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। নবম সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵০ আনা।	এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।	অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

নসিরাম মেলা।

বিশেষ সম্বাদদাতা হইতে প্রাপ্ত।

মহাশয়!

এবার নসিরাম মেলা বড় ধূমে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ কর্ত্তৃপক্ষের আনন্দের আর সীমা ছিল না। নৌকার বাচ, পাকাফল পরীক্ষা, কাঁচাছোলা, তিশি, গম, সরিসা, কচু, মূলো, কোপি, কার্পেট, মৃত্তিকার আম্র, বেণে পুত্তলিকা, হাতে আঁকা ছবি, কুস্তী, লাঠালাঠী, মাতামাতী ইত্যাদির কোন ত্রুটি হয় নাই। এমন মেলা আর কখন হয় নাই, হবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। আমি দেখে শুনে চেকে চুকে অবাক হইয়া পড়িয়াছি। কি আশ্চর্য্য! বালিকা বিদ্যালয় হইতে অনেকগুলি তিন বৎসর অবধি বার বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালিকা একত্র করা হইয়াছিল, এবং অনেক বালকও জড় হইয়াছিল।

এ প্রথাটি বড় মন্দ নয়, ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বিলাতি কোর্টসিপ হইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের আর বালক কিম্বা বালিকা হবার যো নাই। বেল পাকিলে কাকের কি? আমাদের ভাগ্যে আর ঘটিবে না। বালিকাদিগের কি পরীক্ষা হইবে, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া তাহাই অগ্রে দেখিতে গেলাম। কে ভাল পুতুল খেলিতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষেরা একত্র হইয়া বালিকাদিগকে তাহারই পরীক্ষা

করিতে আরম্ভ করিলেন। যে কএকটি প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা অবিকল লিখিলাম।

১ম প্রশ্ন।—বৌ-মুখ দেখাও?

১ম বালিকার বয়স্ ১২ বৎসর, সলজ্জভাবে মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

এক্জামিনার শূন্য নম্বর দিলেন। বালিকাটি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

২য় বালিকা—বৌ-মুখ আবার কি! আমরাত বৌ হব না, একেবারে গিন্নী হব।

এক্জা। মন্দ নহে, কিন্তু উৎকৃষ্টও নহে!

৩ বৎসরের বালিকাটির নিকটে গিয়া "এক্জামিনার" জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! বৌ-মুখ দেখাও দেখি। সে হাসিয়া বৌ-মুখ দেখাইল। এক্জামিনার—বাহবা! ১ম প্রাইজ। আমি অবিকল নকলটি তুলিয়া লইয়াছি, দর্শকেরা দৃষ্টি করিয়া ১ম প্রাইজের উপযুক্ত কি না, দেখিবেন।

২ প্রশ্ন—।০ সেরি ঘড়া কক্ষে করিয়া কি প্রকারে জল আনিবে?

৩য় বালিকা—ঘড়া কাঁকে কল্লে আমার কোমর ভেঙ্গে যাবে, আমি তো পার্ব না, আমি বড় মানুষ দেখে বিয়ে কর্ব।

১ম বালিকাটি মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "ঘড়াটি কক্ষে করিয়া ঘাটে যাব" ঘাটে সঙ্গিনীদের সহিত গল্প করব, আসবার সময় ঘড়াটি শিঁড়ির উপর থেকে ছেড়ে দিব, ঘড়াটি জলে যাবে, আমি ঘরে যাব।

একজা—তাহা হ'লে জল আনা হ'ল কৈ?

১ম বালিকা—ঘরে যাবে, জলে যাবে। যাবে যাবে ভগ্নাংশ মতে কেটে গেল; ঘর আর জল রহিল; তাহা হইলেই ঘরে জল হইল।

এক্জা—উৎকৃষ্ট! উৎকৃষ্ট! বালিকাটি ভগ্নাংশ অবধি শিখিয়াছে, কি বুদ্ধি! কি বুদ্ধি!

৩য় বালিকা হাসিয়া কহিল; স্ত্রীলিঙ্গে উৎকৃষ্টা হইবে।

একজা—হাঁ হাঁ ওটা অভ্যাস বশতঃ। উৎকৃষ্টা উৎকৃষ্টা! তবে ওকেই প্রাইজ দেওয়া যাক।

৩য় প্রশ্ন—শাশুড়ীর সহিত ঘোম্টার ভিতর হইতে কি প্রকারে কথা কহিবে?

বালিকা—ঘোম্টা দেওয়া এটি বড় কুপ্রথা, শাশুড়ী তিনি মা হন, তাঁর সমক্ষে আর ঘোম্টা দেব কি?

একজা—আর যদি ভাশুর থাকে?

বালিকা—ভাশুরের সঙ্গে কখন তো এক বাটীতে থাক্ব না, যে তার কথা, এটি বড় মন্দ প্রথা।

৪র্থ প্রশ্ন—ঘর ঝাঁট দিতে পার্বে?

বালিকা—ঝাঁটা হাতে কল্লে হাত বড় শক্ত হ'য়ে যায়, আর ধূলা উড়ে শরীর ময়লা হ'য়ে যায়।

৫ম প্রশ্ন—তবে কখন কি ঝাঁটা হাতে কর্বে না?

বালিকা—হাঁ কর্ব বৈ কি, স্বামী কিম্বা আর কেহ যদি আমাদের বিদ্যানুশীলনে বিমুখ কর্তে চায়।

একজা—বিদ্যানুশীলন কাকে বল?

বালিকা—কেতাব পড়া, মাসিক পত্রিকা পড়া, কার্পেট বোনা।

এক্জা—ভাত রাঁধা, খাবার দাবার দেখা, গৃহস্থের কর্ম্ম করা?

বালিকা—ও সব কর্লে আমাদের উন্নতি হবে কেন।

এক্জা—তবে তোমাদের রাঁধবে কে?

বালিকা—কেন ব্রাহ্মণে।

এক্জা—তোমার স্বামী যদি ব্রাহ্মণ রাখিতে অপারগ হন?

বালিকা—তবে আমাদের মত উন্নতিশীলা বালিকাদের বিবাহ না করাই উচিত।

একটি বালক ক্রন্দন করিয়া কহিল, যাঃ! তবে আমার বিয়ে আর হ'ল না।

এক জন শ্রোতা ঠিক বোলেছ বাবা, এত বিবাহ নয়, এ হাতী পোষা।

সকলে—কেও কেও। বড় অসভ্য লোক। বার কোরে দাও২।

মহা গোলযোগ হইল। ক্ষান্ত হইলে পুনশ্চ প্রশ্ন আরম্ভ হইল।—

এক্জা—আচ্ছা যদি দৈবক্রমে ঘোটে যায়?

বালিকা—যদি দৈববশতঃ ঘোটে যায়, তো শাশুড়ী থাকিবেন কি কোত্তে।

প্রশ্ন—আচ্ছা, যদি শাশুড়ীর এক দিন পীড়া হয়, আর শ্বশুর ঠাকুর ভাতের জন্য ব্যস্ত হন, তা হোলে কি কর্বে?

বালিকা—বোসে বোসে কার্পেট বুন্ব।

প্রশ্ন—শ্বশুর পিতার তুল্য, তাঁর জন্য কি এক দিন রাঁধিতে পারিবে না।

বালিকা—যার বিয়ে তার শাড়া নাই, পাড়া পড়্সীর ঘুম নাই। যার পিতা সে বুঝবে।

প্রশ্ন—ভাত রাঁধিতে পার?

বালিকা—"ছিঃ!

প্রশ্ন—আলু ভাজ্তে পার্বে?

বালিকা—ছিঃ ছিঃ! হাস্য।

প্রশ্ন—সকালে কি কর্বে?

বালিকা—প্রাত্যহিক পত্র পড়্ব।

প্রশ্ন—আহার কোরে কি কর্বে?

বালিকা—কার্পেট বুন্ব।

প্রশ্ন—স্বামী গ্রীষ্মে তেতে-পুড়ে আফিস থেকে এলে কি কর্বে?

বালিকা—আমাদের স্বকৃত কবিতা পাঠ করে অঙ্গ শীতল করে দিব।

প্রশ্ন—তোমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্ডিত কে?

বালিকা—বঙ্কিম বাবু।

বিধবা পণ্ডিতনী ১ম বালিকাটির গাত্র টিপিয়া কানে কানে বলিয়া দিলেন, বল বিদ্যাসাগর।

১ম বালিকা—বোল্‌তে হয় আপনি বল না কেন?

প্রশ্ন—সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তক কোন্ খানি?

বালিকা—দুর্গেশনন্দিনী।

পণ্ডিতনী প্রথম বালিকাটির কর্ণে কর্ণে কহিল।" না না বেতাল পঞ্চ-বিংশতি, আর সীতার বনবাস।

বালিকা—না আমি বল্‌তে পার্‌ব না, তুমি সব কথায় বিদ্যাসাগরের নাম কর, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি বল না কেন।

একজা—"কি বোল্‌ছ মা! স্পষ্ট কোরে বল, তোমার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক কোন্ খানি। সত্য কথা বোলো, কোন ভয় কোর না।

১ম বালিকা—সলজ্জভাবে "বিদ্যাসুন্দর"

সকল বালিকা—ছি ছি! ওমা তুই বিদ্যাসুন্দর পোড়েছিস, কি লজ্জার কথা! বঙ্কিম বাবু বোলেছে সে অশ্লীল পুস্তক, তা কি পোড়্‌তে আছে?

১ম বালিকা—ছি ছি আবার কি! পড়্‌তে দোষ কি? আর তোমরা যে বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়েছ, দুর্গেশ-নন্দিনী পড়েছ, সে যে বিদ্যাসুন্দরের ঠান্দিদী।

বালিকা—দুর পোড়ার মুখি! সে যে বিদ্যাসাগরের লেখা, সে কি অশ্লীল হোতে পারে?

১ম বালিকা—মহাক্রোধে "তুই যে বড় আমায় পোড়ারমুখী বোল্লি; তুই পোড়ারমুখী হতভাগী।

বালকবৃন্দ মহাহ্লাদে "নারদ না-রদ।" ইত্যবসরে পণ্ডিতনী ১ম বালি-কার কক্ষ টিপিয়া, "তোর বড় আ-স্পর্দ্ধা হোয়েছে, চল, আগে ইস্কুলে চল, শেখাচ্ছি।

১ম বালিকা—আঃ চিম্‌টি কাট কেন, আমাকে গালাগালি দিলে বুঝি শুন্তে পেলে না। আর ইস্কুল দেখাচ্ছ কি, ইস্কুলে আর গেলে তো দেখাবে। বাবা বোলেছেন, এই মাসেই আমার বিয়ে দেবেন।

বালকদের নারদ নারদ আর থা-মিল না।

একজামিনরেরা মহাক্রোধে বের কোরে দে, ছোঁড়াদের বের কোরে দে, বোলে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

একটা বাগ্‌বাজারের বিট্‌লে ছোড়া বোলে বোস্‌ল, "বটে বড় মজার কথা, ছোঁড়াদের বের কোরে দে, আর ওঁরা ছুঁড়ীদের নিয়ে থাকুন।"

মহা হুলুস্থূল পোড়ে গেল। যে যার বালিকা নিয়ে পালাল। আমিও অবসর বুঝে সর্‌লাম। পাঠকবর্গের নিমিত্ত

২য় প্রশ্ন—ঘড়া কোরে জল আনিবে কেমন কোরে? মসিরাম সেনার প্রবন্ধে দেখ।

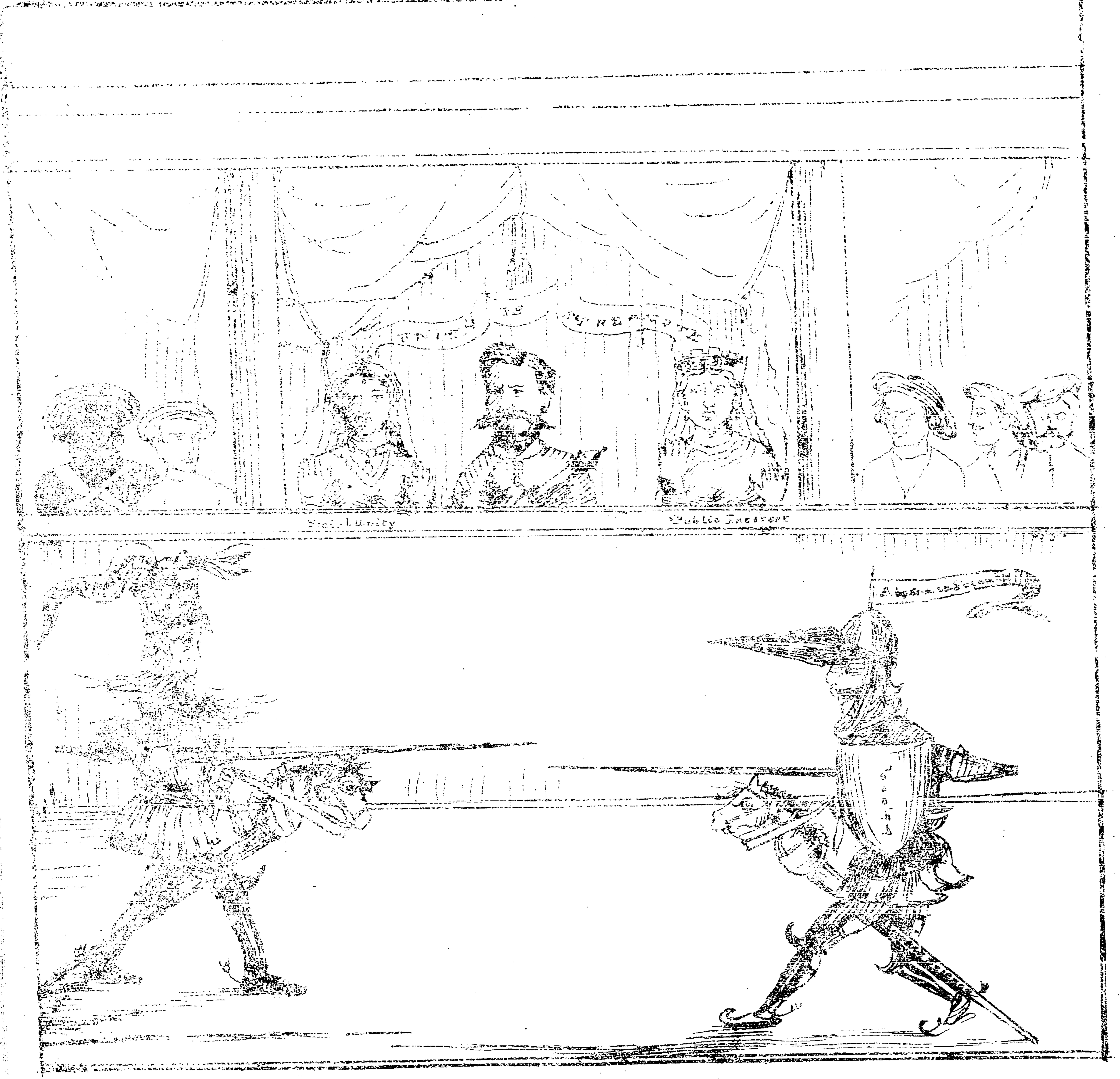

TILTING MATCH.

Under the Patronage of his Honor The Lieut. Gov. of Bengal

Senate House. University Hall

পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ সমস্যা পূরিয়া।
মূর্খে নাহি বুঝে থাকে জুল জুল চাহিয়া॥

বসন্তক—"ওগো জানিলেই জানিতে পারে, ডাক্তর সরকার্স সায়ন্স এসোসিয়েসন নাম শুনেছ, যাহার জন্য ৮৮,০০০ টাকা চাঁদা হয়েছে।"

বাসন্তিকা—"শুনেছি।"

বসন্তক—"তাহার একাউণ্ট অর্থাৎ হিসাব দেখেচ।"

বাসন্তিকা—"কৈ না।"

বসন্তক—"দেখনিত শোন।" ৮৮,০০০ টাকা চাঁদা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৮০০০ টাকা পাওয়া ভার।"

বাসন্তিকা—"কেন।"

বসন্তক—"ডাক্তর সরকার্স সাএন্স এসোসিয়েসনের চাঁদা দিবার জন্য যমরাজ তাঁহার আসামিদের তো আর ছুটি দিবেন না, যে তাহারা পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যে আসিয়া চাঁদা দিয়ে যাবে।" সুতরাং ৮০০০ টাকা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে ৮০,০০০ রহিল।

তাহার মধ্যে একটি বাটী নির্ম্মাণার্থ ৫০,০০০ টাকা,

কল যন্ত্রাদি ক্রয়ার্থ ... ২০,০০০

বাকি ১০,০০০ টাকা। তাহার ৪৲ টাকা হিসাবে কোং সুদ ৪০০৲। এই ৪০০ টাকা লইয়া কি কি খরচ দিতে হইবে তাহা শুন।

বাটী পরিষ্কার জন্য দুই জন বেহারা ৬৲ টাকার হিসাবে ১৪৪৲ টাকা, ঝাঁটা তোয়ালে ইত্যাদি বাৎসরিক ৬৲ টাকা। একজন যন্ত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য সরকার, নিতান্ত মুটে না হয়, যৎকিঞ্চিৎ বুঝে অর্থাৎ যন্ত্রাদি নাড়িতে চাড়িতে না ভাঙ্গে ও পরিষ্কার রাখিতে পারে, ৩০৲ টাকা হিসাবে ৩৬০ টাকা। ৫০,০০০ টাকার নির্ম্মিত বাটীর মিউনিসিপ্যাল টেক্স ন্যূনাধিক ৩০০৲ টাকা মাসিক হিসাবে, বাৎসরিক আয় ৩৬০০ টাকা এসেস করিবে। শতকরা ১৬ টাকার হিসাবে ট্যাক্স দিতে হইলে ৫৭৬ টাকা বাৎসরিক বাটী মেরামতি ও কলযন্ত্রাদি মেরামতি ন্যূনাধিক ১০০০ টাকার কম হইবার সম্ভব নাই।

এক জন এবষ্ট্রাক্‌ট সাএন্স প্রোফেসর অর্থাৎ অত্যুচ্চ নৈসর্গিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর আবশ্যক।"

বাসন্তিকা—"কেন তাহার আবশ্যক কি, আমি শুনেছি ফাদার লাফন, আর ডাক্তর স্বয়ং উপদেশ দিবেন।"

বসন্তক—"ওগো তাহ'লে ভাবনা কি ছিল, ফাদর লাফন তো প্রতি বৎসর বিএ শ্রেণীর ছাত্রদের (লেক্‌চর) উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক দ্রব্য দুই বার করিয়া এত টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া লাভ কি? ফাদার লাফন যে প্রকার প্রতি বৎসর শিক্ষা দেন, তাহাতেইতো চলিত। এ বিজ্ঞান সভাটি বি এ, এম্ এ উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য হইবেক, এমত কি, ডাক্তর সরকার কিম্বা ফাদার

১২৮২ সালের আবিষ্ক্রিয়া।

বসন্তক—"বাহবা! বাহবা! বাহবা! কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! কি আশ্চর্য্য! আমাদের মধ্যে এত বড় ব্যক্তি আছেন, তাহা আমরা স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই; এত দিনে ইহার বিন্দুবিসর্গও জ্ঞাত ছিলাম না। সাধে কি লোকে বলে "গ্রাম্যযোগী ভিক্ষা পায় না।"

বাসন্তিকা—"কি গো কি হয়েছে, বাহবার ঘটাতেতো আর কাণ পাতা যায় না।"

বসন্তক—"ওগো বাহবাতে আর কাণ পাত্তে পার্‌বে কি। ইন্‌কম টেক্‌স আর হবে না, রোডসেস্ কিম্বা এজুকেশন্ সেসের আর কল্‌কে পাবার যো থাকিবে না; মিউনিসিপাল টেক্‌স চাই কি একেবারে উঠাইতে পারিব, টেক্‌সের নামটি থাকিবে না, অথচ রাজ্য চলিবে, এমত একটি উপায় হইয়াছে।"

বাসন্তিকা—"বল কি! কোথায় পেলে।"

বসন্তক—"ওগো ছাই চাপা ছিল? "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ" সকলে ঝাড়তে ঝাড়তে বার হয়ে পল্লো।"

বাসন্তিকা—"কি গো শুন্তে পাইনে।"

বসন্তক—"পাবে গো পাবে, ছাই চাপা কতক্ষণ থাকে। তবে লোকটা ভারি বড় লোক, নাম কত্তে শঙ্কা হয়। আজ কাল পুলিশের বড় দব্‌দবা।"

বাসন্তিকা—"ভয় হয় তো আস্তে আস্তে বল।"

বসন্তক—"তবে শুন। ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি।"

বাসন্তিকা—"ও সর্ব্বনাশ! আমি মনে করি আর কেউ। ডাক্তর সরকার তো বড় ভারি লোক সে সকলেই জানে। তার এত গোল কি।"

বসন্তক—"ডাক্তর সরকার যে কত বড় লোক, সকলে সব জানে না। ডাক্তর সরকার যে উচ্চ ডাক্তর তাহা সকলেই জানে। ডাক্তর সরকার যে এক জন বাঙ্গালী মধ্যে অদ্বিতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ তাহাও সকলে জানে; বড় লোক মাত্রেই যে একটু ছিট অর্থাৎ মাতাপাগল তাহাও সকলে জানে; কিন্তু ডাক্তর সরকার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিসাবী খাতাঞ্জী তাহাতো সকলে জানে না। আক্‌বর সাহার সময়ে বঙ্গদেশ হইতে দুই জন খাতাঞ্জী (ফাইনেনসর) দিল্লিতে গিয়া দশ-আনি-ছয় আনি হয়ে এসেছিল। ইনি একাই ষোল-আনি পরিপূর্ণ।"

বাসন্তিকা—"সে কি এত আমি জানি না!"

বসন্তক—"কোত্থেকে জানিবে, ইহার অগ্রে আমরাও জানিতাম না। কেহই জানিত না।"

বাসন্তিকা—"তবে এখন কিসে জানিতে পারিলে।"

ছি ছি দিদি একি তোর রকম অহংকার লো।
চির শাস্ত্রর গলা ধর ঘরের লোক পর লো।
এত দিনে হলি কি লো এমন দিগম্বর লো॥

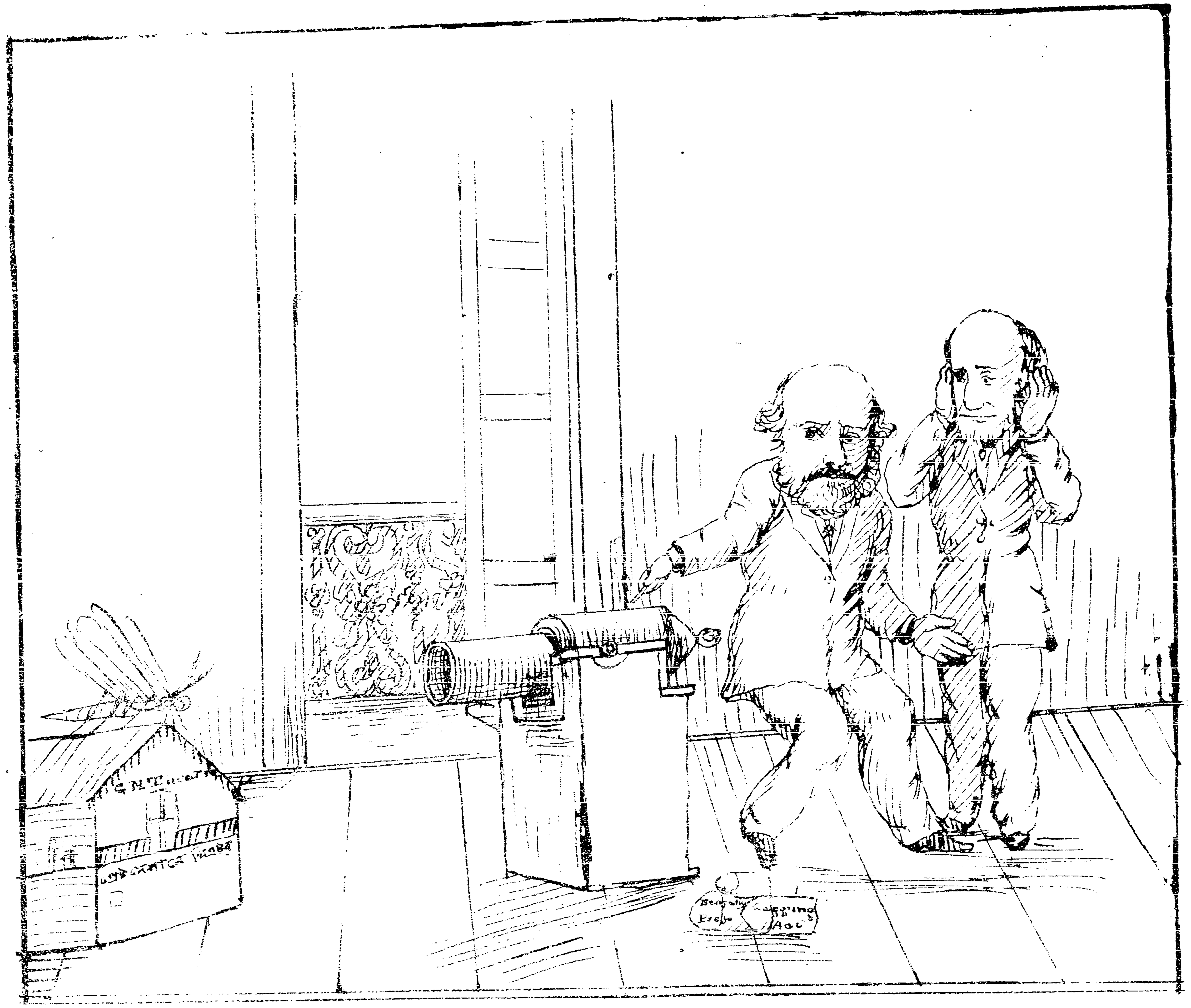

Government Ord(i)nance,

মশা মারিতে কামান

তাহার উপর যথার্থ নির্ভর করিতেন তাহা হইলে আমি তাহা জমায় ধরিতাম, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার সুকৃতি যশঃ সুনাম কি ইহার উপর নির্ভর কোরে বিসর্জ্জন দিতে পারেন ? তাঁহার বিপক্ষ দলেরা এক্ষণেই বলিতেছে যে, মহেন্দ্রলাল সরকার বৈ আমাদের দেশে যথার্থ নৈসর্গিক বিজ্ঞানবেত্তা আর নাই। তাঁহার নিজের ধন নাই যে, ঐ বিষয়ে অনুশীলন করেন "পোর নামে পোয়াতী বত্তাচ্ছেন। এ সমস্ত জেনে শুনে যখন তথায় ৪০০ লইয়া এই বৃহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন ; তিনি বিলক্ষণ বিজ্ঞ ; পথ ঘাট না দেখে কি আর পা দিয়েছেন। ঐ ৪০০ টাকাই তার পুঁজি, ওতেই সসাগরা পৃথিবী ওলট পালট করিবেন। সাধে কি এত বাহবা দিচ্ছি, তিন টাকায় ১০০ টাকার কার্য্য করিতে পারেন। ৩,০০,০০০ টাকায় ১,০০,০০,০০০ টাকার কার্য্য করিতে পারেন, আমাদের আর ভাবনা কি ?

বাসন্তিকা, --"বটে তবেত আমরা বড় মূর্খ, টেক্সে টেক্সে প্রাণ ওষ্ঠাগত হোয়েছে। এবারে যখন কোষাধ্যক্ষ্যের পদ (ফাইন্যান্‌স মিনিষ্টর) খালি হবে, তখন আমরা সকলে যুটে ঐ পদ উহাঁকে দিবার জন্য এক আবেদন-পত্র দেব, তা হ'লে আমাদের সব দুঃখ ঘুচিবে।

বসন্তক—ঠিক বোলেছে, আমিও তাই বল্‌ছিলাম।।

বসন্তকের থিয়েটরে গমন।

বসন্তক—"বলি ও বাসন্তিকা ! কুলো খানা এ দিকে নিয়ে এস তো।"

বাসন্তিকা—" কেন গো কি হ'য়েছে ! কুলো নিয়ে কি হবে, গ্রীষ্ম বোধ হোয়েছে, বাতাস দিতে হবে না কি।"

বসন্তক,—"প্রায় তাই বটে, তবে একটু খানি তফাত, পৃষ্ঠে বেঁধে দিতে হবে।

বাসন্তিকা—"কেন গো তার আবশ্যক কি।

বসন্তক—"ওগো আমার থিয়েটর দেখ্‌তে যাবার সাধ হোয়েছে।"

বাসন্তিকা—"কেন থিয়েটরে কুলো নিয়ে কি হবে, সাজিবে টাজিবে নাকি।"

বসন্তক—"ওগো সাজবার দফায় বালি পোড়েছে, গরীবেরা দু টাকা কোরে খাচ্ছিল, তার দফা রফা হ'য়েছে। পিঠে কুলো না বেঁধে যাইবার যো নাই।

বাসন্তিকা—"কেন কি হ'য়েছে।"

বসন্তক—"কেন শুন নাই, লাট সাহেব হুকুম দিয়েছেন, যে থিয়েটর মাত্রেই ইংরেজদের গালাগালি দেয়,

আবার বলে "মড়ার মা সজীব হও"। লড়াই কোরে ইংরেজদের দেশ কেড়ে লও। পুলিসকে মন্দ বলে। এবার অবধি যদি ইংরেজদের নাম-গন্ধ করে তো বেঁধে ঠেঙ্গাবে। শুদ্ধ বাঁধা নয়, পিছু-মোড়া কোরে বাঁধ্‌বে, হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ি দেবে। আর হগ সাহেবের বাগানে বড় জঙ্গল হ'য়েছে, সাফ কোরে দিতে হবে, আর যে সকল পতিত জমি আছে, কোদাল দিয়ে জল ছেঁচে বীজ বুন্তে হবে।

বাসন্তিকা—"তাতে তোমার ভয় কি ?"

বসন্তক—"সর্ব্বনাশ! আমার আর ভয় নাই তো ভয় কার। যে অভিনয় করিবে (মেয়ে মদ্দে) যে শুনিবে, যে দেখিবে, যে তাহার নিকট বাস করিবে, যাহার সঙ্গে কোন সংস্রব থাকিবে এবং যে ঐ পথ দিয়া চলিবে, তাহাদিগের সকলকে গেরেফ্‌তার করিবে। কাহারও নিস্তার নাই।

বাসন্তিকা—ওঃ! তাই বুঝি সে দিন কএক জন গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটর-ওয়ালাকে গেরেফ্‌তার কোরে নিয়ে গিয়েছিল।

বসন্ত—"এখন তো বুঝিতে পেরেছ, এখন পিঠে কুলো বেঁধে দাও, আমি দেখতে যাই।"

বাসন্তিকা—"কিন্তু কথাটা বলতে কি, ছেলে গুলা বড় ব্যাদড়া, শাক ভাত খাস, "উত্তেজনা" কি, খোলে রক্ত পড়িবে, বোঝে না, দু এক পুরুষ মদ মাংস খা, তবে ও কথা মুখে আনিস।

বসন্তক—"আচ্ছা আচ্ছা! দু এক পুরুষের কথা দু এক পুরুষে থাকুক। তুমি এখন আমার পিঠে কুলো বেঁধে দিবে না, আমি অমনি যাব।"

বাসন্তিকা—"না গো না, এমন কাজ কোরো না, এখন তোমাকে শুদ্ধ যে থিয়েটর দেখতে কুলো বেঁধে যেতে হবে, এমত নয়! এক জন গ্রাহক কি লিখেছেন মনে আছে, আজ থেকে পিঠের কুলো আর খুল না।

আর সর্ব্বসাধারনকে বিজ্ঞাপন দাও, "যাহার শিশুর অষ্টকড়ায়ে কুল পিটিবার আবশ্যক হইবে, তিনি আমাদের সংবাদ ও খবর পাঠাইলে, 'মার কোল জোড়া হোয়ে বাপের ও মামার দাড়িতে ইত্যাদি, সুচারুরূপে উপায় বিধান করিতে পারিব।"

শুভ সংবাদ। আমরা অতি কষ্টে-সৃষ্টে যোগে যাগে যুবরাজের নোট বুকের দুই এক পটল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে শ্রবণ করিতেছি এবং শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, আর বোধ করি, পাঠকবৃন্দও সন্তুষ্ট হইবেন। যে যুবরাজ দেশে

প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত নোট বুক অবিকল ছাপাইবেন। পুস্তকাকারে কিম্বা কোন প্রাত্যহিক কিম্বা ষাণ্মাসিক পত্রে প্রকাশ করিবেন, তাহা স্থির হয় নাই। যদি বঙ্গভাষায় প্রকাশ হয়, তবে আমাদের পত্রে প্রকাশ হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি ইংরেজীতে হয়, তাহা হইলে বিলাতী পাঞ্চ অর্থাৎ বসন্তকের গ্রাহক হইলেই নিশ্চয় পাইতে পারিবেন।

বঙ্গমহিলা পাথুরিয়া কয়লার বিষয়ে লিখিয়াছেন যে "বাষ্পীয় যন্ত্র পাথুরিয়া কয়লা ভিন্ন চালিত হওয়া অসম্ভব। আমরা অবগত আছি যে, পশ্চিম অঞ্চলের বাষ্পীয় রথ অর্থাৎ রেলগাড়ী সকল কাষ্ঠের অগ্নিতে চলে। তবে কাষ্ঠের কয়লা পাথুরে কয়লার ছোট দাদা বলিলে হইতে পারে, বোধ হয়, লেখক তাই ভাবিয়াছিলেন।

বসন্তক বাসন্তিকা সংবাদ।

নারীচরিত।

নর্ত্তকচ্ছন্দ।

আর শুনেছ, ও প্রাণপতি!
বড় রহস্যের কথা।
নারীরা চায়, কিরূপ পতি,
কোন্ দেশের কি প্রথা॥
ফরাশি দেশে, যত মহিলা,
যোদ্ধা চতুর হ'লে।
হৃদয়ে রাখে, সেই পতিরে,
ভোলে না তায় ম'লে॥
জর্ম্মণ দেশে, যদি সে পতি,
ধীর বিশ্বাসী হয়।
তারেই ভাল বাসে বামাকুল,
তার দাসী হয়ে রয়॥
যদি পতি, সুখবিলাসের
ব্যাঘাত নাহি করে।
ডচ-মহিলা, সেই পতিরে,
ভালবাসে অন্তরে॥
শত্রুকুলের শাসনকারী,
যে পতি সংসারে।
স্পেন-নারী, হৃদ্‌মন্দিরের
কর্ত্তা করে তারে॥
ইটালি দেশের যত মহিলা,
কবি, বিলাসী পেলে।
পরশ রতন ভাবে পতিরে,
ছাড়ে না প্রাণ গেলে॥
এই ধরাধামে, জন্মভূমে,
যে স্বর্গতুল্য ভাবে।
তারেই ভজে, ডেনিস নারী,
অকপট ভাবে॥
ইয়ুরোপের পশ্চিমেতে,
যত আছে দেশ।
যে বন্য ভাবে, সেই হবে
রুষনারীর হৃদয়েশ॥

আমেরিকার অবলাগণ,
হইলে ধনশালী।
সেই পতিরে জীবন যৌবন,
যা কিছু দেয় ডালি ॥
রাজা রাজ্‌ড়া বড় লোকের
পাতড়া চাটেন যাঁরা।
ইংরেজ নারীর প্রিয়তম,
সেই মহাত্মারা ॥
কি কুলশীল, কি রূপ গুণ,
কি রাজ্য ধন মান।
বাঙ্গলা দেশের বনিতারা,
তার কিছু না চান ॥
ঝুড়িখানিক গহনায় যে
পুঁতে রাখ্‌তে পারে।
আত্ম সমর্পণ করেন,
মনের সুখে তারে ॥
রাজা প্রজা দুই সমান,
আমরি কি বিধি।
যোগ্যে যোগ্য যোজন তাই,
করেছেন বিধি ॥

মূল্য প্রাপ্তি।

১২৮২ সালের

শ্রীযুক্ত বাবু নরসিংহচন্দ্র দত্ত	.. ..	৩
" " কেশবচন্দ্র মল্লিক	... ..	৩
" " বরদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	১
শ্রীযুক্ত বাবু জীবনকৃষ্ণ বসু	... ...	৩
" " কুঞ্জলাল কুণ্ড	... ...	৩
" " জয়কৃষ্ণ বসু	.. .. .	৩
" " কুমারকৃষ্ণ মিত্র	... ..	৩
" " প্যারীমোহন রায়	..	৩
" " বেণীমাধব লাহা	.. ..	১
" " তিনকড়ি সিংহ	... ...	৷৹
" " অমৃতলাল সিংহ	... ...	১৷৷৹
" " তুলসীনাথ দাস	.. ..	৩
" " মতিলাল দে	.. ..	১৷৷৹
" " কালীধন চক্রবর্ত্তী	.. ...	১
" " উমেশচন্দ্র দত্ত	.. ...	৩
" " নীলমণি ভড়	.. ..	৩
" " বিজয়নাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৩
" " ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	..	৩
" " তারানাথ গুহ	.. ..	৩
" " তুলসীলাল মল্লিক	... ..	৩
" " মাধবকৃষ্ণ সেট	.. ...	৩
" " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	...	১
" " দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই	..	৩
" " গোকুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	..	৩
" " কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক	...	৩
" " কালীকৃষ্ণ ঠাকুর	... ...	৩
" " হীরালাল শীল	.. ..	৩
" " মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়		১
" " দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	..	৩

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফনি-বন্ধং মুক্তকেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। দশম সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩৷৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা।	এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।	অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

ইণ্ডিয়ান লিগের
"প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট বিল" সম্বন্ধে সভা।
সার মর্ম্ম।

১৩ ই চৈত্র শনিবার গ্রেটন্যাসনেল থিয়েটরে একটি ভারী সভা হয়, এমত ভারী যে, প্রায় এক ডজন কেদারার পায়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তথাচ ভারী ভারী লালুজগদ্দলেরা আসেন নাই, তাঁহারা আসিলে থিয়েটরটি সমভূম হইত। বোধ হয়, এই ভাবিয়া গরীবদের উপর দয়া করিয়া অধিষ্ঠান হন নাই।

চারি ঘটিকা কয়েক মিনিট পরে কার্য্য আরম্ভ হইল।

ওয়াইম্যান সাহেব কেদারা প্রাপ্ত হইয়া বসিলেন।

বোম্বায়ের একটি টেলিগ্রাম পাঠ করিলেন যে "বম্বায়ের ঐ মত, তবে দরখাস্ত পত্রের নকল পাঠাইলে তাঁহারা অবিকল নকল করিয়া পাঠাইবেন।"

ফিঙ্ক সাহেব উঠিয়া কহিলেন যে, রাজপুরুষদিগের একার্য্যটি অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে, তাঁহারা কেঁচো খুড়বো বোলে গিয়ে সাপ বারকোরে ফেলেছেন। সাপ বারকোরেচিস তা লোকদের সাবধান কোরে দে, তা না কোরে ধূলা মাখাইয়া আমাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা পুলিসের ও তাহাদের সহকারী কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটদিগের হাতে দিতেছেন। বোধ হয়, গবর্ণমেন্টের বিষবটিকার আবশ্যক হইয়া থাকিবে।

বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব উঠিয়া কি প্র-

কারে ইংরেজেরা মাগ্‌কে দমন করে দেখাইয়া কেম্বেল সাহেবের একটি গল্প করিলেন যে, (Law) লা অর্থাৎ আইন শব্দ কেম্বেল সাহেবের এত অপ্রিয় ছিল যে, শুনিবা মাত্র হোন্নে হোয়ে উঠিতেন। এক দিবস তিনি বেলভেডিয়রে গ্রাণ্ড মোগল (Grand Mogul) হোয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে আল্‌বোলা টান্‌ছেন এমত সময় এক জন সেবাদাসী আসিয়া কহিল,যে তাঁহার (Brother inlaw) ব্রাদর ইন-লা শ্যালক আসিতেছেন। যে শোনা, আর অমনি লপেটা জুতা ফেলে দৌড়। সেই লপেটা জুতা "রাজ্ঞীর সপত্নী" বলিয়া অতি যত্নে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। এক্ষণে রাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে যাঁহার যখন জুতা না থাকে, উক্ত জুতা বাহির করিয়া পরেন।

প্রাণনাথ পণ্ডিত বলিলেন, অতি মৃদু-স্বরে, কেউ শুন্তে পেলে, কেউ পেলে না। কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট অবতারেরা এক জাতি মোন্‌সা বিশেষ, গরলে ভরা, ফোঁস্‌ কোরে আছেনি, তাতে আবার ধুনার গন্ধ অর্থাৎ ২ বৎসর মেয়াদ আর ১০০০ টাকা জরিমানা, আর ইচ্ছা করিলেই কামড়াইতে পারিবেন,—পৃথিবী রসাতল দিবেন।

অগ্রে হাইকোর্ট জুরিরূপ রোজার মন্ত্রে দু একটা বাঁচিত, এক্ষণে তাহারও পথ বন্ধ হইতেছে।

ডাক্তার ফেরার সাহেব অনেক কুকুর মারিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রকৃত মোন্সার জাতি সর্প দংশন করিলে নিস্তার নাই। তবে রোগীর পক্ষে সেই দংশিত অঙ্গের ছেদন কিম্বা দহন ভিন্ন আর গতি নাই। সর্পের পক্ষে বাঁশবাজী। রেভারেণ্ড কালী খৃষ্টান উঠিয়া কহিলেন যে, হে ভাই সকল! তোমরা ভারী ঘুমাও, এমন কি তিন জনে ধরিয়া তুলিতে পারে না, ইহার কারণ এই যে, তোমরা এতাবৎ কাল অন্ধকারে রহিয়াছ, রাত্রি ভাবিয়া ঘুমাইতেছ। বিশেষতঃ তোমরা ভাত খাও, ভাতে এদেশি ধেনো মদ হয়, মদে বড় নেশা, নেশায় দুর্ব্বল করে; দুর্ব্বলতা সর্ব্ব দোষেরই হেতু, আর হস্তী যে এত বড় জন্তু, সেও ভাত খেলে মদে মত্ত হয়, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র জীব মনুষ্য অবলীলাক্রমে ডাঙ্গস মারিয়া বশে রাখে। তবে চালেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে, এ চাল না ছাড়িলে উপায় নাই। এচাল ছেড়ে দাও। হে ভাই সকল! আমার কথা ধর, হাত পাতিয়া ধর, যাহাতে তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে এমত কার্য্য কর, এমত আহার কর, গাত্রে হস্ত দিতে না দিতে লাফাইয়া উঠ, ব্যাঘ্রের মত লাফাইয়া উঠ, আলুম করিয়া লাফাইয়া ঘাড়ে পড়; ব্যাঘ্রের মত সর্ব্বদা লেজ লাড়িতে থাক, ব্যাঘ্রের লেজই সম্বল; লেজে পা দিলে লাফাইয়া

কাঁসারীদের মেলা

প্রভাতে সোপানে পদাবিক্ষেপকারীরা মেলার ভয়ে কি করিতেছেন।

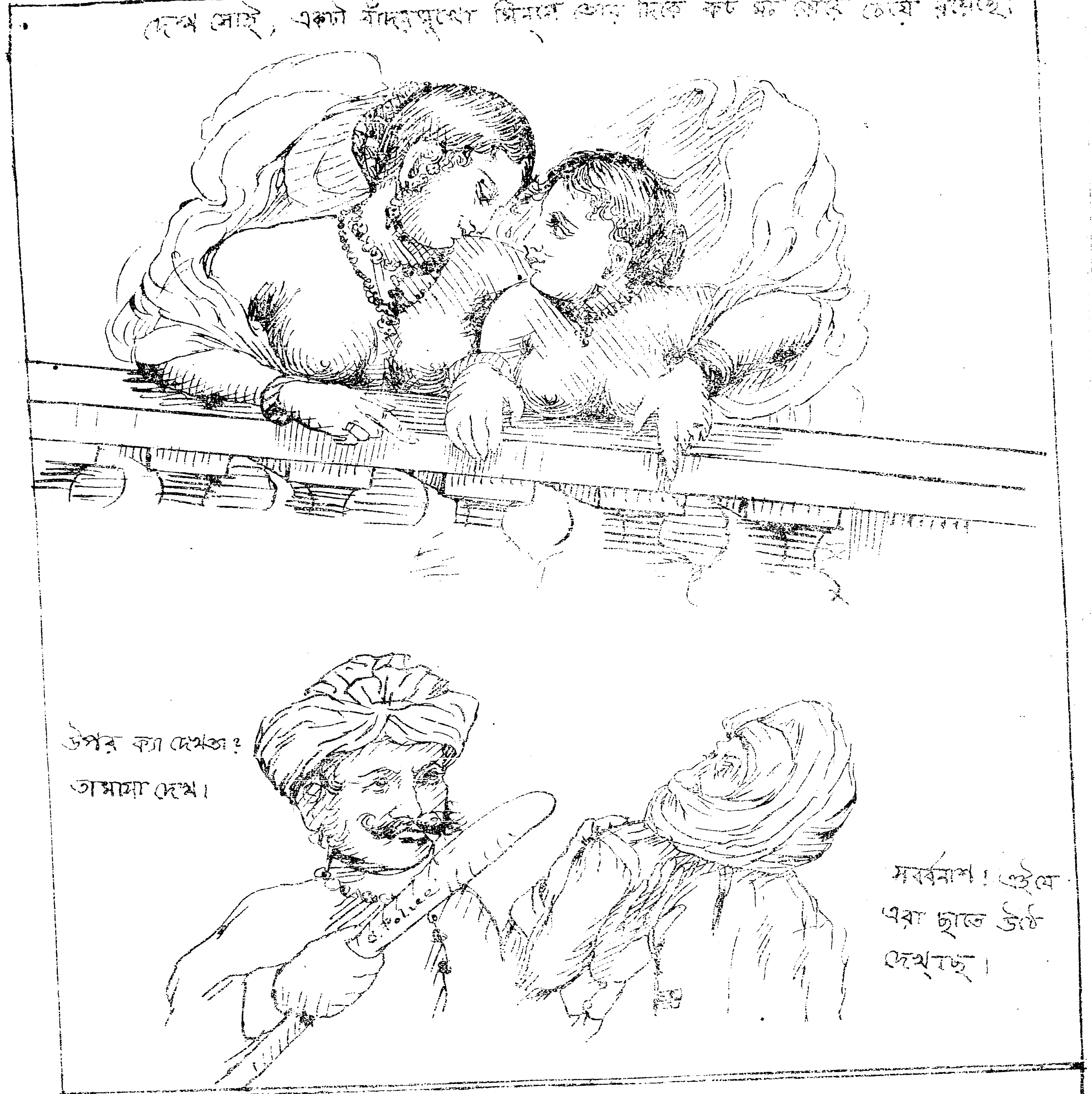

কাঁসারীদের সং।

বাবু মুখে মুড়ি দিয়ে বাহিরে গিয়ে কি তামাসা দেখিলেন?

উঠে, লেজ ঠেস দিয়া বসে, রাগিলে লেজ আছ্‌ড়াইতে থাকে, লেজই প্রধান অস্ত্র। দেখ ভাই সকল! লেজ সাবধান, অতি সাবধানে রেখো, কুণ্ডলী পাকাইয়া রেখো, রাগ হইলে নাড়িও, ঠেস দিয়া বসিয়া উচ্চ করিয়া লাফাইও। হে ভাই সকল! দেখ যেন কেহ লেজে পা দেয় না, যদি দেয়, আলুম করিয়া ঘাড়ে পড়িও, একটু সাবধানে পড়িবে, কি জানি যদি লেজটি কেটে যায়, সাবধান সাবধান সাবধান!

বিলাতী ভূত।

লোকে বলে "দেখে কি হবে, ভুটো কি হাত বেরোবে," এ ভুটো ছেড়ে দশটা হাত বার হোয়েছে, আমরা স্বচক্ষে দেখে এলাম। আমরা সেকেলে ভূত প্রেত, দানা, পিশাচ, মামদো অনেক দেখেছি, ভূতের রোজাদেরও দেখেছি, পিশাচসিদ্ধও দেখেছি, ; হোঁসেন বক্সের হজরৎউল্লাও দেখেছি। কিন্তু মহাশয় এমন ভূতলোমো কখন দেখি নাই। ইংরেজ, বাঙ্গালী, মুসলমান সকলেই তাক্ হোয়ে গেছেন।

লুইস থিএটরে হগ সাহেব ভূত ধরিতে যান।

হগ সাহেব পুলিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা, চোর ধরেন, জুয়াচোর ধরেন, সেই ভরসায় ভূত ধরিতে গিয়াছিলেন। যেমত বসিয়াছেন, অমনি টাকে এক চাটি। (ইদানীং হগ সাহেবের টাক পোড়েছে)

হগ সাহেব চমকিয়া কহিলেন "পার্সি পার্সি, পাক্‌ড়াও।"

এত ভেত বাঙ্গালী ভূত নয়, পটলডাঙ্গার ঘোষালরাও নয়, আর গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটর নয়, যে ধর বল্লেই ধোর্ব্বেন।

লোকে হেসে উঠিল।

হগ সাহেব কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। শিষ্টশান্ত ভদ্র লোকের মত কেবিনেটের ভিতরে গিয়া বসিলেন।

দ্বাররুদ্ধ হইল।

আহা! গরীবের তেমন সুগন্ধ পাট করা দাড়ী টেনে লণ্ডভণ্ড কোরে ফেলিল। যত পার্সি পার্সি, লেম্ব লেম্ব, বোলে চেঁচান, তত বাজনার ধূম দেখে কে! শেষে বড় চেঁচাচেঁচি করাতে এক খানা খঞ্জনী মুখে ঠেসে দিলে, বোধ হয় এই নূতন "গেগিং এক্ট" এই হইতে বোধ হইয়া থাকিবে, মাথায় একটি ডম্প দিলে, গলায় একগাছি দড়ি টাঙ্গিয়ে দেয় আর কি, এমত সময় ধাঁকোরে দ্বার খুলে গেল। দর্শকের আর আনন্দের সীমা রহিল না। দুঃখের মধ্যে ঐ অবধি স্থিতি হইল।

গ্রেট ন্যাসনেল থিএটরে একজন্ বাঙ্গালী সাহেব বারিষ্টর ভায়াকে খঞ্জনী

গলায় দিয়া দিব্য সাজ সাজাইয়াছিল, দেখিয়া রাজা বৈদ্যনাথের বাগানের রামলীলা মনে হইল। হমিওপেথিক ডাক্তর রাজকৃষ্ণের পা ভেঙ্গে দিল। বিশেষতঃ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বাগানে যে ভূত নাবানো হয়, তাহাতে না কি অনেক ভূত একবারে একত্রিত হইয়াছিল। মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়, উপদ্রবের আর সীমা ছিল না, অনেক বড় বড় কৃষ্ণ বিষ্ণুকে ঘরে আসিয়া লুনের পুটুলির সেক দিতে হইয়াছিল। তিসির পুলটিস আবশ্যক হইয়াছিল। কাহার আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ, কাহার কান টেনে ঘোঁড়দৌউড়; কাহার চড় খেয়ে দাঁত কপাটি; কি আশ্চর্য্য! এমত উৎপাত তো কখন দেখি নাই, যাহাদের উদ্যোগে এবম্প্রকার ভূত সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছিল তাহাদিগকে কেহ কিছুই বলে নাই, যা শত্রু পরে পরে, ঝোপ বুঝে কোপ।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে দেশিভূত ছিল, তার উপরে গোভূত প্রভৃতি ইতর প্রাণীর ভূতের আবির্ভাব হইল, তার উপরে বামুনে ব্রহ্মদৈত্য এসে যুটিল, তার উপরে মুসলমানী মামদো এলো, এখন আবার ইংরেজি ডেভেলপোট ব্রাদর্স উপস্থিত।

ভূতে ভূতে ধূলপরিমাণ।

এক ভূতে রক্ষা নাই, তা পঞ্চভূত, এতে কি উপায়।

কাঁসারীদের সং।

আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সবে চক্ষে মুখে বারি সিঞ্চন করিয়া পদধৌত আশয়ে হস্ত বিস্তার করিতেছি, এমত সময়ে রুণু রুণু করিয়া মলের শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। মলের ধ্বনি বিশেষতঃ সাতগাছা মলের ধ্বনি কি ভয়ঙ্কর শব্দ! যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন, বড় বড় বীর পুরুষের অবধি মন চমকিয়া উঠে। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমার কি সাধ্য যে এমত শব্দে স্থির হইয়া থাকি, চমকিয়া ত্রস্ত গ্রীবা বক্র করিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, বক্রগ্রীবা বক্রই রহিল, আর সমভাব প্রাপ্ত হইল না।

কি আশ্চর্য্য! বাসন্তিকা পরিপাটী বেশবিন্যাস করিয়া মরাল গতিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমি অবাক। এত প্রত্যূষে বেশবিন্যাসের পারিপট্যের আবশ্যক কি!

বাসন্তিকা আধবদনে বসন দিয়া মুচকে মুচকে হাসিয়া কহিলেন "অদ্য মেলানি চাহি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন গো মেলানি কেন।"

কলিকাতায় বরাহ অবতার।

বাসন্তিকা—কহিলেন "মেলা দেখিবার তরে।"

আমি ভাবিলাম, বুঝি নসিরাম মেলা, কহিলাম "মেলা আবার কোথা! নসিরাম মেলা যে অনেক দিবস হয়ে বয়ে গেছে।"

বাসন্তিকা—কহিলেন, "কেন নসিরাম 'মেলা বৈ বুঝি কলিকাতায় আর মেলা হয় না।

আমি উত্তর করিলাম "আর মেলা আবার কোথায় পাইলে, তবে "কলেজ রিউনিয়ন"সেওতো অনেক দিবস হইয়া গিয়াছে।

বাসন্তিকা—আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "সে কি! কলিকাতায় বুঝি আর কোন মেলা নাই।"

আমার "রামলীলা" মনে পড়িল, কিন্তু বাসন্তিকার সমক্ষে এমত অশ্লীল কথাটা না বলিয়া কহিলাম, "কৈ আর কোন মেলাতো মনে পড়িতেছে না।"

বাসন্তিকা—কহিলেন "কেন কাঁসারীদের মেলা বুঝি মেলার মধ্যে গণ্য নহে।"

আমার প্লীহা চমকিয়া উঠিল, ত্রস্থ হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া দেখিলাম যে, কেহ কোন স্থলে নাই, নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া সদর দ্বার রুদ্ধ করিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাসন্তিকার কর্ণে কর্ণে কহিলাম, "খেপী, সর্ব্বনাশ কোরেছিলি, কেহ যদি শুন্‌তে পেততো আমাকে একঘরে কর্‌ত, অসভ্য বোলে আর কি নিকটে আস্‌তে দিত। যা বল্‌বার একবার বলেছ, যেন দুবার এমত অশ্লীল কথা বদন হইতে নির্গত না হয়।

বাসন্তিকা অবাক হইয়া কহিলেন, "অশ্লীল কি? লোকের মনোরঞ্জন করা কি অশ্লীলতা? তাতো আমি জানি না।"

আমি উত্তর করিলাম "এ জানাজানির কথা নহে। যিনি যখন সভ্যতা-সোপানে পদ বিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কাংস্যবণিকদিগের মেলাকে অশ্লীল বলিয়াছেন, সম্বাদপত্রে ক্রমান্বয়ে লিখিতেছেন যে, ঐ মেলা যিনি করেন, তিনি অশ্লীল, যিনি দেখেন তিনি অসভ্য, যে পাড়া দিয়া যায় সে পাড়া অবধি অভদ্র অসভ্য, ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য।

বাসন্তিকা বাঃ! তাহা হইলে তো কলিকাতা শুদ্ধ লোকই অসভ্য, অশ্লীল। বিশেষতঃ ও মেলাতো বিজ্ঞবিদ্বান সভ্যদের আমোদের জন্য হয় না। এটিতো সামান্য লোক আদার ব্যাপারীদের জন্য হইয়া থাকে, ইহাতে তাহাদেরি উৎসাহ আর আনন্দ। এক্ষণে সামান্য লোকের আমোদ আহ্লাদ ও উৎসবতো সকলি একে একে শেষ হইতেছে। এক্ষণে যাত্রা নাই, পাঁচালী নাই, কবির

তো কথাই নাই। সামান্য লোকেরা কি লইয়া থাকিবেক! কেবল ধান্যেশ্বরী! আর ছোব্‌ড়া টেনে কি দিনপাত হয়? সামান্য লোকের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে এ সভ্যতা দেখান কেন?

আমি কহিলাম, ওগো স্বীয় মস্তকে কাঁটাল ভাঙ্গিয়া কে কস্মিন্‌কালে খাইয়া থাকে।

বাসন্তিকা—আচ্ছা কাঁসারী পাড়া দিয়া তো কাঁসারীদের সং বাহির হয়, সেখানে তো বাবু কৃষ্ণদাস পাল থাকেন, তিনি কি অসভ্য আর অশ্লীল।

"খেপী আর কি! শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা সভ্য, অত কালো লোক কি কখন সভ্য হোতে পারে, তাহা হইলে আমিও এত দিনে ইংরেজ হইয়া পড়িতাম। ঐ দুঃখেইতো মোরে আছি, পেন্‌টুলান পরি, কোট পরি, ওয়েস্ট কোট পরি, সাহেবি কেতায় চাঁপদাড়ি রেখে জাম্বুবানের মত সাজি, বিলাত গিয়ে বাস করি, বেড়াইয়া আসি, তবুও তো বাঙ্গালী গন্ধটা যায় না। চর্ম্মটা শাদা হয় না। বলিব কি, প্রতিবৎসর কলিকাতায় ব্রাণ্ডি আর সোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আমদানি হয়। আর প্রতিবৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে, তথাপিতো এত দিনে কলিকাতার অসভ্যতা গেল না।

এমত সময় ও পাড়ার ছোঁড়াগুলা আসিয়া কহিল, ও বাসন্তিকা দিদী! যাচ্ছ কোথায়, হগ সাহেব "পাস" দেয় নাই! বাসন্তিকা "অ্যাঁ" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি অবসর বুঝে প্রাতঃক্রিয়া সমাধান করিতে গেলাম। পাড়ার ছোঁড়ারা আর বাসন্তিকা মিলিয়া উঠানে শ্রাদ্ধের সভা বসাইয়া দিলে সরস্বতী অস্থির হইয়া স্বয়ং আসিয়া অধিষ্ঠান হইলেন।

প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিয়া আসিয়া দেখি যে, বাসন্তিকার মুখে আর হাসি ধরে না, আমাকে দর্শন করিয়া দ্রুতগতিতে নিকটে আসিয়া কহিলেন, "ওগো হগ সাহেব "পাস" দিয়েছে। আজ অধিক বেলা হইয়া গিয়াছে বলিয়া অদ্য সং বাহির হবে না, কল্য বাহির হবে। আমি কহিলাম, যাহা হউক, হগ সাহেব এত দিনে একটি সুবুদ্ধির কাজ করেছেন, যষ্ঠিরও সম্মান রেখেছেন, আর ভুজঙ্গদেরও প্রাণে মারেন নাই।

বাসন্তিকা কহিলেন, সং কি যষ্ঠি, আমরা বুঝি ভুজঙ্গ।

আমি কহিলাম, তোমরা ফণীর মাথার মণি,এখন গিয়া কাপড় ছাড় গে। কল্য এখন দেখিতে যাওয়া যাবে।

কাঁসারীদের সঙের গীত।

আজব সহর কল্‌কেতা। ধ্রুং।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,
বলিহারি সভ্যতা॥
সহরে এক নূতন হুজুগ
উঠেছে রে ভাই,
অশ্লীলতা শব্দ মোরা
আগে শুনি নাই;
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা,
বঙ্গদর্শন এর নেতা।

এদের কথার মাত্রা অশ্লীলতা
সদা দেখ্‌তে পাই;
কারে বলে অশ্লীলতা
লেজ্ তুলে দেখা নাই।
যথা কাব্য লিখ্‌তে হলি কলি;
ফোড়ন দিতে তেজপাতা॥
সস্তা দরে মস্ত নাম
কিন্‌তে যত লোক,
এই সুযোগে তাদের
সবার ফুটে গেল চোক;
এরা লঙ্কাকাণ্ড কচ্চে বসে,
কীর্ত্তি রাখ্‌বার কি প্রথা।

সে দিন বাঙ্গলা ভাষার প্রধান প্রধান
কাব্য সকল লয়ে,
অশ্লীল ব'লে সে সব দিলে,
পাঠিয়ে যমালয়ে,
দেখ ভারতচন্দ্র পার পেলে না,
অন্য কবির কি কথা।
কবিত্বের গন্ধ আর মায়া যদি
থাক্‌তো দেশের প্রতি,
তবে দেশের গৌরব ভারতচন্দ্রের
কর্ত্তেন না এ গতি;
এরা ইংরেজিতে পণ্ডিত ভারী
কাব্যদেবীর হন সতা॥

সে দিন দেখ, থিয়েটরের
যত দলবলে,
মারপিট কোরে জেলে দিলে,
তাদের সকলে,
মরি আনন্দেতে "মিরর" হাসেন,
ব্রহ্মজ্ঞানের কি কেতা।
বৎসরান্তে একটি দিন
কাঁসারীরা যত,
নেচে কুঁদে বেড়ায় সুখে
দেখে লোক কত;
এতে গরীব লোকের আমোদ বড়,
সভ্যতার মাথা ব্যথা॥

বিদ্বানেতে বিদ্বানীতে
আমোদ বড় পায়।
সামান্য লোক নাচ্‌লে কুদ্‌লে,
আমোদ বলে তায়,

ছেলেপিলের সং দেখিতে আমোদ বড়,
বুড়োর কেবল ফাঁস কথা।
তাড়াতাড়ি কাগজে লিখে,
বরার লেজ ধোরে।
বড় ইচ্ছা ছিল দেবেন
পাস্ বন্ধ কোরে।
এখন দিগ্‌গজেরা রৈলেন কোথা,
রৈল কোথা ক্ষমতা।

গরীবের মাথায় কাঁঠাল
ভেঙ্গে এরা ভাই,
ইংরেজদের কাছে কেমন
দেখাচ্ছে বড়াই ;
যদি নিজের লেজে পা পড়িত,
দেখ্‌তে তবে বীরতা।
এত ভদ্রলোকের বাটীর সমুখ
দ্বার দে মোরা যাই,
এতে খুসি বৈত বেজার মুখ,
কারো দেখি নাই ;
যত মেয়ে মদ্দে আমোদ করে,
বরফ দেবার কি কেতা।

যদি ইহা এত মন্দ
মনে ভেবে থাক,
নিজের মাগকে চাবি দিয়ে
বন্ধ কোরে রাখ,
জানি, সভ্যদের হয় স্বাধীন মেয়ে,
উঠিয়ে দেবে সভ্যতা।
এদের যদি বুদ্ধি শুদ্ধি
কাণ্ড জ্ঞান থাকে,
ঘরের ঢেঁকী কুমীর এরা,
বুঝাই আর কাকে;
মোদের পালজী সদা সুখে থাকুন,
এদের মুখে বিশ জুতা॥

সংবাদ।

টেলিগ্রাফ তারের নূতন ব্যবহার।

এতদ্দেশে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা পরস্পরে কথাবার্ত্তা হইয়া বিবাহ কার্য্য স্থির হয়। ইয়ুরোপ প্রদেশে বর ও কন্যা পরস্পরে সাক্ষাৎ করিয়া কথা-বার্ত্তা ও প্রেমালাপের পর বিবাহ স্থির করেন। কিন্তু মার্কিনে এক নূতন পদ্ধতি বাহির হইয়াছে, ইহাতে বরকর্ত্তা কি কন্যাকর্ত্তার আবশ্যক নাই, বরকন্যার আবশ্যক নাই, প্রেমালাপেরও আবশ্যক নাই, একত্রে বাসেরও আবশ্যক নাই, দুই জনে দুই টেলিগ্রাফের তার ধরিয়া কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তা দর্শন, স্পর্শন, প্রে-মালাপ মায় বিবাহ অবধি নির্ব্বাহ করিয়াছেন! বাহবারে টেলিগ্রাফ!

গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা।

"বঙ্গমহিলা" লিখিয়াছেন যে, "যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ব্যা-পার কি? তবে আমাদের উত্তর এই

প্রতিফল
প্রবন্ধে দেখ।

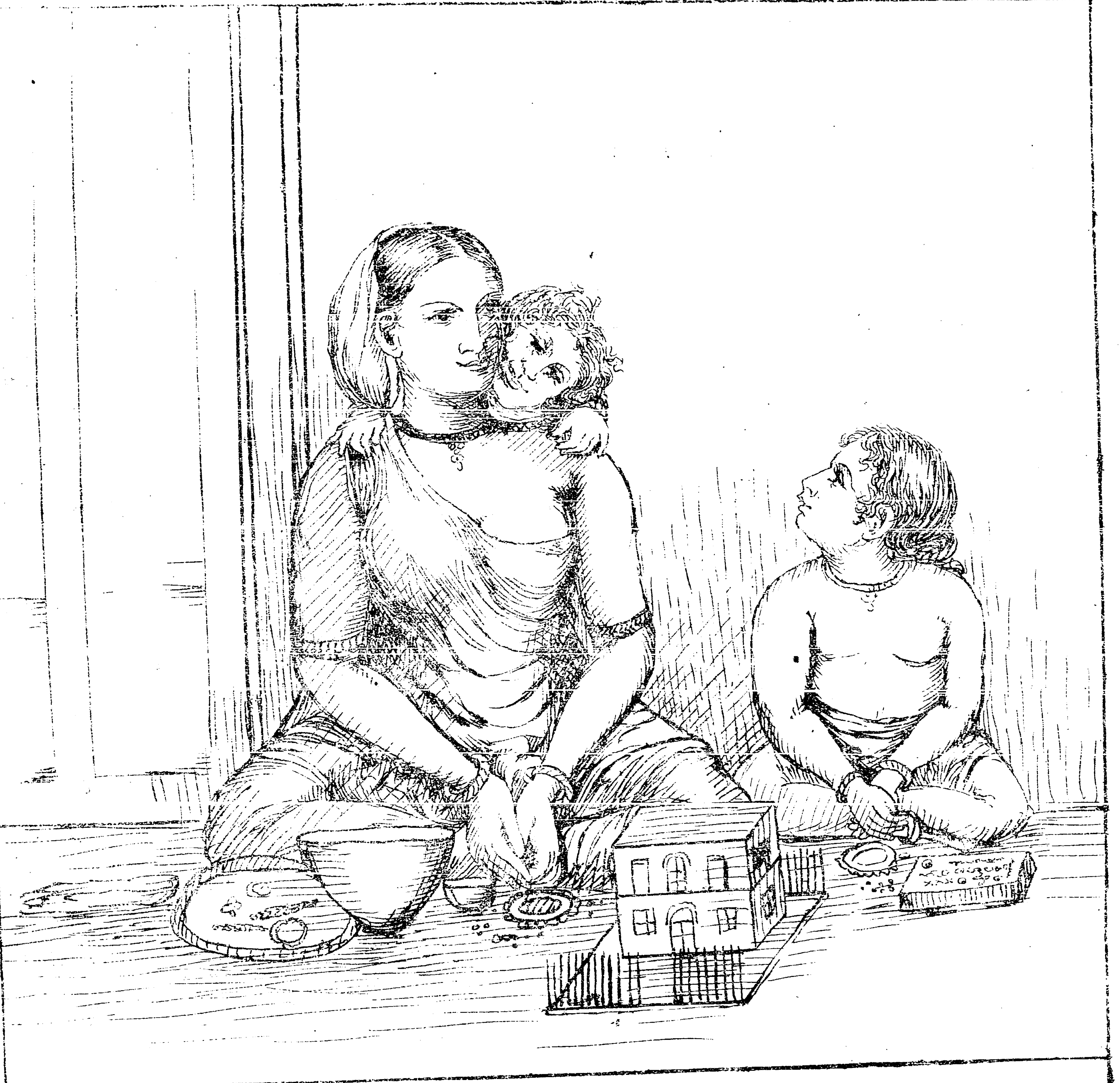

উত্তম সিদ্ধান্ত।

বালিকা— বাঃ! দিদীর বিয়ে আমার আগে হবে কেন?
মাতা— দিদী যে তোমার চেয়ে বড়, তাই তার আগে বিয়ে হবে।
বালিকা—তুমি তো দিদীর চেয়ে বড়, তবে তোমার বিয়ে হউক না কেন?

যে, ভ্রমে পড়া সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ব্যাপার। আমাদের যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, দুষ্কর কর্ম্ম কি? তাহা হইলে আমরা কেবল ইহাই উত্তর করিব যে, পরের ভ্রম অম্লান বদনে মার্জ্জনা করিতে পারাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে আমরা মত দিতে পারিলাম না, আমাদিগের মতে "ভ্রম" অপেক্ষা সহজতর কার্য্য আছে। যথা মৃত্যু। সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম সজীব থাকা।

আমরা শ্রুত আছি যে, এক জন অত্যুন্নত ব্রাহ্ম, তাঁহার বৃদ্ধ মাতা ভরণপোষণ জন্য তাঁহার নিকট আগমন করাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, তাঁহার মাতার ভরণপোষণের ভার তাঁহার পিতার প্রতি বর্ত্তে। তবে ১০ মাস গুদাম ভাড়ার অন্দরে কিঞ্চিৎ দাবী করিতে পারেন।

আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, ঢাকায় একটি স্ত্রীলোক ৩০ মাসে একটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন, সন্তানটি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এবং দন্ত উঠিয়াছিল। এক্ষণে গুদামভাড়া কয় মাসের দিলে চুকিতে পারে। ১০ মাস কন্ট্রাক্টে ৩০ মাস অবস্থিতি, যদি উভয় পক্ষের মতে বলেন, তাহা হইলে দন্তের বিষয়টি কি করিবেন, ইহাতো কন্‌টাক্‌টে নাই।

আর একটি স্ত্রীলোক ১০ মাসে একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন, তাহার ৬ মাস পরে আর একটি সন্তান প্রসব করেন। এস্থলে ৪ মাসের গুদাম-ভাড়া কাটা যাবে, না ১০ আর ৬এ ১৬ মাসের ভাড়া পাবেন? কিম্বা অনধিকার-প্রবেশ বলিয়া নালিশ চলিবে। আর অনেক স্ত্রীলোকে ১১ মাসে প্রসব করে, তাহারা ১০ মাস না ১১ মাসের ভাড়া পাইবে। হেণ্ডনোট, প্রমসরী নোট, বাটী ভাড়া "গ্রেস" হিসাবে ত্যাগ করিতে হইবেক, না ধরা যাইবেক।

ইংরেজেরা অস্মদ্দেশের সমস্ত বাণিজ্য নষ্ট করিয়া স্বদেশীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। ফ্রিটেড্ ফ্রিট্রেড্ বলিয়া বম্বায়ের নূতন সূতার কলসমূহের শ্রাদ্ধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টায় আছেন। এক্ষণে রুশেরা এক প্রকার মদ বিলাতে আমদানি করিতে আরম্ভ করিতেছে, ইহা ইংরেজী মদ অপেক্ষা সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট ও সুলভ। সর্ব্বসাধারণ-চলিত ইংরেজী মদ উঠিয়া যাইবার সম্ভব হইয়াছে। ইংরেজী বণিকেরা ইহার বেলা ফ্রিট্রেড শব্দটি একেবারে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন, যাহাতে

এই মদ স্থলভ দরে বিক্রয় না হয় অর্থাৎ প্রোটেক্‌সনের চেষ্টায় আছেন। ইহার নামই ইংরেজী ফ্রিট্রেড, ইহার সার এই।

আপনার বেলায় আঁটাআটি।
পরের বেলা দাঁত কপাটি॥

বরাহ নগরে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার দুটি মাতৃহীন পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ কুমারী কার্পেণ্টরের সহ বিলাতে পাঠাইতেছেন। এই সংবাদ লইয়া সকলে মহা আন্দোলন ও হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন। শশিপদ বাবুকে বাহবার উপর বাহবা দিয়া স্বর্গে তুলিয়া দিতেছেন। তাহার কারণতো আমরা বুঝিতে পারিতেছি না! দুই তিন বৎসর বিলাতে অবস্থিতি করিয়া যে কয়েক জন বাঙ্গালী পুনর্ব্বার দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাতো স্বদেশবাসীদের ত্যাগ করিয়া একটি পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী সাহেব নামে খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা যে কাহারও কিছু উপকার হইবে, এমত বোধ হয় না, তাঁহারা স্বীয় গর্ব্বে রাবণের বাবা হোয়ে পড়িয়াছেন। শশিপদ বাবুর পুত্রদ্বয় নিতান্ত শিশু, এক্ষণ হইতে বিলাতে গেলে যদি বর্ণে না হয়, কিন্তু ব্যবহারে সম্পূর্ণ ইংরেজ হইয়া উঠিবেক। আর দুইটি ইংরেজ এদেশে গণনায় বৃদ্ধি হইলে লাভ কি হইবে, আমরাতো কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা সাহেবি চালে মাংসে পিঁয়াজ ব্যঞ্জনে পিঁয়াজ দি, মেতে উঠে জলে অবধি পিঁয়াজ দিয়ে ফেলি, এটি প্রায়ি জলে পিঁয়াজ হইয়াছে।

প্রতিফল।

বদনে বসন দিয়া কলিকাতাবতী।
পতির পাশেতে কন কাঁদি গুণবতী॥
কি গয়না গড়াইছ গলে ঝোলাইতে।
রোষে কি সন্তোষে প্রভু না পারি বুঝিতে॥
"মাজিষ্ট্রেট বিল" এ যে অতি গুরুতর।
মিয়াদের টান এতে টানে দুবৎসর॥
হাজার টাকা জরিমানা খচিত রয়েছে।
ইচ্ছা গ্রেপতারী তাহে উজ্জ্বল করেছে॥
কেমনে দুর্ব্বল গলে এভার দোলাব।
দিও না দিও না প্রভু মর্ম্মে ম'রে যাব॥
বঙ্গবতী বলে কেঁদে কি হবে এখন।
অহঙ্কারে মত্ত তুমি দেখি অনুক্ষণ॥
তব ভগ্নীচয় গলে এ দুঃসহ হার,
দোলাইল তব প্রভু হ'ল হাহাকার॥
কাতরে কাঁদিল তারা ধরি তব কর।
মদগর্ব্বে তাদের প্রতি না দৃষ্টি কর।
পাটরাণী তুমি ভূমে নাহি পড়ে পদ।
কে সি আই অনারেবেল পাইয়াছ পদ॥
তাদের অগ্রাহ্য করি কথা না কহিলে।
মনস্তাপে অপমানে কতই দহিলে॥

এইবারে বুঝে দেখ কত তব বল।
এত দিনে অহঙ্কারে পেলে প্রতিফল॥

পূর্ব্বকালে ভাট চারণ বন্দী প্রভৃতি এদেশস্থ রাজা রাজড়াদিগের পূর্ব্বপুরুষের কুলজী, গুণ-কীর্ত্তন ও ইতিবৃত্ত লিখিয়া পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া লোকরঞ্জন ও স্বীয় ভরণপোষণ দুই কার্য্যই সমাধা করিত। এক্ষণে ইংরেজী কেতার আবির্ভাবে তাহা প্রায় এক প্রকার লোপ হইয়া যাইবার সম্ভব হইয়াছে। বোম্বায়ের লোকেরা পূর্ব্বকালীন ইতিবৃত্ত রাখিবার এই সময় স্থির করিয়া একটি সভা স্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত কবিতা সংগ্রহ করিতেছেন। অস্মদ্দেশস্থ সংবাদপত্রলেখকেরা অস্মদ্দেশস্থ ভাটের কবিতাচয় সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। কারণ এক্ষণকার ভাটদের মৃত্যু হইলে সমস্ত লুপ্ত হইয়া যাইবেক। কিন্তু আমরা ইহাতে একবিন্দুও ভাবনা করি না, ভাটেরা যে শেষ হইতেছে তাহা আমরা এক দিনের জন্যও মানি না ও গ্রাহ্য করি না। আমি বসন্তক কি? কেবল বেশ পরিবর্ত্তন বৈত নয়। সময় গুণে সমস্ত দ্রব্যেরই বিভিন্নতা জন্মে, এক্ষণে ভাটদের কার্য্যও ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। যথা—

"ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস" শোভাবাজারের রাজাদের ভাট, ইহাতে তাঁহাদেরি গুণকীর্ত্তন হয়।

"হিন্দুপেট্রিয়ট" ঠাকুরগোষ্ঠীর ভাটপদ গ্রহণ করিয়া সাত শিরোপা পাইতেছেন।

"নসিরাম পেপার" নত ব্রাহ্মদের ভাটের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া দিনযাপন করিতেছেন।

মিরর ও সুলভ পত্রিকা উন্নত-ব্রাহ্মদের ভাট। সেন বংশের গুণকীর্ত্তক।

এজুকেসন গেজেট ডাইরেক্টর অফ্ পবলিক ইনষ্ট্রক্‌শনের ভাট।

'সোমপ্রকাশ' বিদ্যাসাগরের ভাট।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' পাড়াগেঁয়ে জমিদারদের ভাট।

আর বসন্তক স্বয়ং আপনারই ভাট, ভাঁড়, চারণ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি !!!

সুতরাং ভাটের যে লোপাপত্তি হইতেছে, ইহা অজ্ঞ লোকের কথা।

বিজ্ঞাপন।

প্রেরিত।

অর্থাৎ

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে,

" হিন্দুপেট্‌রিয়ট ! ! !

বহুদিবসাবধি কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

"অতি রূপেণ বৈ সীতা অতি গর্ব্বেণ রাবণঃ।
অতিদানাদ্বলির্ব্বদ্ধোহ্যতিসর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥"
বৃহচ্চাণক্য।

হরিবোল ! হরিবোল !

বিজ্ঞাপন।

অর্থাৎ

নোটিস।

এই বিজ্ঞাপনদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে নমো বিষ্ণু, সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে তাঁহাদের মানের লাঘব হয়, সুতরাং পাঠকবৃন্দকে কেবল দেওয়া যাইতেছে। সমস্ত পাঠকবৃন্দকে নহে, কারণ তাহা হইলে যাঁহারা এ বৎসরের মূল্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা রাগ করিতে পারেন। সুতরাং যে সকল পত্রগ্রাহক পত্র গ্রহণ করিয়া অদ্যাবধি মূল্য প্রদান করেন নাই, অর্থাৎ দিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে,তাঁহারা মূল্যপ্রদান করিয়া আপনাদিগের স্মরণশক্তির গুরুতা গুণের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। বিশেষতঃ "মফঃসলের গ্রাহকদিগকে এতাবৎকাল ঘরের কড়ি দিয়া বনের মোষ চরাইয়াছি। আমরা ভরসা করি এবং বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে,আমাদিগকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরাতে আর হবে না। অধিক বলা বাহুল্য, ইতি তারিখ দিবার আবশ্যক নাই, যিনি যবে পাঠ করিবেন, সেই তারিখ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

১২৮৩ সালের

রাধানাথ মল্লিক	১৲
ভূজেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩৲
ক্ষীরোদকুমার দত্ত	৩৲
উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৩৲
পূর্ণলাল মুখোপাধ্যায়	৩৲
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
মন্মথনাথ দেব	৩৲
মহাভারত রায়	৩৲
মদনমোহন হালদার	৩
বেণীমাধব গুহ	১৲
ভগবতী মল্লিক	৩৲
রাজেন্দ্রলাল ঘোষ	৩৲
রাজানাথ মল্লিক	২৲
দ্বারকানাথ মল্লিক	৩৲
চণ্ডীচরণ মিত্র	৩
তিনকড়ি দেব ১২৮১ সালের	॥০
বসন্তলাল বর্ম্মা	৩
কৃষ্ণধন দত্ত	৩
প্রতাপচন্দ্র মল্লিক	৩

☞ কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

আজি কালি ভারি গরম।

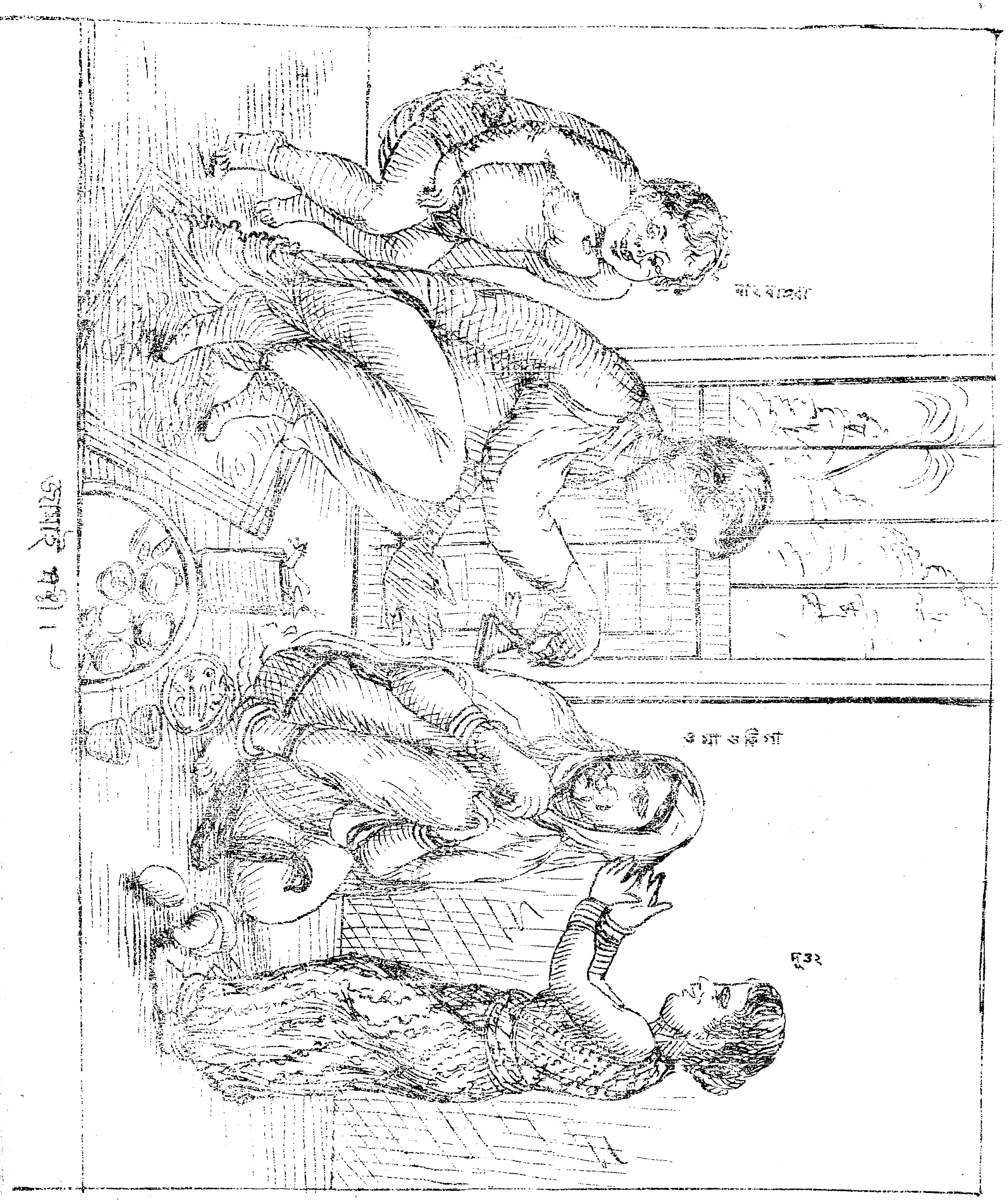

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফনি-বন্ধং মুক্তকেশং শিবেনং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। একাদশ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩, টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

কলিকাতার সুখ।

আজ কাল, কলকাতাতে বড়ই সুখ,
দেখ্‌তে পাচ্ছি ভাই।
সব, রাস্তা ঘাটের শৃঙ্খলাতে,
বলিহারী যাই॥
যত, গলি ঘুঁচি সদর রাস্তা,
সমান পরিষ্কার।
তার, কোনখানে কোন গলিজ,
দেখা যায় না আর॥
দেখ, নরদামা সব কেমন রাস্তা
হ'ল বুজে গিয়ে।
যত, মশা মাছি পোকা মাকড়,
গেল পলাইয়ে॥
এখন, মহাসুখে নিদ্রা হয়,
কলকাতা নগরে।
এখন, মসারীটে ছেঁড়া হ'লে,
চলে সর্ব্বন্তরে॥
যেমন, পশ্চিমেতে ফল্গু নদী,
অন্তঃশিলা বয়।
সেরূপ, নর্দ্দামা সব রাস্তার নীচে,
গুপ্ত ভাবে রয়॥
দেখ, গাড়ী ঘোড়া গরু মানুষ,
চলে তার উপর।
তার, অন্দি সন্ধি মেলে নাক,
চক্ষুর অগোচর॥
যত, পাইখানা সব এই নর্দ্দামায়,
যোগ করে সকলে।
ধাপায় গিয়ে পড়ে ময়লা,
ভিতর ভিতর চলে॥
রাস্তার ধারের নর্দ্দামা সব,
কেমন গেল বুজে।

মানুষ চল্‌বার ফুটপাথ হ'ল,
চ'লে যাও চোক বুজে॥
আগে, মাজে মাজে গাড়ি চাপা
পড়্‌তো কত জন।
ফুটপাথের কল্যাণে এখন,
সে শঙ্কা নিবারণ॥
রাত্রিতে গ্যাস্‌লাইট জ্বলে,
আর অন্ধকার নাই।
অন্ধকার রাত্রে দিনের
মত চ'লে যাই॥
আলোক-মালা দেখে তখন,
বোধ হয় আমার।
কল্‌কাতা পরেছে বুঝি,
মণিময় হার॥
কলের জল হয়ে আর,
জলকষ্ট নাই।
যত জল চাই তত,
অকাতরে পাই॥
এমন নির্ম্মল জল,
কাশীতেও কে পায়।
বুঝি, মন্দাকিনী স্বর্গ হ'তে,
এলেন ধরায়॥
সবে, জলের জন্যে জ্ব'লে মর্‌তো,
কর্‌তো হাহাকার।
সিদ্ধির গোলা পচা জল,
কর্‌তো ব্যবহার॥
তাতে, ওলাউঠা দেবীর বড়
হ'ত কেরামত।

ঘরে ঘরে কান্নাহাটি,
খুল্‌তো, যমের বাড়ীর পথ।
নিমতলার ঘাট হতো,
অতি গুলজার।
কত লোক পুড়্‌তো তার
সংখ্যা করা ভার॥
অমৃত আর জীবন নামটি
জলের এখন।
সার্থক হয়েছে বুঝে
দেখ সর্ব্বজন॥
জল পাইয়ে বড় খুসি,
হইয়ে অন্তরে।
উজানের কইয়ের মত
উজায় যত নরে॥
এত সুখ কিন্তু যখন,
টেক্‌স দিতে হয়।
এত সুখের সহর তখন,
মাতার উপর রয়॥
তখন, জঙ্গলময় জলহীন
অজ পল্লীগ্রাম।
আমার মনে বোধ হয়
যেন স্বর্গধাম॥
সুখের চেয়ে অস্বস্তি ভাল,
কি বলিব আর।
ওরে, ছেড়ে দে রে কেঁদে বাঁচি,
সৈতে নারি আর॥
মিউনিসিপালিটীর পায়
শত নমস্কার।

ওরে! নাতানেও ছাড়ে নাক,
এমনি চমৎকার॥
তার, গরু বেচে জরু বেচে,
কর আদায় করে।
ওরে! করে করে জ্বালাতন
করে যত নরে॥
একে, পেটের ভাত গেঁটের সোনা,
হয়েছে রে মোর।
তাতে আবার ভুগ্‌তে হয়,
করের দায় ঘোর॥
একে এত কষ্ট আবার
বরার ভয় তাতে।
প্রাণ বাচান ভার লোকের
তার দন্তাঘাতে॥
সহরে আবার বরার ভয়
একি চমৎকার।
এ বনবরা নয় বিলাতী বরা
বড় প্রতাপ তার॥
বনবরারা গোঁ করিয়ে
যে দিক দিয়ে ধায়।
সেই দিকেতে যে রয় যায়
চিরে ফেলে তায়।
বিলাতী বরা সে রূপ নয়,
এ লক্ষ্য করে ধায়।
বনবরার চেয়ে এরে তাই
সবে ভয় পায়।
একে করপীড়ন আবার
এই বিলাতী বরা।

এতে, গৌবেচারী বাঙ্গালীর
কি সাধ্য জীবন ধরা।
ইচ্ছা করে এদের রাজ্য
ছেড়ে যাই চ'লে।
এতে, প্রাণ কি বাঁচে বাঁচি আমি,
আজি মরণ হ'লে।

"ন্যাসনেল" শৃগাল ও ইণ্ডিয়ান-দ্রাক্ষাফল।

এক সময়ে এক শৃগাল একটি দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রে গিয়া দেখিল যে, স্তবকে স্তবকে গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষাফল সুপক্ক হইয়া ঝল ঝল করিতেছে। তাহার সুবাসে ও সৌন্দর্য্যে মনোমোহন রূপ ধারণ করিয়াছে দেখিয়া নোলা শক শক করিতে লাগিল। আর ধৈর্য্যালম্বন করিতে সক্ষম না হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া নিকটস্থ হইয়া দেখে যে, সে সমস্ত ফলগুচ্ছই অতি ঊর্দ্ধে রহিয়াছে। তাহারা যে নাগাল পায়, এমন নীচে একটিও ফল নাই। সুতরাং তাহা বদনে দিয়া যে অমৃত রসাস্বাদন করে এমন উপায়ও নাই! তথাচ ফলের সৌন্দর্য্য ও সুপক্কতা দর্শন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে অপারগ হইল, স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, লম্ফ ঝম্প প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল এই প্রকার করিয়া দেখিল যে, কার্য্য সফল হওয়া দূরে থাকুক, আপনারাই

ক্লান্ত হইয়া নির্জীব হইয়া পড়িতেছি, উপায় কি ?

সকলে মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিল যে, যে প্রকারে কুরুক্ষেত্রে সপ্ত রথী মিলিয়া কেহ অশ্ব, কেহ রথ, কেহ ধনু, কেহ তূণ, এককালে আক্রমণ করিয়া অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল, সেই প্রকারে তাহারা একেবারে কেহ লতার মূল, কেহ লতামঞ্চের খোঁটা, কেহ ডাল, কেহ পালা, এক কালীন আক্রমণ করিলে শীঘ্র সর্ব্বসমেত ভূতলশায়ী করিতে পারিবে। এই স্থির করিয়া আদা জল খাইয়া যে যেখানে ছিল সকলে মিলিত হইয়া আক্রমণ করিল। কিন্তু বিপরীত ঘটনা ঘটিল !

ক্ষেত্ররক্ষকেরা ফল রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কএকটি করাতেকল আনিয়া দ্রাক্ষাফল অপহারক ও নাশকদিগের নিমিত্ত পাতিয়া রাখিয়াছিল। তন্মধ্যস্থ একটি শৃগাল আগ্রহ ও লোভ বশতঃ তাহা দেখিতে পায় নাই। লম্প ঝম্প করিতে করিতে পড়তো পড়, তাহার মধ্যে গিয়া পড়িল। যে পড়া, অমনি কড়াক ক'রে কলে লেজ আটকিয়া গেল। হুয়া হুয়া হুক্কা হুয়া চীৎকার !!!

ক্ষেত্ররক্ষকেরা শব্দ শুনিয়া লাঠী লইয়া আসিয়া পড়িল।

শৃগালের পো কি করেন, অগত্যা লেজটি রাখিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন।

দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের আপদ বিদায় হইল।

ওদিকে শৃগাল বেদনায় এক প্রকার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দ্রাক্ষাফলের নাম শুনিলেই হন্যা হয়ে উঠে। দ্রাক্ষাফল টক, ভদ্রলোকে ছোঁয় না ও বিদ্বানে খায় না বলিয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু তাহাতে কি লেজের জ্বালা থামে। আমরা পশুদুঃখনিবারিণী সভায় বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, যে তাঁহারা ইহার জ্বালা নিবারণের কোন উপায় দেখুন। তাঁহারা এতে কর্ণপাত করিবেন কেন ? তাঁহাদের কেবল বাজে চালাকী, ফোঁপলদালালী, লোক দেখান বৈত নয়। এক্ষণে আর কোন উপায় দেখি না, তবে যদি পেট্রিয়ট” ছোটকর্ত্তাকে ব'লে নূতন বাগানের একটি ঠাণ্ডা স্থান দেন, তবেই হইতে পারে।

আমরা ইংরাজী সংবাদ পাঠে জ্ঞাত হইলাম যে, সার সালার জং সিঁড়িতে উঠিতে পা পিছলে পড়িয়া কোমর ভাঙ্গিয়াছেন। আমরা জানি, আমাদের মত গরিব লোকেরি মজলিস্ দেখিয়া পা কাঁপে। না জানি কি মজ্‌লিসই হইয়া থাকিবে ! সালার জং সাহেবের অভ্যাস করিয়া গেলে ভাল ছিল। এরা বন

শান্তিপুর ডাকে, এস মম পাশে, দিব মনোমত শাড়ী।
উলা বলে যত, শস্য নানামত, দিব পূরে পূরে গাড়ী॥

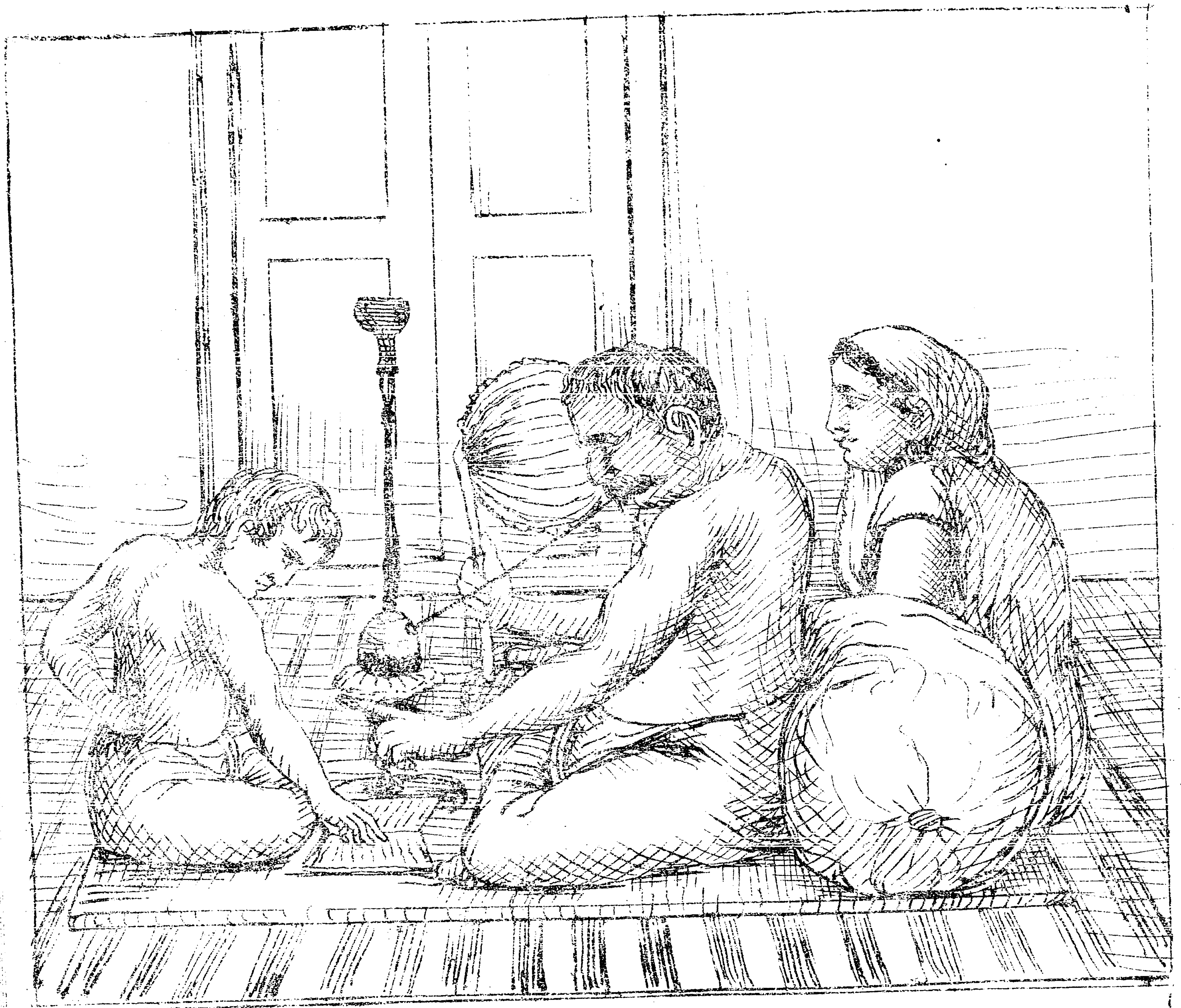

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বালকটিকে স্কুলে না যাইতে দিয়া স্বয়ং পিতা পাঠ অভ্যাস করাইতেছেন।

দাদা— “বেশ, স্কুলে না গিয়ে এমনি কোরে পোড়ো।

বালক— না মা, স্কুল বড় গরম নয়, এর চেয়ে ভাল,
আমি কাল থেকে স্কুলে যাব।

গ্রামে শেয়াল রাজা পলিটিকল এজেণ্ট সাহেব বাহাদুরেরা নহে, এরা তাঁদের বাবারা. এটি অগ্রে ভাবা উচিত ছিল।

যুবরাজ ভারতবর্ষ হইতে গমন কালীন জাহাজে করিয়া অনেক জীব জন্তু লইয়া গিয়াছেন। আমরা একথা বিশ্বাস করি না। কারণ, জন্তুদের দল কম হইয়া পড়ে নাই। তাহারা যেমন তেমনি রহিয়াছে।

কাশীতে ক্যাপ্‌টেন ফ্রেডরিক নামক একজন সৈনিক পুরুষের নিকট কএক ব্যক্তির পেন্‌শন প্রেরিত হয়। ইহাঁর প্রতি পেন্‌শন বন্টনের ভার থাকে, ভারটি অতি গুরুতর ভাবিয়া উক্ত ব্যক্তি তাহাতে লাড়াচাড়া না করিয়া নিজের কাছেই রাখিয়া দেন। এই সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ণগোচর হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে শুদ্ধ তিরস্কার করিয়া কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে অস্মদ্দেশস্থ সম্পাদকেরা ইংরাজদের বিচারপক্ষে দোষারোপ করিয়াছেন। শাস্ত্রে বলে “নীচগামি দ্বিজঃ পূজ্যঃ। ইংরাজেরা এক্ষণকার দ্বিজ, সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্রানুযায়ী পূজ্য বলিতে হইবে।

হিন্দুপেটরিয়ট পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে, “হিন্দুদেশহিতৈষী” মহাশয় অত্যন্ত মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহাকে তিনি সর্ব্বজ্ঞ দেবতা বলিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছিলেন, যাঁহার পবিত্র পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া গয়াসুরের মত জীব তরাইতেছিলেন। এক্ষণে হিন্দুর সকল দেবতার মত কপালক্রমে ভিতরের “খ্যাড়” বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নীচবৃত্তি দেখিয়া শেয়ালটা কুক্কুরটা ঘৃণায় নাসিকা সিঁট্‌কাইতেছে, তা হিন্দুপেটরিয়ট নাক সিঁটকাবেন না কেন? হে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা! হে অধমতারণ ছোট কর্ত্তা! তোমার এই কাজ, তোমার এই নীচবৃত্তি, আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না, জানিলে ভদ্রলোকে কি তোমার গতবারের “রোটসের” নিমন্ত্রণে যাইত? তোমার যেমনি নাম তেমনি কাম, তুমি যত দেশের ছোট লোকের কর্ত্তা।

ওহো! আমাদের একটি কথা স্মরণ হইল। ছোটকর্ত্তা অতি মিশুনে লোক, কিয়দ্দিবস হইল, ইনি “কলেজ গ্রাজুয়েটদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি সব দলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আলাপ করিয়া থাকেন, বোধ হয়, সেই মতে দেশের ছোটলোকদেরও একত্র করিয়া থাকিবেন। এ কথা সম্ভবে। কিন্তু তাহা হইলে পেটরিয়টের এত মনোবেদনার কারণ কি? নীচ উচ্চ লোকদিগকে যিনি সমভাব দেখেন, তিনিইতো মহৎ লোক।

তবে এত রাগের কারণ কি? "হিন্দু দেশহিতৈষী" যখন রাগ করেছেন, তখন একটা না একটা শোচনীয় ব্যাপার অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে। তিনি এ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, যদি আমরা অগ্রে ইহার অঙ্কুশ মাত্র অবগত হইতাম যে "ছোট-কর্ত্তা এপ্রকার নীচলোক কলমপেষাদিগকে "রোটসে" নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহা হইলে কি আমরা যাইতাম।"

ইহার মধ্যে "আমরা" অর্থ কি, আমরা বা কাহাকে বুঝায়।

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষারীর জাত।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বৈদ্য, নাড়ীটেপার জাত।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডি, সি, এল, কায়স্থ, কলমপেষার জাত।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস পাল, তেলী, সরিষাপেষার জাত।

ইহার নাম কি আমরা!! আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, আমাদের বোধে এমত গুরুতর ব্যাপার কি প্রকারে বোধগম্য হইবে। বড় লোকের বড় কথা; "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" মতে হইলেও হইতে পারে। লোকে বলে, শ্রীক্ষেত্রে হাড়ী, মুচি, ব্রাহ্মণ সব সমান, বারাণসীতে শেয়ালটা কুকুরটাও শিবত্ব পায়।

এটি যদি ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের কথা হইত, আমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ এক প্রকার মীমাংসা করিতে পারিতাম। হে পাঠকবর্গ! আমি তেলী, তাম্‌লী, চাসাধোবাদের ব্যাপার কিছুই বুঝিনে, এক করিতে আর করিয়া বসিব। হে পাঠকবর্গ! আমার সাহায্যে অগ্রসর হউন। যদি আমার জন্য না অগ্রসর হয়েন, তথাচ "স্বদেশহিতৈষীর" জন্য আপনাদের অগ্রসর হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি নিম্নে, গতবারের ছোটকর্ত্তার আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা দিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া ভদ্রাভদ্র বাছিয়া দিন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
বাহাদুর, ভিকারী।
শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
বাহাদুর, কলমপেষা।
শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,
ভিকারী জমিদার।
" " রাজেন্দ্রলাল মিত্র,
কলমপেষা।
" " শিশিরকুমার ঘোষ, কলমপেষা।
" " কেশবচন্দ্র সেন, নাড়ীটেপা।
" " যদুনাথ মল্লিক, সোনারবেণে।
" " দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ঐ ঐ
রেভরেণ্ড কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
দেশী বিলাতী পাদরি।
শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ রায়,
সরিষাপেষা জমিদার।

" " ব্রজেন্দ্রনাথ রায় শুঁড়ী,
মদবেচা জমিদার।
" " মহেন্দ্রনাথ সরকার,
চাসা লাঙ্গলপেষা।
" " কৃষ্ণদাস পাল, তেলী, শরিষা-
পেষা ইত্যাদি।

হিন্দুমতে দুই প্রকারে ভদ্রাভদ্র নির্ণয় করিয়া দিতে হয়।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইহারাই প্রধান ও ভদ্রজাতি; তিলী, তাম্‌লী, তেলী, সোনারবেণে, চাসা ইত্যাদি নীচ জাতি। ইহার মধ্যে তেলী সোনারবেণের জলশুদ্ধ নহে। উক্ত তিন জাতি ইহাঁদের জলস্পর্শ করেন না।

অন্য মতে রাজা, জমিদার আর কুঠীয়াল ইহারা প্রথম শ্রেণী, বিদ্যা-ব্যবসারী ও বাণিজ্য-ব্যবসারী দ্বিতীয় শ্রেণী, এই অবধিও ভদ্রলোক বলে। কলমপেষা ও সরকারি ব্যবসায়ী তৃতীয় শ্রেণী। এই অবধি কখন কখন ভদ্রসন্তান বলা যায়।

তাহার পর সমস্তই নীচলোক মধ্যে গণ্য হয়।

এই ত দুই হিন্দুমত আমরা অবগত আছি। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চারলস এক দিবস তাঁহার ধাত্রীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঝি মা! ধাত্রী করযোড়ে কহিল "বাবা" তোমাকে আমি দুগ্ধ দিয়া পালন করিয়াছি, আমি তোমার ধাত্রী। আমার ছেলেটিকে তুমি ভদ্রলোক করিয়া দাও, তুমি মনে করিলেই পার।

দ্বিতীয় চারলস উত্তর করিলেন, ঝি মা! যদি তুমি ইচ্ছা করতো তোমার ছেলেকে আমি ডিউক করিয়া দিতে পারি, মার্কুইস করিয়া দিতে পারি, অনারেবেল করিয়া দিতে পারি, কিন্তু ঝি মা! আমি তাকে ভদ্রলোক করিতে পারি না, এটি আমার ক্ষমতাতীত, শৈশবাবধি ভদ্রলোক না হইলে ভদ্রলোক হওয়া দুঃসাধ্য, "মাদার টং" বাহির হইয়া পড়ে। এই ইংরাজী মত।

এক্ষণে পাঠকবর্গ! আপনাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, আপনারা এই বিষয়টি নির্ণয় করিয়া দেশের হিতসাধন করিয়া, কলঙ্ক দূর করুন। যদি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ হইত, তাহা হইলে আমি এক প্রকার ভদ্রাভদ্র নির্ণয় করিতে পারিতাম, কিন্তু তেলী, তাম্‌লী, সোনারবেণে; চাসা ও শুঁড়ীদের মধ্যে কে ভদ্রলোক, এটি নির্ণয় করা আমার সাধ্য নয়। এবিষয়ে আপনারা না অনুগ্রহ করিলে "হিন্দুদেশহিতৈষিণী পত্রিকা প্রাণে মারা যায়। আর আমাদের ছোটকর্ত্তার রাজসভা এমত ছোট লোকদের দ্বারা কলঙ্কিত হয় না। হে পাঠকবর্গ! হিন্দুপেটরিয়টের প্রতি দয়া করিয়া মীমাংসা করিয়া দিন, যে তেলী,

তাম্লী, সোনারবেণে, শুঁড়ী, চাসা এদের মধ্যে ভদ্রলোক কে ?

"চালনী বলেন সূচ ভায়া তোর কিসে কেন ছেঁদা।"

"নেশানেল পেপর" নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে,

"ময়মনসিংহের জমীদার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী (চৌধুরী খেতাব নেশানেল পেপর অস্বীকার করেন) যিনি "এলবর্ট টেম্পিল অফ সায়েন্স" বিদ্যালয়ে ৪৫০০০ টাকা প্রদান করিবেন বাক্দত্ত হইয়াছেন, এবং উক্ত টাকার মধ্যে ১৪,০০০ টাকা নগদ ট্রষ্টিদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত দান জন্য অত্যন্ত দুর্নাম হইয়াছে।"

উক্ত কথাটি বঙ্গবাসীদের বিশেষতঃ "নেশানেলদের" মতে ঠিক ও উপযুক্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালীরা—

কার্য্যে ঊন, ভোজনে দেড়ে।
বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে॥

হরিশ বাবু পাড়াগেঁয়ে জমীদার, কি প্রকারে দেশহিতৈষী হইতে হয়, তাহার কি জানেন! "নেশানেলের" কি বোঝেন! ধড়াস ক'রে ৪৫,০০০ টাকা দেশের লোকের হিতার্থ ব'লে দিয়ে ফেলে, বড় মন্দ কার্য্য করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা তিনি যদি ছেঁড়া চটী, বগলে উড়ানী ক'রে রাস্তার মাঝে দাঁড়াইয়া আমি নসিরাম—

"আমার নাম নসি,"

" আমার নাম নসি, থাকি বসি,
ঠাকুর বাগানে।
কল্‌কাতায় নাই হেন লোক যেবা
নাইক জানে॥"
" ভাগ্য দোষে, বিধির রোষে, গায়ে
বেরোলো দাধ।
তাই দেখিতে নসিরামের সহর যুড়ে
সাধ॥"
"ড্যাগা খেলি, ঘুড়ুডি মেলি, কোচড়
ভরা মুড়ি।
পালপার্ব্বণ পেলে নসিরাম করেন
যুতা চুরি॥"
" বড় পাজি, বোল্লে কাজি, বিচার
করিয়ে।
উলটা গাধায় চড়িয়ে দিল বাহির
করিয়ে॥
" ভাঁউর গেল, মান গেল, এমন
ধারা কাজ।
এমন মন্দ নসিরাম তবু নাই লাজ॥"

আমি "হিন্দুদেশহিতৈষী "আমি সম্পাদক বলিয়া কেবল চীৎকার করিতে পারিতেন। ঝোপ বুঝে কোপ মারিতে পারিতেন। দশ বিশ হাজার উলটে আনিতে পারিতেন।

গাজনের সং।
দেখ ভাই এটা কি সং!
দূর খেপী, ও যে কলিকাতার সাহেব বাবু!
এমা তা আমি জানিনে!!!

Some Specimen of Memorials from the British INDIAN Association

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন হইতে কয়েকটি মেমরিয়েলের (স্মরণার্থ চিহ্ন) নমুনা।

তবে লোকসমাজে খোষনাম হ'ত, দশ জনে জানিত, এক জন কৃষ্ণ বিষ্ণু হ'য়ে পড়িতেন। কি মূর্খ! কিছুই শিখিলেন না। সুদ্ধ চেঁচাও, বগলে উড়ানী করিয়া ডাকপেয়াদাদের মত ছুটে ছুটে বেড়াও. বড় বক্তৃতা কর, সংবাদপত্রের সম্পাদক হও, তবেতো লোকেরা বাহবা দেবে; ছোট ছোট ইস্কুলের ছেলেদের বুক চড় চড় করিতে থাকিবে। কতক গুলা টাকা দিলে কেবল দেশের কতক গুলা গণ্ডমূর্খ বিদ্বান হ'য়ে পড়িবে বৈত নয়। ছি ছি হরিশ বাবু! এ কার্য্যটি অতি গর্হিত হইয়াছে, ইহাতে কেবল নিন্দা হইতেছে, এমত কুকার্য্য করিতে হয়?

আবার টাকাটা দিলে দিলে, কেন "নসিরাম মেলার" জন্য দিলে না, গরীবেরা খেয়ে বাঁচিত, কিম্বা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের হাতে দিলেন না, তাঁহারা আর একটি "মেমরিয়াল দ্বার (Memorial Door) নির্ম্মাণ করিতেন। তুমি ইণ্ডিয়ান লিগের হস্তে দিলে।

কি দুঃখ কি দুঃখ! এতেও "নসিরামের" রাগ হবে না, ন দেবায় ন ধর্ম্মায়।

কথাটা বল্‌তেই আমার মনে পড়িল যে, হরিশ বাবু ৪৫০০০ পঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র মুদ্রা!! সহী করিয়াছেন, কত টাকা!!!

অনেকে এত টাকা একত্র চক্ষে দেখেন নাই। আমরাতো ইদানীং কলিকাতার বড় বড় বাহাদুরের বড় বড় দান দেখিয়াছি, কিন্তু এত বড় দানতো তাঁহাদের উচ্চারণ অবধি করিতে দেখি নাই। তন্মধ্যে ১৪০০০ চতুর্দ্দশ সহস্র মুদ্রা ট্রষ্টিদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। সর্ব্বনাশ!! এত টাকা আমি হস্তে ন্যস্ত পাইলে বারআনা কলিকাতার বাবু ভায়াদের মত জুড়ি হাঁকাইয়া বেড়াইতে পারি।

যে ব্যক্তি ৪৫০০০ টাকা দান করিবেন বাকদত্ত হইয়াছেন, এবং তন্মধ্যে ১৪০০০ টাকা দিয়াছেন, তাঁহার টাকা দিবার ক্ষমতা আছে কি না? এবং দেবেন কি না? আমাদের মত ক্ষুদ্র আদার ব্যাপারীদের আলোচনা করাই নিতান্ত পাগলামী। নীচমুখে উচ্চ কথা কখন ভাল লাগেনি, লাগে না, ও লাগিবে না। সুতরাং পাঠকবর্গ আমাকে মাপ করিবেন।

বসন্তকের ষষ্ঠীবাঁটার সাধ।

"অসারং খলু সংসারং
সারং শ্বশুরমন্দিরম্"।

সভ্য পাঠকগণ আজ আপনাদের কাছে কিছু অসভ্য না হ'য়ে থাকতে পার্‌লেম না, কাজেই এখন আপনাদের সহৃদয়তার উপর নির্ভর ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা কর্ত্তে হয়েছে। বোধ করি, ক্ষমাদানে কেহই কার্পণ্য করিবেন না, যেহেতু

বিচার ক'রলে আমার তত দোষ নাই, আমাকে আপনাদের কাছে নিত্য নূতন কথা কইতে হয়, "তঝাব তাঝ নোবিন" কিন্তু ক্রমাগত নূতন যোটে কই। পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, কোন এক জন প্রসিদ্ধ ভাঁড় নিত্য নূতন তামাসা দেখাতে আর না পেরে এক দিন নিজ প্রভুর সভায় ঝাঁকামুটে চ'ড়ে উপস্থিত হ'য়েছিল ও প্রভু কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব'লেছিল "এই আজকের নূতন" সভ্যগণ আমারও আজ সেই রূপ মন হওয়াতে নিজের কথা ক'য়েই আপনাদের নূতন কথা শুনাচ্চি। কিন্তু ব্রাহ্মণীর কাছে পাছে ঠোনা খেতে হয়, এই ভয় হচ্ছে। যা হ'ক ব'লে ফেলি, রামে মার্‌লেও মার্‌বে রাবণে মার্‌লেও মার্‌বে, ব'ল্লে ব্রাহ্মণীর কাছে ঠোনাটা ঠানাটা খেতে হবে, আর না বল্লেও আপনারা চ'টে গে দেউড়ি মকুব ক'রে দেবেন। কি করি উভয় সঙ্কট, একটা না হয় একটা কত্তেই যখন হবে, তখন বলাই ভাল। সভ্য পাঠকগণ তবে শ্রবণ করুন্, যাঁরা অশ্লীলতা-নিবারিণী সভার সভ্য, তাঁদের কাছে আমি ক্ষমা চাচ্চি, আর যাঁরা আমার মত লোক তাঁদের কাছে বক্‌সিস চাচ্চি। আহা! পাঠক মহাশয়দের ব'ল্‌ব কি, মাসের নাম্‌টা করতেই যে প্রাণটা যুড়ুচ্চে, জ্যৈষ্ঠমাস কি মধুর গা—আঁব কাঁঠালের চেয়ে সাতকাটী বাড়া, এ মাসটিতে ষষ্ঠীবাঁটা হয়। সভ্যগণ অশ্লীলতা-নিবারিণী সভারই সভ্য হ'ন, আর যাই হ'ন, বুকে হাতদে ব'লতে গেলে মানতে হবে যে, ষষ্ঠীবাঁটার নামটা শুনলেই মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠে। আর যাঁদের পক্ষান্তরের বিবাহ তাঁদেরতো কথাই নাই, আহ্লাদে একেবারে আটখানা। এবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠে ষষ্ঠীবাঁটা হ'য়েছিল, তা পাঠকগণ ব'লব কি, ১৬ই থেকে আমার মনটা যেন মেতে উঠেছিল। ১৬ই তারিখে সহরে নিমন্ত্রণের বড় ধূম, গাড়ী পাল্কী ক'রে বাড়ী বাড়ী জামাই নিমন্ত্রণে বেরুল, যেখানে যাই, সেইখানে দেখি, বাবুরা বড় কুটুম্বের অভ্যর্থনা ক'চ্ছেন দেখে আমার মনটা একেবারে ব্যাকুল হ'য়ে পড়লো, ভাবলেম কি আপসোসের বিষয়, বৎসরকার দিন আমার ভাগ্যে আর বাঁটাটা যুটল না। করি কি, বাসন্তিকাকে গিয়ে ব'ল্লেম "বলি বাসন্তিকে! তোমার ভাইরা কি আর আমাকে বৎসরান্তে পাঁচ সিকার ধুতী, উড়ানী, এক থাল ঘোড়া মণ্ডা ও এক পেট ফলার দিতে পারেন না? নিমন্ত্রণটা না ক'রে লোকের কাছে আমাকে অপদস্ত করবার দরকার কি ছিল? নিমন্ত্রণ না ক'রার চেয়ে মাথাটা কাটা যে ভাল ছিল? বাসন্তিকা শুনে বল্লেন, তাঁর মা বাপ থাকতো অবশ্যই নিমন্ত্রণ

কর্ত্তেন, ভাইরা ষষ্ঠীবাঁটার নিমন্ত্রণ কি ক'রে ক'রবে। আমি বল্লেম "বেস! আমি কোথা মনের দুঃখে তোমাকে ব'লতে এলেম, না তুমি ব'ল্লে ভাই কি ক'রে নিমন্ত্রণ ক'রবে, এর চেয়ে গালে দুটা চড় মারলে না কেন? নিমন্ত্রণ না ক'ল্লেই হলো, তার আর কি, "আপনার তিন দিবস প্রতিমাদর্শনের (বিষ্ণু) আগামী কল্য বাঁটা গ্রহণের ও ভোজনের নিমন্ত্রণ" এই কথাটা বলায় আর বাধা কি? বাসন্তিকা বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন "তোমার যেমন আক্কেল, শাশুড়ী ভিন্ন বাঁটা কে দেবে, যাও বোক না"। কি করি, মনের দুঃখ মনে রেখেই বাসন্তিকার কাছে থেকে চ'লে এলেম, কিন্তু মনটা স্থির হ'ল না, ভাই ভগ্‌গর আত্মীয় কুটুম্বুর শালারা যখন এসে এসে তাদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তে লাগলো, তখন আমার একবারে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়তে লাগলো। শেষে ভাবলেম, চেষ্টা ক'রে দেখা যাক, যদি একটা উড়া নিমন্ত্রণ পটান যায়। এই স্থির ক'রে, বন্ধু বান্ধবকে ব'ললেম "ভাই হে! তোমাদের শ্বশুর শাশুড়ী বর্ত্তমান, তোমরাতো ষষ্ঠীবাঁটা রূপ সুখসাগরে ছাতি ফুলায়ে বড় বড় বজরা পিনিসের মত চলেছ, তা ভাই, সেই সঙ্গে আমাকে ডুঙ্গীর মত বেধে দেও না।" তাঁদের বড় কুটুম্বদের অনেক ক'রে বলতে লাগলেম, কিন্তু কেহই আর ডুঙ্গীটি বাঁধতে স্বীকার পেলেন না। কি করি, উশু খুশু ক'রে এক রকমে ১৬ ই তারিখের রাতটা কাটালেম। ১৭ ই তারিখে পাঁশ চাপা আগুন আরো তেজ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। সকাল না হ'তে হ'তে সহরের জামাই বাবুরা বেশভূষার আয়োজন করতে লাগলেন। বিলাতী সাবান দে গা ধোয়ার চোটে বড় মানুষদের নদ্দামার গরদা সাফ হ'য়ে ফুলোল তেল ধোয়া সাবানের জল বইতে লাগলো, সামান্য লোকেরাও বেসন, রূপটান প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গরাগ কত্তে লাগলেন। জলের কলের জল প্রায় শেষ হয়ে এল; আর মিউনিসিপালিটির তেল সাফ করার এক মাসের খরচা বেচে গেল। আমি তাড়াতাড়ী গে ব্রাহ্মণীর নিকটে সাবান ও কালা পেড়ে ধুতী খান চাইলেম। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করলেন, কি হবে? আমি ব'ললেম, কতকটা সাধ মিটান যাক। ব্রাহ্মণী বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন "তুমি হ'লে কি? ষষ্ঠীবাঁটার নিমন্ত্রণে কি হয়, যে এত ব্যস্ত হচ্ছো।" আমি বল্লেম "ওগো সেটার তুমি কি বুঝবে, বন্ধ্যা প্রসব-বেদনার কি জানে! পাড়ওয়ালা ধুতী, সাটিনের চিনেকোট ও ঢাকাই একলাই প'রে শ্বশুর বাড়ীর গাড়ীতে চ'ড়ে এদিক উদিক উঁকি মেরে তাকাতে তাকাতে যাওয়ার মজা জামাই-

রাই জানে, তুমি মেয়ে মানুষ কি জানবে ?” বাসন্তিকা “নাও তোমার আর রঙ্গ কত্তে হবে না, যাও যা খুসি তাই করগে” ব'লে সাবান ও ধুতী ফেলে দিলেন। আমি অমনি তোয়ালে দে সাবানে গা ঘ'ষে ঘ'ষে সাঁক খড়ি ক'রে ফেল্লেম। এমন কি, দুই এক জায়গার নোনচা ছাল উঠে গে জ্বালা ধরলো। তখন উঠে একটু ফুলোল তেল মেখে ভাইপোর সাত বছরের মেয়েটিকে ডেকে ব'ল্লেম! “আয় লো গোলাপ বিবি! আমার পাকাচুল কটা তুলে দিবি আয়।” বলতে কি সভ্যগণ! পক্ষান্তরের বিয়ে ক'ল্লে পাকাচুল তোলাটা সকলের চেয়ে দরকারী। তা গোলাপ বিবির কল্যাণে আমার সে কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে গেল। পরে ঘরে গিয়ে কালাপেড়ে ধুতীখান প'রে, সাটিনের চিনেকোট গায়ে দিয়ে, ঢাকাই একলাইথান বগলে ক'রে ও কানে একটি সোহাগের ফায়া গুজে সামনে আরসী রেখে এলবার্ট ফেসানের চুল ফেরাতে লাগলেম। বলতে কি, সভ্যগণ! বকলস দেওয়া বারনিস চামড়ার জুতা যোড়াতে একটু তেল মাখায়ে নেবার আগে যদি ব্রাহ্মণী এসে “নাও বুড়ো বয়সে আর খোকার মত সেজে লোক হাসাতে হবে না,” ব'লে গালে ঠোনা মেরে বার ক'রে না দিতেন, তা হ'লে আমি বাজী মাত ক'রে দিয়ে ছিলেম আর' কি!

বিজ্ঞাপন।

অদ্যাবধি এই বসন্তক সম্বন্ধে আমার কোন সংস্রব রহিল না। শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ও প্রচারকের পদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ভাগের আর এক সংখ্যা অর্থাৎ ২৪ সংখ্যা পর্য্যন্তের বিল আমার নামে হইবে। তৃতীয় ভাগের প্রারম্ভাবধি শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বিল হইবে।

শ্রীহরি সিংহ।
ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, ও পেত্নীপূর্ব্ব প্রচারক।

অদ্যাবধি আমি এই বসন্তকের সম্পাদক ও প্রচারকের কার্য্যে ব্রতী হইলাম। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও প্রচারক শ্রীযুক্ত হরি সিংহের সহিত ইহার আর কোন সংস্রব রহিল না। কিন্তু এই দ্বিতীয় ভাগের আর এক সংখ্যা অর্থাৎ ২৪ সংখ্যা পর্য্যন্তের বিল শ্রীযুক্ত হরি সিংহের নামে হইবে। তৃতীয় ভাগের প্রারম্ভাবধি আমার নামে বিল হইবে।

অপর যদি কোন গ্রাহক মাসে মাসে নিয়মিত রূপে বসন্তক প্রাপ্ত না হন, তিনি আমাদিগকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিলে তাহার বিহিত ব্যবস্থা হইবে।

শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
বর্ত্তমান ভূত ও পেত্নী।

☞ কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

"Grapes are Sour"

শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল।

দ্রাক্ষাফল বড় টক।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। দ্বাদশ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩, টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা।	এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।	অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

বসন্তকের বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ।

"দিলে বোলে পেলে, না দিলে কোথায় পেতে।
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে॥"

আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া তামাক খাইতে খাইতে ভাবিলাম, যে আজি একবার রাজা রাজড়াদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবেক। আমরা ভিক্ষুক জাতি, আমাদের রাজা-রাজড়াদের সহিত আলাপ রাখাটা ভাল, সময়ে সময়ে কাজে লাগে। এই ভাবিয়া গিন্নীকে কহিলাম, বলি গিন্নী! আজি একবার চটী জুতা জোড়া, ও গরদের জোড়টা বের কোরে ঝেড়ে ঝুড়ে রাখ। গিন্নী একটু মুচকে হেঁসে বল্লেন, আজি যে এ ভাব, কোথায় যাওয়া হইবে না কি! আমি কহিলাম, রাজ-দর্শনে, অনেক দিন যাওয়া হয় নাই, তাই ভাবিলাম, একবার সকলকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসি। আজি কাল যে সময় পড়িয়াছে, যে বিনা তোষামোদ, আর প্রতি কথায় "যে আজ্ঞা" ভিন্ন মন আর পাওয়া যায় না। নিজেরা বড় লোকের খোষামোদ করেন, আর ঘরে এসে রেগে চাকর বাকরদের, মোশাহেবদের উপর শোধ লন। এই বলিয়া অতি সত্বর প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধান পূর্ব্বক গঙ্গামৃত্তিকার এক দীর্ঘ ফোঁটা করিয়া ও তাহা গাত্রে লেপিয়া গরজের জোড়টা পরিয়া এক মহা দিগ্‌গজের ন্যায় বাটী হইতে দক্ষিণাভিমুখে বাহির হইলাম। কতক

দূর যাইতে যাইতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার তট কি সুন্দর! দেখিয়াই মোহিত হইলাম, বিশেষতঃ লেস্লির শাঁকোতে উঠিয়া স্নিগ্ধ বায়ু-সেবন করিতে করিতে সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলাম।

ভুলিয়া মিউনিসিপ্যাল কমিশনরদের আপিসে উপস্থিত হইলাম। মনে পড়িল যে, আজি কাল "নূতন ইলেক্‌টিভ কমিসনর" সম্বন্ধে কি হইতেছে জানিয়া যাই। এই স্থির করিয়া আমার "কার্ড" (এক্ষণে কএক জন ইংরাজের সহ আলাপ হওয়াতে আমাকেও কার্ড ছাপাইতে হইয়াছে) চাপরাসীর হস্তে দিয়া পাঠাইয়া দিলাম। মনে স্থির করিলাম, লাগে তাক না লাগে তুক্ক, দেখা করে ভাল, না ক'রে যদি "যাও" "চলা যাও" বলেন তো, হন হন ক'রে ঘরে গিয়ে হুকুনুকে ভাত বেশী ক'রে খাব! কি আশ্চর্য্য! পেয়াদা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া আমাকে অতি ভক্তিভাবে একটি সেলাম করিয়া কহিল যে, সাহেব আব লোককে সেলাম দিয়া।

আমি এত বড় সাহেবের চাপরাসীর এত ভক্তিভাবের সেলামের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। শেষে ভাবিলাম, বুঝি ভুলা বক্সিস চাহিবে। বক্সিস কথাটি যেই মনে হওয়া, অমনি ফিরিয়া দড় দড় করিয়া শিড়ি নামিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা দেখিয়া হরকরা আমার পিছে বাবু সাহেব ২! বল্‌তে বল্‌তে আসিল। আমি মনে করিলাম, ঐ ধ'ল্লে; দে ছুট। হরকরাও কি ছাড়ে, পিছনে পিছনে ছুট, নূতন মিউনিসিপ্যাল বাজারের নিকট ধরিল। আমি বলিলাম, প্যায়দা ভাই ছেড়ে দাও, আমি বামুন। সে কহিল, হা হাবা বামুন, পালাচ্চ কেন, হগ সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ব্বেন ব'লেছেন।

আমি কহিলাম "তবে তুই সেলাম দিয়া বল্লি কেন।" সে উত্তর করিল, 'সেলাম দিয়া' অর্থে ইতো দেখা করিবেন। আমি কহিলাম, বটে, তবে চল।

আমি জানিতাম যে, সে কেলে বড় বড় সাহেবেরা বড় বড় সেলাম বড় ভাল বাসেন; এখনকার মত একটু ঘাড় নাড়া পচন্দ করেন না, এজন্য আমি সহর-কোতোয়াল হগ সাহেবের নিকট গিয়া বিরাশী শিক্কার ওজনের একটি সেলাম ঠুঁকিলাম।

সাহেবের মুখে আর হাসি ধরে না, অনেক দিন অবধি এমন সেলাম পান নাই। অতি সমাদরে আমাকে আসন গ্রহণ করিতে কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মনে ক'রে মহাশয়?"

আমি কহিলাম "আজ্ঞা নূতন মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে আপনকার শ্রীচরণে নমো, বিষ্ণু আপনাদের চরণ

দেখা যায় না; শ্রীমুখ দেখিতে আসিয়াছি।

হগ সাহেব কহিলেন, একাল পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই, জন কতক সবে নাম পাঠাইয়াছেন, কি হয় বলা যায় না। আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, সে কি, পূর্ব্বের জষ্টিসের মধ্যে কেহই কি নাম পাঠান নি?"

সাহেব উত্তর করিলেন "কৈ না, বোধ হয়, কেহই পাঠাবেন না, কারণ, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ইহার বিপক্ষ, অগ্রকার প্রায় সমস্ত দেশীয় জষ্টিসেরা, তাঁহাদেরই বানেয়া, যাহার খান তাঁহারা তাহারি বাজাইবেন বোধ হইতেছে। এক্ষণে সে কথা থাকুক, আপনি কেন এক জন কমিশনর হন না?"

আমি উত্তর করিলাম "আজ্ঞা আমার এক্ষণে হওয়া ভার, আমার এই পূজায় নেসন্যাল থিয়েটরে পেণ্টোমাইনে বায়না পাবার কথা হ'চ্চে, তাতে না হয়, বেঙ্গল থিয়েটর যদি পূজার মধ্যে হ'য়ে উঠে, তাহা হইলে তাহাতেও হবার সম্ভব। আপনি ইংরাজ পাড়ায় থাকুন, আমি বাঙ্গালী পাড়া গুল্‌জার করুব। তবে যদি তেমন তেমন হয়তো, ডাক্‌বেন "এক ঘরমে দুই চেরাগ" হইবে।

আমি বিদায় লইয়া আসিতে আসিতে ভাবিলাম, ইলেক্‌টিভ মিউনিসিপ্যালিটি যদি এবার না হয়, তাহা হইলে আর ১০০ বৎসর মধ্যে হওয়া ভার। এতে বিপরীতাচরণ ক'রলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের মত হয়। লোকে বলে "চোরের উপর রাগ ক'রে ভূমে ভাত খাওয়া" ইহা তাই।

ঘোষালদের প্রতি পুলিশের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে ছোট কর্ত্তার লিপিপত্র।

ইংরাজেরা শীকযুদ্ধে জয়ী হইয়া সর্দ্দার সের সিংহ ও তাহার পুত্রকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনেন। সের সিংহ কিয়দ্দিবস কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহার পুত্রকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য একটি দেশী মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া কহিয়া দিয়াছিলেন যে, "দেখ ভাই! তুমি আমার পুত্রকে সমস্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবে, কিন্তু "ইফ" আর "বট্" শব্দদ্বয় শিক্ষা দিও না। ইংরাজীতে উহার অপেক্ষা আর ফাঁকি দিবার উৎকৃষ্ট শব্দ নাই।

ছোটকর্ত্তার লিপি পাঠ করিয়া আমাদের ঐ কথাটি মনে পড়িল। ইহা "ইফ" আর "বটে" পরিপূর্ণ। সুতরাং ইহা সর্দ্দার সের সিংহের অর্থ বৈ আর কি হইতে পারে।

মার্কিন দেশীয় কন্‌সর্ট।

মার্কিনেরা সকল কার্য্যই আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। সকলে তাক না হইলে তাঁহাদের মনোনীত হয় না। এক্ষণে যে ফিলাডেলফিয়া "একজিভিমন" হইতেছে, তাহাতে এক ঐকতান বাদন প্রস্তুত করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাতে এক সময়ে এত লোকে এত যন্ত্র বাজাইবে, যে তাহার তাল রাখা বিলাতী ড্রমে (জয়ঢাক) উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হইবেক না, সুতরাং কামান ছুড়িয়া তাল রাখা হইবেক। এরূপ ফুল আখড়াই (কনসর্ট) কোন দেশে কখন হয় নাই। এটি তাঁহাদের ভ্রম, আমরা রামায়ণ পাঠে অবগত আছি যে, রাবণ যখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে যান, তখন "দগড়ে রগড় দিতে তিন লক্ষ কাঁশী॥"

অস্মদ্দেশে, ঢোলে দুই বাঁশী, আর এক কাঁশীতে এক সম্প্রদায় কন্‌সর্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১২,০০,০০০ দগড়া ৬,০০,০০০ বাঁশী আর ৩,০০,০০০ কাঁশীতে ঐ ঐকতান বাদন হইয়াছিল। অর্থাৎ ২১,০০,০০০ লোকে বাজাইয়াছিল, এত লোক ফিলাডেলফিয়ায় ধরে কি না সন্দেহ। ঢাকের কাছে টেমটেমির বাদ্য! তাঁহাদের যদি পৃথিবীকে এত তাক করিবার ইচ্ছা ছিল, তবে আমাদের দেশে এসে বীর হনুমানের সহিত পরামর্শ করিলে, এক দিন সক্ষম হইতেন। এটি বৃহৎ হনুমানী ব্যাপার, মার্কিনেরা যত বড় হনুমান হউন না কেন, আমাদের বীর হনুমানের অপেক্ষা বড় হনুমান নন।

কন্যা বন্ধক।

আমরা মিশর রাজ্যের পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত আছি যে, মিশর দেশস্থ লোকেরা তাহাদের পৈতৃক মৃতদেহ (যাহাকে "মমী" কহে) বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ লইত। "মরা গরুতে ঘাস খায় না, সুতরাং বন্ধক রাখিতে কোন ভাবনা ছিল না।

আর কলিকাতাস্থ বাগবাজারের যে মদনমোহন আছেন, তিনি বনবিষ্ণুপুরের রাজার মদনমোহন। রাজা এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ লইয়া মদনমোহনকে বন্ধক রাখিয়া যান, কিন্তু রাধিকাটি লইয়া দেশে যান, সেই অবধি মদনমোহন থুবড়ো হ'য়ে বাগবাজারে প'ড়ে আছেন। ভোগ খেয়ে ভুষড়ী ভাংছেন। সে দিন ৬০০০০ টাকা খরচ ক'রে বাটীটি সারাইয়া দিতে হ'য়েছে। এমন বন্দক রাখা বড় সহজ নহে, কাহার লাভ যে বলা যায় না।

কিন্তু পশ্চিম অঞ্চলে একজন ইংরাজ সম্পাদক অন্য একজন ইংরাজ সম্পাদকের বিপক্ষে লিখিয়াছেন যে,

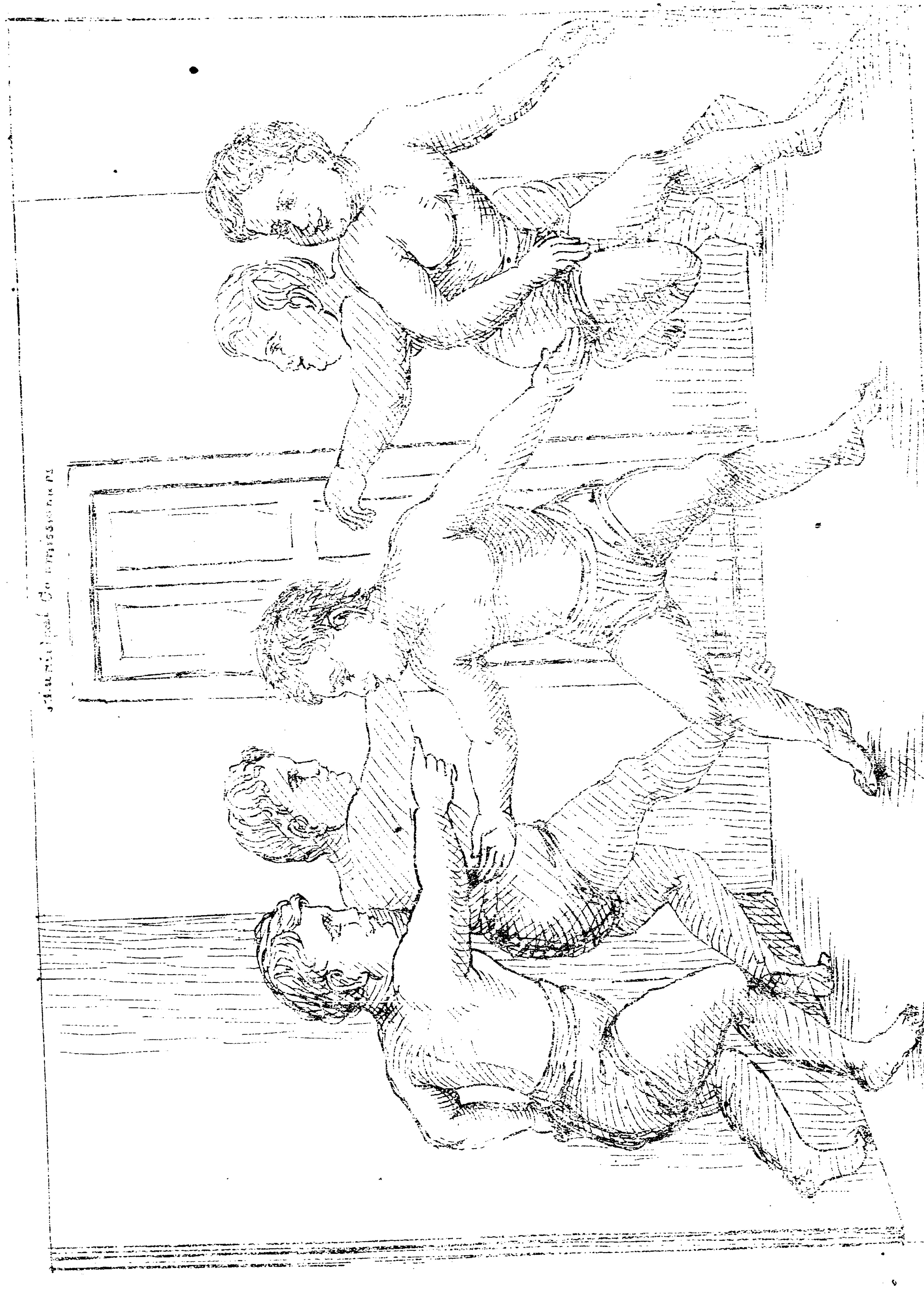

আমাদের ভোটের মুদী মহ বাড়ীর কবাট খুলিয়া কি দেখিলাম।

উক্ত সম্পাদক তাঁহার কন্যাকে বন্ধক রাখিয়া একশত টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন। ইহাতে যে কাহার লাভ তা আর ভাবিতে হয় না। ইংরাজেরা স্ত্রীর খরচার ভয়ে বিবাহ করিতে পারেন না। এমন ধারা দু একটি মহাজন পানতো ইংরাজদের আর ভাবনা থাকে না, রথ-দেখা আর কলা-বেচা এক সঙ্গেই হয়; মেয়ে পার আর অর্থলাভ। আর আইন মতেও সুবিধা, সুদ নাই, (কন্যাভরণ-পোষণের) খর্চ্চা নাই, টাকা দিলেই হ'ল। নালিশ ক'রে ডিকরি জারি ক'রে দখল ক'রে নিলেই চুকে গেল। এমন সুবিধা কি আর আছে! কি আশ্চর্য্য! এতেও লোকে মন্দ বলে, এ যে "শাককে শাক, কিসে মূলো!"

ইলেকসন।

"ছিল না চাল,
হ'ল চুলি।
ছিল না ডোলা,
হ'ল ডুলি।
একেবারে ডুপা তুলি।
ভেঙ্গে গেল মাথার খুলি॥"
(দেখ যেন না হয়) ওলা ডুলি ওলা ডুলি॥"

বলি ও ভাই সকল! বলিও "ভোটর" সম্প্রদায়! বলি ও বিজ্ঞোত্তমেরা! আমাকে কি ভোট দেবে? যদি দাও খুলে বল। তাহা হইলে আমিও কোমর বেঁধে দাঁড়াই। কোমর বেঁধে দাঁড়াই শুনিয়া 'ভোটর' সম্প্রদায়েরা এমত মনে করিতে পারেন যে, এতক্ষণ আমার ভরসা হয় নাই, তাঁহারা কথা দিলে আমি অগ্রসর হই। কিন্তু তাহা নয়; সত্য বলিতে কি; আমি প্রত্যুষে যথার্থ ই কোমরের কাপড় খুলে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলাম। আমাদের পাড়ার কএক জন ছোকরার গলার আওয়াজ পেয়ে আমি শয্যা হইতে উত্তর দিলাম। তাহারা সকলে শুনিবা মাত্র কহিয়া উঠিল "আরে কে হে" বসন্তক খুড়ো, বেঁচে আছতো, বার হ'য়ে এস ২, এমন হিড়িকে যদি তুমি এক জন কৃষ্ণ বিষ্ণু হ'য়ে বার না হবেতো, বার হবে কবে! এস, দরখাস্তের কাগজ, ভোটের কাগজ ও দোয়াত কলম নিয়ে বার হ'য়ে এস।

যে বলা, অমনি আমি কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লাম। তোবড়া তুবড়ী ছাতা বগলে ক'রে পাড়ার কএক জন ছোকরাকে নিয়ে দুর্গা শ্রীহরি ব'লে বার হ'য়ে পড়লাম, পথে গিয়া ভাব্‌লাম, অগ্রে কোথা যাই। বড় বাড়ী দেখে যাই, না দ্বোর দ্বোর কোর্ব্বো। অবশেষে এক বড় বাড়ী সাব্যস্ত করিয়া তন্মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম।

দ্বারবানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবু বাহিরে আসিয়াছেন? সরকার দফ্-

তরগানা থেকে বাবুর নাম শ্রবণ করিয়া কহিল, কে গো! এদিকে আসুন।

আমিত আস্তে আস্তে সরকারের নিকটে গিয়া কহিলাম, বাবু বাহিরে এসেছেন? সরকার কহিল কেন? আমি কহিলাম, বাবুর কি ভোট দেওয়া হইয়াছে? সরকার হাঁ করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া কহিল "ভোট" ভোট কি মহাশয়? আমি "ভোট" কি তাহাকে বুঝাইতে বসিলাম। সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার মাসী অবধি হয়েছে, এমত সময়ে বাবু চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিলেন। আমি উঠিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলাম, মহাশয়ের কি কাহাকে ভোট দেওয়া হইয়াছে? বাবু মহাশয় কহিলেন, ভোট, কৈ না। আমি কহিলাম, তবে আমাকে দিলে ভাল হয়। বাবু কহিলেন, আচ্ছা মন্দ কি? আমি হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া কাগজ বাহির করিয়া কহিলাম, তবে মহাশয় লিখিয়া দিন।

বাবু কহিলেন, লিখে দিতে হবে, কি লিখে দিতে হবে দেখি? বাবু কাগজ লইয়া উলট পালট করিয়া দেখিতে লাগিলেন, দু একটি ফেক্‌ড়ি বাহির করিলেন, এবং বিস্তর তর্ক বিতর্ক করিলেন। শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, আজ রেখে যান, কালি এখন সব লিখে দিব।

আমি মনে মনে বড় আনন্দিত হইলাম, যে, এক জন ভদ্র লোক হাত হইল, এই ভাবিয়া কহিলাম, মহাশয়! আপনি তো এ পাড়ার বর্দ্ধিষ্ণু লোক, আপনাকে সকলে মান্য করে, আপনি যদি বলিয়া দেনতো আমাকে এ পাড়ার সকলেই ভোট দেয়।

বাবু বলিলেন, বেস কথা! তবে আপনি আর কিছু কাগজ রাখিয়া যান, কাল তখন সব সহী করিয়া পাঠাইব।

আমি কহিলাম, আজ্ঞা আমি কল্য আসিব এখন, বাবু কহিলেন, না না আপনার আর কোন কষ্ট লইতে হইবে না, আমি এখন সব পাঠাইয়া দিব। আমি গাত্রোত্থান করিয়া দেখি যে, কুঠীর বেলা হইয়াছে। আর এখন কিছু হইবে না ভাবিয়া বাটী গেলাম।

তাহার পর দিবস উঠিয়া মনে ভাবিলাম, কোথায় যাই, নব্যতন্ত্র গৃহস্থদের নিকট যাই, তাহারা বিচক্ষণ লোক, আমার ভোট পাইতে বড় কষ্ট হইবে না। এই ভাবিয়া পাড়ায় উপস্থিত হইলাম। প্রথম এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন মহাশয়! আপনাদিগের ভোট দেওয়া হইয়াছে?

তিনি উত্তর করিলেন, কৈ দেওয়া হয় নাই। আমি কহিলাম, তবে মহাশয় আমাকে দিন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি সমস্ত পরিচয় দিলাম।

তিনি শুনিয়া কহিলেন, আমি বিবেচনা করিব, এর পর যাহা হয় দেখা যাবে।

আমি ভাবিলাম মন্দ নয়, দেখা যাক অন্য কেহ যদি দেয়। অন্য আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি উত্তর করিলেন, আমি ভোট দিব না, এক জনও উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন।

আমি কহিলাম, যদি আপনকার মতে কাহাকেও উপযুক্ত লোক দেখিতে না পান, তবে আপনি হন না কেন? তিনি কহিলেন, বিবেচনা করিতেছি, এক্ষণে কোন ভদ্রলোকও অগ্রসর হন নাই। আমি কি ক'রে হই বলিয়া চলিয়া গেলেন। অন্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ বলিলেন, দেখা যাবে, কেহ বলিলেন, রেখে যাও, কেহ বলিলেন, তাঁহার মামার হবার কথা আছে, কেহ বলিলেন, ওহে ঠাকুর! ঘরের গেয়ে বনের মোষ তাড়াবে কেন? ঘরে গিয়ে হরিনাম করগে, পর কালের কাজ হবে।

১০টা বাজিয়া গেল, আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম ৮ ভাবিলাম, কি আপদ, অগ্রে বাটীতে হাপ আখড়াই গাহনা দিতে হইলে গলবস্ত্র হইয়া বাটী বাটী যাইতে হইত, এ দেখিতেছি, ফুল আখড়াইয়ের বাবা। এ গলবস্ত্র হ'য়ে বাটী বাটী গেলেও পাইবার যো নাই। যা হক, বৈকালে দেখা যাবে। বৈকালে সংবাদ পাইলাম, যে মহা হুলস্থূল লাগিয়াছে, যাঁহারা এত দিন অভিমান করিয়া আসরে নাবেন নাই, তাঁহারা সকলে নাবিয়া কিসে ভোট পাওয়া যায়, ইহারই চেষ্টা করিতেছেন।

কোন স্থলে হুড়াহুড়ি, কোন স্থলে মারামারি অবধি হইতেছে। কি সর্ব্বনাশ! সকলে কমিসনর হইতে চেষ্টা পাইতেছেন।

"এং উজায় বেং উজায়।
খোল্‌সে পুঁটী বলে আমিও উজাই।"

এমনটা হইবে আমরা মনেও ভাবি নাই। ডামাডোল দেখিয়া আমি সরিয়া বসিলাম, যে কয়েক খানি ভোটিং কাগজ পাইয়াছিলাম, তাহা বড় কম নয়, পাড়ার ছেলেদের মক্‌স করিতে দিলাম! এক্ষণে সুবিজ্ঞ ভোটর মহাশয়দের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিম্নলিখিত আবেদন করিতেছি।

আবেদন-পত্র।

বিজ্ঞবর বিজ্ঞোত্তম মহাবল প্রবল-প্রতাপ ধীশক্তি-সম্পন্ন অতিবদান্য মহামান্য আমাদের ওয়ার্ড নিবাসী "ভোটর" মহোদয়গণ সমীপে আবেদনমেতৎ।

মহোদয়গণ! আমি আপনকারদিগের ওয়ার্ডের কমিসনর হইতে ইচ্ছা করি, সুতরাং আপনারা আমাকে ভিন্ন আর কাহাকে ভোট দিবেন না। কারণ,

আমি শ্রবণ করিলাম যে, আপনারা কাগজের সম্পাদকদিগকে অত্যন্ত পচন্দ করিতেছেন। আমিও এক জন সম্পাদক। আর অনেক ওয়ার্ড বিলাত ফেরৎ সাহেব বাবুদের অনর্গল ইংরাজি আবৃত্তিতে মোহিত হইয়া কমিসনর করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তাঁহাদিগকে আমি বলিতেছি যে, আমি ঐ সকল বাবুদের অপেক্ষা শত গুণ সাহেব। তাঁহারা কেবল স্বদেশের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া মেটে টেস্ ফিরিঙ্গিদের পোষাক পোরে বাহার লন। আমি ঠিক বলিতেছি যে, আমি কাপড়ের উপর "গেলিশ" আঁটি। বিশেষতঃ ভোটরবর্গকে কমিসনর করিতে গেলে নয় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান-দল কিম্বা লিগের দলকে কর্‌তে হবে, কারণ, এই দুই দল ভিন্ন আজ কাল আর কোন দল নাই। যদি আর কোন দল থাকে, সে অঘামারা দল, তাহাদের নাম গন্ধ নাই। এই দুই দলস্থ ভিন্ন যদি কেহ "কমিসনর হইতে চান তো নিশ্চয় জানিবে, যে, সে "হগ" বাহাদুরের পেটোয়া লোক, যদি ভুল ক্রমে তাহাদের ভোট দিয়া থাকেন তো কাড়িয়া লইয়া (ইহাতে কোন পাপ নাই) আমাকে দিবে; কারণ, আমি সর্ব্বদলভুক্ত সবলোট। ইহার কোন ব্যতিক্রম করিবেন না, করিবেন না, করিবেন না, মাথার দিব্য! জগন্নাথ ক্ষেত্রের সুবদ্রার দিব্য! কালী ঘাটের হালদারদের দিব্য! আর বাগবাজারের মদনমোহনের খোলার ঘরের দিব্য! এতেও যদি আমাকে কমিসনর মনোনীত না করেনতো, আমার মুঃখুমি হইয়াছে! নয় তোমাদের মুঃখুমি হইবে!

স্বেচ্ছাচার তন্ত্রোক্ত

কার্কউড পালা।

ধন্য মিউনিসিপালিটি বলিহারী যাই।
তোমার অসাধ্য কাজ ত্রিভুবনে নাই॥
অঘটন ঘটাতে যেমন তুমি পারো।
ধরায় এমন আর সাধ্য নাই কারো॥
তোমার জ্বালায় একে কলিকাতা জ্বলে।
পুন তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা দেখি মফঃসলে॥
দেখ কার্কউড্ বীর চট্টগ্রামে গিয়ে।
কি কাণ্ড ঘটালে তথা শ্বেতখানা নিয়ে।
কত রস আছে তাঁর না জানি তাহায়;
দেশ শুদ্ধ শ্বেতখানা করেন তথায়॥
যেখানে সেখানে টাটী ক'রে দেন প্রভু।
তাতে এক কথা কয় কার সাধ্য কভু॥
সেই শ্বেত পুরুষের শ্বেতখানা সার।
শ্বেতখানা সম প্রিয় বস্তু নাই আর॥
শ্বেতখানা ধ্যান,জ্ঞান শ্বেতখানা প্রাণ।
শ্বেতখানা শিরোমণি শ্বেতখানা মান॥
এমন সাধের ধন রাত্রিতে পড়িয়ে।
কেবা দেয় জ্বালাইয়ে কেমন করিয়ে॥
গুণনিধি কার্কউড ভাবেন তখন।
টাটী জ্বালাইতে পারে আর কোন্ জন?

কার্কউড বিলাস।
Chittagong Plantain.

লালচাঁদ চৌধুরী এ দেশের জমিদার।
এই কাজ সুনিশ্চয় হইবে তাহার ॥
কার সাধ্য পারে ইহা ঘটাতে এথায়।
অবশ্য ঘটেছে ইহা ইঁহারি আজ্ঞায় ॥
এত ভাবি তার প্রতি মহা ক্রোধ তাঁর ॥
বাষ্পও জানে না কিন্তু লালচাঁদ তার ॥
লালচাঁদ মিউনিসিপালিটির মেম্বর।
কমিটিতে অপমান হন গুরুতর।
যেমন কমিটি-ঘরে কর্‌লেন প্রবেশ।
কার্কউড পেয়াদারে করেন আদেশ ॥
পেয়াদা অমনি তাঁরে গলা ধাক্কা দিয়ে।
ঘর হ'তে দিল তাঁরে বাহির করিয়ে ॥
এত বড় লোকটার এত অপমান।
মেম্বর ছিলেন যত দেখি হতজ্ঞান ॥
বলেন কি কাণ্ড একি দেখিলাম আজ।
না জেনে নিগূঢ় তত্ত্ব একেমন কাজ ॥
লালচাঁদ জমিদার সামান্যতো নয়।
তার এত অপমান দেখি ভয় হয় ॥
ক্রোধে অন্ধ কার্কউড তাঁদের কথায়।
কর্ণপাত নাহি করে বসিয়ে তথায় ॥
কম্পমান কলেবর বিকটবদন।
হস্তপদ আছাড়েন উন্মাদ যেমন ॥
চক্ষুঃ দুটো জ্বলে যেন মশালের আলো।
বলে,—"শালা লোক্‌কো জল্‌দি হিয়া সে নেকালো ॥
ড্যাম শূয়ার গাড্ডা টোমারা এট্টা বড়া কাম।
জান্টা নেই শালা কেট্টা বড়া লোক হাম ॥
আজি টোমকো ফাঁসী ডেগা জ্বালায় ডেগা ঘর।
হামারা টাট্টী জ্বালায় ডেকে রহেগা ঘর পর ॥"

অপমান হয়ে তিনি ছোটকর্ত্তার কাছে।
টেলিগ্রাম করিলেন তার পাছে পাছে ॥
এবারকার ছোট কর্ত্তা রয়েছেন মিসে।
বরের ঘরের মেসো ইনি কোনের ঘরের পিসে ॥

তারি মত প্রত্যুত্তর পান লালচাঁদ।
ভেবেছিলেন হাতে পাবেন আকাশের চাঁদ॥
নিরাশ্বাস হয়ে শেষে মকদ্দমা ক'রে।
হইলেন লালচাঁদ জয়ী অতঃপরে ॥
তাতে কার্কউডের কি হইবে আবার।
বরং আরো প্রমোশন হইল তাঁহার ॥
ছোট কর্ত্তা দুই দিক রাখিতে বজায়।
তাঁরে বদ্‌লি করিলেন চব্বিশ পরগণায় ॥
সাপ মরে লাঠী গাছটি নাহি ভাঙ্গে তাঁর।
সেই চেষ্টা ছোটকর্ত্তার দেখি অনিবার ॥
কার্কউড সাহেব না থাকিলে তথায়।
অনায়াসে সে দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়ে যায় ॥
আপাততঃ শ্বেতথানার হেঙ্গামা না রয়।
একৌশল খেলিলেন ছোট মহাশয় ॥
তাই বলি প্রজাগণ কেন কথা কও।
সাহেবে মারিলে লাথি পিট পেতে সও ॥
তোমাদের কান্না কেবা করিবে শ্রবণ।
কেন মিছে কর সদা অরণ্যে রোদন ॥
ইংরেজে কুকর্ম্ম করি উচ্চ পদ পায়।
পদে পদে যথা তথা সদা দেখা যায় ॥

কার্কউড পালা কিছু গাইলাম ভাই।
ইচ্ছা আছে ইষ্ট্র্যাঙ্গেল পালা কিছু গাই॥
ইষ্ট্র্যাঙ্গেল সুবর্ব্বের হর্ত্তা কর্ত্তা প্রভু।
তাঁর কাছে কার্কউড কল্‌কে পান না কভু॥
শ্বেতখানার প্রতি তাঁর বড়ই নজোর।
শ্বেতখানার জন্যে তিনি আছেন সজোর॥
স্বেচ্ছাচার তন্ত্র উক্ত কার্কউড পালা।
গলায় গাঁথিয়ে পর যেন কণ্ঠমালা॥
এই পালা যেবা গায় যে জন গাওয়ায়।
মহা ভক্তি হয় তার ইংরেজের পায়॥
ভক্তি করি এই পালা বসন্তকে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হ'ল সায়॥

কৌতুক বিন্দু।

১। এক দিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিজ বৈবাহিক উলা নিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেহাই! তোমাদের উলায় নাকি বেহাইন বিক্রয় হইয়া থাকে" মুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর করিলেন, "হাঁ মহারাজ! লইয়া যাইবা মাত্রই।"

২। এক দিন প্রসিদ্ধ ভাঁড় লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস নগরস্থ কোন বাবুর সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছিলেন। পরে উভয়ে বারাণ্ডায় বসিয়া ধূমপান ও গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়েরি উচ্ছিষ্ট সম্মুখস্থ নর্দ্দামার ধারে পড়িয়াছিল। এমন সময়ে একটা কুকুর আসিয়া বাবুরই উচ্ছিষ্ট চাটিতে আরম্ভ করিল, বিশ্বাসের পাতের দিকে একবার লক্ষও করিল না। ইহা দেখিয়া বাবু বিশ্বাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিশ্বাস! তুমি বড় অধম, নতুবা কুকুরেও তোমার পাতে খায় না কেন?" বিশ্বাস উত্তর করিলেন, "সে জন্যে নয়, ও কুকুরটি ভিন্ন গোত্রে খায় না।"

৩। এক দিন গোপাল ভাঁড় বহির্দ্দেশে বসিয়াছে, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে কহিলেন, "বেটা বুঝি শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছে।" গোপাল অমনি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "ও ঠাকুর মহাশয়! তবে একটা ভুজ্জি প্রস্তুত, আপনি লইয়া যাউন।

৪। একবার তাবৎ পঞ্জিকায় গ্রহণ লিখিত হইয়াছিল, কেবল নবদ্বীপ সম্মত পঞ্জিকায় লিখিত হয় নাই। কিন্তু যথা সময়ে গ্রহণ হইলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুরশ্চরণ করিতে বসিলেন; এমন সময়ে গোপাল ভাঁড় কৌশল করিয়া দূরে অথচ রাজার দৃষ্টিগোচরে প্রস্রাব করিতে বসিল। তাহা দেখিয়া রাজা সক্রোধে কহিলেন, 'দূর মূর্খ! নরাধম! অসভ্য! লোকে গ্রহণ সময়ে দান, ধ্যান ও পুরশ্চরণাদি করিয়া থাকে। তুই কি না, মস্ত মিন্‌সে হয়ে আমার সম্মুখে প্রস্রাব কর্‌তে বস্‌লি। গোপাল ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিল, মহারাজ! গ্রহণ কোথায়?

নবদ্বীপের পঞ্জিকায় গ্রহণ নাই, আমাদের নবদ্বীপের মতই আসল, আর সব বাজে মত মাত্র। অতএব, আমি নবদ্বীপের মতে প্রস্রাব করিতেছি, ইহাতে দোষ কি?

এক দিন প্রাতঃকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র ও গোপাল ভাঁড়কে সমভিব্যাহারে করিয়া বনমধ্যে মৃগয়া করিতে যান। পরে প্রত্যাবর্ত্তন কালে রৌদ্রের উত্তাপে অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ হইল। রাজা ও যুবরাজ স্বীয় স্বীয় পরিধেয় ইজার মাত্র কটিদেশে রাখিয়া অঙ্গরক্ষী ও উষ্ণীষ প্রভৃতি সমুদয় খুলিয়া গোপালের হস্তে দিলেন। গোপাল সেই সকল বস্ত্র মোট বাঁধিয়া মাতায় করিয়া লইয়া চলিল। রাজা রহস্য করিয়া কহিলেন, "গোপাল! তোমার মাতায় একটা গাধার বোঝা বোঝাই হইল।" গোপাল উত্তর করিল, মহারাজ! এ একটার নয়, দুইটার।

বসন্তক সম্বন্ধে নিয়ম।

১। বসন্তকের দ্বিতীয় ভাগের একাদশ সংখ্যা অবধি আমি ইহার সম্পাদক ও প্রচারকের কার্য্যে ব্রতী হইলাম। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও প্রচারক শ্রীযুক্ত হরি সিংহের সহিত ইহার আর কোন সংস্রব রহিল না। কিন্তু এই দ্বিতীয় ভাগের ২৪ সংখ্যা পর্য্যন্তের বিল শ্রীযুক্ত হরি সিংহের নামে হইবে। তৃতীয় ভাগের প্রারম্ভাবধি আমার নামে বিল হইবে।

২। বসন্তক সম্বন্ধে যাঁহার মূল্য কি পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইবে, তিনি সুচারু যন্ত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়ের নামে নং ৩৩৬ চিৎপুর রোড সুচারু যন্ত্রে প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে বসন্তকের অধ্যক্ষ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। আর, কেহ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার মিত্রের নামে মূল্য কি পত্রাদি প্রেরণ করিবেন না।

৩। যদি কোন গ্রাহক মাসে মাসে নিয়মিত রূপে বসন্তক প্রাপ্ত না হন, তিনি উক্ত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়কে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিলেই তাহার বিহিত ব্যবস্থা হইবে।

৪। যে গ্রাহক যে সংখ্যা অবধি বসন্তক গ্রহণ করিবেন, তিনি সেই সংখ্যা অবধি ১২ খণ্ড পর্য্যন্ত বসন্তক প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য পরিশোধিত হইবে। তিনি পুনর্ব্বার গ্রহণেচ্ছু হইলে তাঁহাকে পুনর্ব্বার অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে। গ্রাহকদিগের মূল্য পরিশোধিত হইলে তাঁহাদিগের নাম এই পত্রে প্রকাশিত হইবে।

৫। ইহাতে বিজ্ঞাপন দিবার মূল্য প্রতি পংক্তি ৵০ অবধারিত হইল। তিনবার প্রকাশিত হইলে তাহার অর্দ্ধাংশ লাগিবে। কিন্তু তিনবারের অধিক কাল প্রকাশিত হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক।

৬। বসন্তকে প্রকাশার্থ যদি কোন প্রস্তাব বা সংবাদ প্রেরিত হয়, তাহা বসন্তকের উপযোগী বোধ হইলে সমাদর পূর্ব্বক প্রকাশ করা যাইবে।

৭। বসন্তক সম্বন্ধে বিয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
বর্ত্তমান সম্পাদক ও প্রচারক।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বিদেশীয় গ্রাহক।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী
ট্রেজরী চট্টগ্রাম ৭৷
" " কুমার কেদারনারায়ণ রায়
ভালুকগাছি পুঁটিয়া রাজসাহী ৩৷৵০
" " কালীকুমার মজুমদার পোস্তার
পায়রাডাঙ্গা নাগেশ্বরী রঙ্গপুর ৩৷৵০
" " কালীমোহন সেন উকীল
দিনাজপুর কালীতলা .. ৬৷৷০
" " গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
জেলা যশোহর চৌগাছা পোং আং ৩৲
" " প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়
রিবিলগঞ্জ পোং আং ছাপরা ৩৷৵০
" " বেণীমাধব মিত্র মুন্সেফ
গোয়ালন্দ ... .. ৩৲
" " রসিকলাল দাস মাজিপাড়া
পোষ্ট আপিস জাঙ্গলিয়া .. ৩৷৵০
" " হরচন্দ্র চৌধুরী সেরপুর
জামালপুর উপরিভাগ ময়মনসিং ৩৷৵০
" রাজা কেদারনারায়ণ রায় ঠাকুর বাহাদুর
জেলা রাজসাহী পুঁটিয়া রাজবাটী
ছোট তরফ .. .. ১৲

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র ৩৲
" " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় .. ১৲
" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় .. ৩৲
" " গৌরদাস বশাক .. ... ২৲

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং স্থচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।